শ্রীনবাঙ্গভক্তিবর্ত্তিকা ।

ভজনানন্দ মহাত্মা বৈষ্ণবগণের আচরিত এবং শাস্ত্রসম্মত
নবাঙ্গভক্তি যাজনের স্বারসিকি-পদ্ধতি ।

ধ্যান-বন্দন-স্তবন-স্মরণ-আত্মার্পণ-কর্ম্মার্পণ পাঠ-কীর্ত্তনাদির মূলশ্লোক এবং
তাহার সরল পদ্যানুবাদ, প্রাতঃপূর্ব্বাহ্ন সন্ধ্যাসঙ্কীর্ত্তনের ও বেহাগড়া-
কীর্ত্তনের প্রচলিত গান সমূহের ও গানের আখরের সহিত —

শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব

শ্রীকৃষ্ণপদ দাস কর্ত্তৃক

সংগৃহীত, অনুবাদিত ও প্রকাশিত

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত ।

২য় সংস্করণ ।

মূল্য ।৴০ সাত আনা । মাশুল এক আনা ।

শ্রীধাম বৃন্দাবন গোপীনাথবাগে লেখকের নিকট প্রাপ্তব্য ।

রামজীবনপুর সেবক প্রিন্টিং ওয়ার্কসে
শ্রীরাধাশ্যাম সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ।

সন ১৩৩৩ সাল ।

প্রকাশকের নিবেদন।

নিষ্কাম-ভক্তি-পদ্ধতি অবলম্বনে, অনুরাগে আহ্নিক পূজাদি যাজনের জন্য আজকাল অনেকের আগ্রহ উপজাত হইয়াছে। কিন্তু তাহার প্রকৃত প্রকার ও পদ্ধতি পরিজ্ঞানের অভাবে প্রায়শঃ যথাযুক্ত কার্য্য হইতেছে না। কেহ কেহ কেবল মাত্র প্রাণধন-গৌরসুন্দরের পূজা অর্চ্চনা ও কেহবা শুধু পরমা-বলম্বন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ধ্যান পূজা করিয়াই কর্ত্তব্য পূর্ণ হইল মনে করিতেছেন।

ফলতঃ লীলাবিহারি স্বয়ং ভগবানের, হ্লাদিন্যাখ্যা-নিজ-পরাশক্তির সহিত সতত একত্ব ও দ্বিত্বের নিত্যতায় যেমন রসতত্ত্বের পূর্ণতা, তেমনি এতদুভয়ের ঐ উভয় অবস্থার সদা-সংঘটনেই তাঁহার প্রেমানন্দ-লীলারও পূর্ণতা; এবং উক্ত দ্বিবিধাবস্থায় যথোচিত সেবার দ্বারাই ভক্তেরও প্রেমসেবার পূর্ণতা। সুতরাং শ্রীগুরুপূজা হইতে আরম্ভ করিয়া সপরিপকর-শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের এবং তেমনি শ্রীরাধাশ্যাম সুন্দরের, তদনন্তর সাধারণ ভক্তবৃন্দের পূজার্চ্চনা ব্যতীত শ্রীগৌরার্চ্চন বা শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনের সংপূর্ণতা হয় না। ভজনানন্দ মহাত্মাগণের তাহাই আচরণ।

আবার স্মরণেও অর্চ্চনাঙ্গে ধ্যানস্তব বন্দনাদিই. রূপের, লীলার ও ভাবের স্ফুর্ত্তির প্রধান সাধন, কিন্তু তৎসমস্তই—সংস্কৃত ভাষায় লিখিত থাকায় অনেকেরই ভাল হৃদয়ঙ্গম হয় না! কাজেই মনে সারস্য জন্মিতে পারে না ও আবেশময় স্ফুর্ত্তিলাভ হয় না। এই সকল কারণে ভজনানন্দ লালসিত কতিপয় অনুরাগি-ভক্তের অনুরোধে, একখানি স্মারসিকী-অর্চ্চনাঙ্গ ভক্তিযাজনের পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করি। পরে ভক্ত বিশেষের বিশেষ অনুরোধে রাগানুগীয় ভক্তের, বাহ্যে সাধক দেহে নবাঙ্গভক্তির অন্তর্গত স্মরণ-শ্রবণকীর্ত্তনাদি অন্যান্য অঙ্গেরও যাজন-পদ্ধতির আদর্শ-সমন্বিত এই শ্রীগ্রন্থখানি প্রকাশ করি। ভজনানন্দ মহাত্মা বৈষ্ণবগণের আচরিত এবং শাস্ত্রানুমোদিত এই নবাঙ্গ-ভক্তি-যাজনের পন্থা-প্রদর্শিকা-বর্ত্তিকায়, আশা করি, সকলেই প্রকৃত-পথ পরিচয় করিতে সমর্থ হইবেন। কেবলা ভক্তির অঙ্গরূপে যাহাদের অর্চ্চনা, তাহাদের তো কথাই নাই, যাহারা মন্ত্রময়ী উপাসনায় অভ্যস্ত—শঙ্খস্থাপন ঘটস্থাপন, আসন-বিন্যাস প্রভৃতি, যাহারা শাস্ত্রীয়-মন্ত্র ব্যতীত করেন না, অঙ্গন্যাস, করন্যাস ও সর্ব্ববিধ মুদ্রাদির উপর যাহাদের অর্চ্চনার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, জপ ও মন্ত্র সিদ্ধির প্রয়োজনাত্মিকা-অর্চ্চন-ব্যবস্থায়-অভ্যস্ত-

সেই সকল মহাশয়েরাও এই গ্রন্থের ধ্যানবন্ধন নিবেদন-বিজ্ঞপ্তি আত্মার্পণা-দির অপূর্ব্ব শ্লোক সকলের বাহুল্যে এবং সরল অনুবাদে প্রচুর উপকার প্রাপ্ত হইবেন। উহাই দাস্যসখ্যাদ্যঙ্গের অর্থাৎ নিজার্থ চেষ্টাত্যাগের ও অসঙ্কোচ বিশ্বাসময় ভাবের উৎপাদক।

ভক্তির অঙ্গীভূত-স্বারসিকি-অর্চ্চনায় মানসোপচারেরই প্রাধান্য। কিন্তু কেবল মানসোপচারে উপাসনা সম্পূর্ণ হয় না। মানসে সমস্ত উপচার প্রদেয়, (তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই গ্রন্থে বস্ত্রাভরণাদি দানের কথা বলা হইয়াছে) তন্মধ্যে যতদূর যাহা যখন জুটে, বাহ্যোপচারে তাহা দিলেই হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধের ২৭ অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকে এই বিষয় স্বয়ং শ্রীভগবান, ভাগবতবর্য্য উদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছেন যে, প্রতিমাদির অর্চ্চনাতে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ-দ্রব্যাদি অবশ্য প্রদেয়, কিন্তু ভক্তি-নিষ্ঠের অর্চ্চনে হৃদয়ের ভাবই প্রধান, যথালব্ধ বাহ্যোপচারেই তাহা সুসম্পন্ন হয়, যথা—

দ্রব্যৈঃ প্রসিদ্ধৈর্মদ্‌যাগঃ প্রতিমাদিষ্বমায়িনঃ।
ভক্তস্য চ যথালব্ধৈর্হৃদি ভাবেন চৈব হি॥

শ্রীহরিভক্তি বিলাসের অষ্টম বিলাস ২২৭ সংখ্যক কারিকায়ও কহিয়াছেন-দেবালয়ে দেব-সেবাতেই নিয়মের বাঁধাবাঁধি, নিজব্রত-রক্ষার্থ স্বগৃহে অনুষ্ঠিত পূজন, স্বচ্ছন্দাচারেই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। যথা—

সেবাদি নিয়মো দেবালয়ে দেবস্য চেষ্যতে
প্রায়ঃ স্বগেহে স্বচ্ছন্দ সেবা স্বব্রত রক্ষয়া॥

কতক ন্যাসাদি ব্যতিরেকে ভক্তিনিষ্ঠ-ভক্তের অর্চ্চন নির্ব্বাহের বিধিও উক্ত বিলাসে ২২৫ সংখ্যক কারিকায় আছে যথা—"অনং পূজাবিধির্মন্ত্র সিদ্ধার্থস্য জপস্য হি। অঙ্গং ভক্তেস্তু তন্নিষ্ঠৈ র্ন্যাসাদীনন্তরেণ তে॥" রসামৃত সিন্ধু প্রভৃতিতেও রস-ভাব বিরুদ্ধ অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ বটে।

এই গ্রন্থোক্ত পূজাবিধি,—প্রাতঃ বা পূর্ব্বাহ্নে অনুষ্ঠেয়। স্মরণ-বিধি—যে কালীয় লীলা' সেই সময়ে বিশেষতঃ স্মরণীয়। শ্রবণাঙ্গ—সাধারণতঃ দিবামানকে আটভাগ করিয়া তাহার ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাগে অনুষ্ঠেয়। (যথা- -হরিভক্তি-বিলাসের দশম বিলাস ধৃত, স্মৃতি—"ইতিহাস পুরাণাভ্যাং ষষ্ঠ সপ্তমকৌ নয়েৎ")। স্মরণাঙ্গের শেষোক্ত প্রার্থনা গুলি প্রতিবারে পঠনীয়

ইতি। ১০ভাদ্র ১৩২৩ বঙ্গাব্দ।

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন।

এবারে বিশেষরূপ সংশোধন, এবং বৈষ্ণব স্নান বিধি ও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অষ্টকালীয় ব্যবহার-লীলার স্মরণ পদ্ধতি সংযোজন পূর্ব্বক সকলের খুঁৎখুতি মিটাইয়া মুদ্রিত করা গেল। যাহা প্রভুর ভাবাবেশ-লীলার ন্যায় অষ্টকালীয় ব্যবহার-লীলা স্মরণের সংস্কৃত ভাষায় বিলিখিত প্রাচীন পদ্ধতিও বর্ত্তমান আছে। ব্রজানুগাভজনে তদপেক্ষায় ভাবাবেশ-লীলার-অষ্টকালীয় পদ্ধতি অধিকতর সমাদৃত বলিয়া প্রথম সংস্করণে তাহা দিয়াছিলাম না। কিন্তু কাহারও কাহারও পক্ষে তাহাও উপযোগী বলিয়া এবারে পদ্যানুবাদ সহ দিলাম। আর বৈষ্ণব-স্নান বিধিও বৈষ্ণব মাত্রের জানা থাকা উচিত। তার সংক্ষিপ্ত স্মারসিকী ধারাও অনেকেই জানেন না বলিয়া কেহবা মোটেই আচরণে আনেন না কেহ কেহবা সাধারণ বিধির দ্বারাই তৎসমাধান করেন। এবার উপক্রমনিকায় শাস্ত্রীয় শ্লোক ও পদ্যানুবাদ সহ তাহাও দিয়া সেই অসুবিধা দূর করা গেল। ইতি

শ্রীধাম বৃন্দাবন।
তাং ২রা চৈত্র. ১৩৩৩ সাল।

শ্রীকৃষ্ণপদ দাস।

উপক্রমণিকা। বৈষ্ণব স্নান বিধি।

শরীরের অভ্যন্তর-হইতে বিনির্গত ক্লেদঘর্ম্মাদি-বিকার বহির্বিলগ্ন ধূলাদি ও দ্রব্যান্তরের রসাদি, যথাসম্ভব প্রক্ষালন মার্জ্জন ও বিদূরণ বিনা দেহের শুদ্ধি সম্পাদিত ও অস্পৃশ্য-স্পর্শ জনিত কালুষ্য নাশ হয় না। স্নানই তৎ সাধনে সমুত্তম উপায়। এইজন্য ঘর্ম্মাদি-সংলিপ্ত-বস্ত্র পরিবর্ত্তন হাত পা মুখ, নাসাপুট ও কর্ণপুট প্রক্ষালন-সহকৃত-স্নানান্তে ভজন পূজনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন করা শাস্ত্র বিধি। ঐ স্নান তিন প্রকার বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র (বা পৌরাণিক) স্নান। স্বারসিক-ভজন-মার্গের মিশ্রস্নান-বিধি সংক্ষেপে লিখিতেছি। পীড়াদি প্রযুক্ত যথানিয়ম-স্নানে যাহারা অসমর্থ তাঁহাদের ভিজা বস্ত্র বা আর্দ্রহস্ত দ্বারা গাত্র মার্জ্জনেও স্নান-সিদ্ধ হয়, (হরিভক্তিবিলাস ৩য় অঃ ১২৪ সংখ্যাত-দক্ষবচন দ্রষ্টব্য,) সর্ব্বথা অসক্তের পক্ষে "শ্রীবিষ্ণুঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পুনাতু" বলিয়া গায় জলের ছিটা দিয়া ভগবৎ স্মরণ দ্বারা শুদ্ধির ব্যবস্থা পর্য্যন্ত শাস্ত্রে আছে।

তথাপি নদ্যাদিতে অবগাহন স্নানই সমর্থ-সাধক ভক্তের মুখ্য কর্ত্তব্য। তাহার অসম্ভাবনার স্থানেই তোলা বা ঢালা বিশুদ্ধ টাট্‌কা জলে স্নান করা অনুকল্প-ব্যবহার। স্নান বিধির মোটা মোটি কথা এই—

হস্তপদাদি বিধৌত ও দন্ত-ধাবন করণান্তর প্রথমতঃ তীরে ভগবৎ প্রণাম

যথা—"পাপোহং পাপকর্ম্মাহহং পাপাত্মা পাপসম্ভব।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ! সর্ব্ব পাপ হরো হরি॥ (সরলার্থ)

তদন্তর "অশ্বক্রান্তে" ইত্যাদি শ্লোকের স্থানে নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠে কিঞ্চিৎ জলীয় মৃত্তিকা তুলিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন বিধি। তৎ শ্লোক—

ভূশক্তি-স্বরূপা কৃষ্ণ-সেবিকা পূত মৃত্তিকে।
পাপ মালিন্য নাশেন শোধয় মে মনস্তনূ॥ (সরলার্থ)

তারপর নাভি পরিমাণ জলে নামিয়া, নদ্যাদিতে প্রবাহাভিমুখে ও সরোবরাদিতে পূর্ব্বাভিমুখে দাঁড়াইয়া (সাধারণ রীতিতে স্নান আচমন করণান্তর দৈর্ঘ্যে প্রস্থে চারিহস্ত পরিমিত জলে সর্ব্বতীর্থ আবাহন করিবে। তীর্থাহ্বানের

সাধারণ বিধির "গঙ্গে চ যমুনেচৈব" ইত্যাদ্য সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকটি পঞ্চাইতি বিধি তাহা এই—

গঙ্গে চ যমুনেচৈব গদাধরি! সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।

কিন্তু স্বারসিকী পদ্ধতিতে শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড এবং পাবনসরোবরের সমাহ্বান ও বন্দন কর্ত্তব্য। তদনন্তর তীর্থগণের আগমনানুভবে নিম্নোক্ত শ্লোক পাঁচটি পাঠ করা অবশ্য বিধেয়। তদ্ যথা—

বিষ্ণুপাদ প্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণু দেবতা।
পাহিনস্তে নসস্তস্মাদাজন্ম মরণান্তিকা ॥১॥
কলিন্দ তনয়ে দেবি! পরমানন্দ বর্দ্ধিনি।
স্নামি তে সলিলে সর্ব্বাপরাধান্মাং বিমোচয়। ২ ॥
পাবনং পাবনং সাক্ষাদ্দুরিতানাং মহাসরঃ।
প্রসীদ কৃপাণে মেয়োবার্ত্তে ত্বং কৃষ্ণ বল্লভঃ ॥৩॥
উদ্ভূতং কৃষ্ণপাদাব্জা দরিষ্ট বধত শ্ছলাৎ।
পাহিমাং পামরং স্নামি, শ্যামকুণ্ড! জলে তব ॥৪॥
রাধিকাসমসৌভাগ্যং সর্ব্বতীর্থ প্রবন্দিতম্।
প্রসীদ রাধিকাকুণ্ডং স্নামি তে সলিলে শুভে ॥ ৫ ॥

(এই সকল শ্লোকের পদ্যানুবাদ)

শ্রীহরির চরণ সম্ভূতা, বিষ্ণুশক্তি বিষ্ণুক্রীড়ান্বিতা।
জনম মরণ বিয়াপিত, পাপ আমাদের আচরিত।
বিদূরিতে তুমিই পারহ, গঙ্গে! মোরে পবিত্র করহ ॥১

সূর্য্যের তনয়া যাহা আনন্দ বর্দ্ধিনী, হে দেবি যমুনে তুমি পরম পাবনী
তোমার সলিলে এই করিতেছি স্নান, সর্ব্বঅপরাধ হোতে কর মোরে ত্রাণ
সকল দুষ্কৃতি নাশ হয় তব জলে, তাতেই 'পাবন-সরোবর' তোমা বলে।
হে কৃষ্ণবল্লভ! তুমি হইয়া সদয়, এ কাতর-কিঙ্করের পাপ কর ক্ষয় ॥ ৩
অরিষ্টাসুরের নাশ-ছলে, শ্যামকুণ্ড! তোমার প্রকাশ মহীতলে।

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মাঘাতে, তব শুভোদয় হয় ব্রজ রজ হোতে।
এই তব সুপবিত্র জলে, পবিত্র করহ অবগাহনের ফলে ॥৪
সর্ব্বজন-বন্দনীয়, রাধাসম কৃষ্ণপ্রিয়, রাধাকুণ্ড কৃপাকর মোরে।
এই তব নীরে স্নান, করি যেন হই ত্রাণ, সর্ব্ব-শুভ-প্রেমলাভ ক'রে ॥৫

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের চরণাম্ভোজ ধ্যান পূর্ব্বক সাতবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া তিনবার নিজ মস্তকে জল সমর্পণানন্তর যথাবৎ অঙ্গাদিসম্মার্জ্জন স্নান সমাপন তীরে উঠিয়া তুলসীদল সংযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপাদোদক কিঞ্চিৎ পান ও তিনবার মস্তকে ধারণ কর্ত্তব্য। তৎপর উপস্থিত গুরু বিপ্রের চরণামৃত গ্রহণ করত মন্ত্রোচ্চারণের সহিত আচমন দ্বারা বৈষ্ণব স্নান নিষ্পন্ন হয়।

——•:(*):•——

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা,	পংক্তি,	অশুদ্ধ,	শুদ্ধ।
৵০	২৬	বিশেয়ত্তঃ	বিশেষতঃ
১	১৭	যোগস্থ	যোগোঽস্থ
৪	১৬	নিকুঞ্জতোপি	নিবুঞ্জতোঽপি
ঐ	১৯	শ্রীনিকুঞ্জ	শ্রীবিগ্রহ
৫	৮	স্তথা	স্তথা
১৬	১৮	রণী	রাণী
১৭	১৮	গরুড়াশন	গরুড়াসন
১৮	১৮	কপাতে	কৃপাতে
২০	১৩	প্রেনাম	প্রণাম
ঐ	১৯	উদ্ধ	উর্দ্ধ
২১	৭	বিভু	বিভুং
ঐ	২৯	টাটিতে	টাঠিতে
২৩	৬	স্থিতি	স্থিত,
৩২	১	বিমুমুখীং	বিধুমুখীং
৪৫	২৪	যুণী	মুনি
৪৮	৮	নিকর	নিকরাকর
৪৯	৪	রোপনে	রোপণে
৫০	১২	করিণ্যের	কারুণ্যের
৫২	৮	প্রেমসেবা, যার	প্রেমসেবা যার,
৫৪	২২	শ্মলন্	স্খলন্
৫৫	১৫	শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু	শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু
৫৫	২০	প্রাথনা	প্রার্থনা
৭৫	১৫	ঘু ঘুরিছে? একি একি	ঘু ঘুরিছে একি একি?

শ্রীনবাঙ্গভক্তিবর্ত্তিকা।

আদৌ শ্রবণাঙ্গ প্রসঙ্গ

সংসারে যেমন রূপ-গুণাদির পরিজ্ঞান প্রভাবেই বাঞ্ছনীয় বস্তুর বা ব্যক্তির প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট এবং লালসান্বিত হয় এবং ক্রমশঃ তৎ প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্যাকুলতা জন্মে, সেইরূপ শ্রীভগবানের নাম রূপ গুণ লীলা, শ্রবণাদিদ্বারা আস্বাদিত হইলেই তৎপ্রতি রাগোৎপত্তি হয়। ঐ রাগই ইষ্টলাভের দুর্দ্দমনীয় অক্ষয়—ব্যাকুলতা উৎপাদনের নিদান। ভক্তের ব্যাকুলতায় শ্রীভগবান স্থির থাকিতে পারেন না।

ব্রজবাসী-বিশেষের গাঢ় ইষ্ট-তৃষা এবং সতত তদাবিষ্টতার সুমঙ্গল কথা শুনিতে শুনিতে তদনুগত প্রেমভাবময়ী অহৈতুকী অব্যবহিতা কেবলা ভক্তি-লাভের বাসনা এবং তাঁহাদের আনুগত্যে ভগবৎ প্রেমসেবা-লাভকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া অনুভূতি জন্মে। তাহাতেই শ্রবণাঙ্গ এবং স্মরণাঙ্গ-ভক্তিযাজনের শ্রেষ্ঠতা শাস্ত্রে প্রকীর্ত্তিত। যথা শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ—

> কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতং।
> তত্তৎ কথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥

শ্রীএকাদশে ভগবদ্‌বাক্যং—

> যদৃচ্ছয়া মৎ কথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
> ননির্ব্বিণ্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগস্য সিদ্ধিদঃ॥

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেববাক্যং।

> সতাং প্রসঙ্গান্ মম বীর্য্য সংবিদো,
> ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ।

তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ বর্ত্মনি,
শ্রদ্ধা রতি র্ভক্তি রনুক্রমিষ্যতি ॥

প্রথমস্কন্ধে

ধর্ম্মঃস্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাস্বচ,
নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এবহি কেবলং ॥

(হরিকথায় রতি না জন্মিলে, সম্যক্‌রূপে সারা জন্মের ধর্ম্মসাধনাও বিফল)

স্কন্দপুরাণ বলেন-

সর্ব্বাশ্রমাভিগমনং সর্ব্বতীর্থাবগাহনং ।
ন তথা পাবনং নৃণাং নারায়ণ-কথা যথা ॥

(১) অনন্তশাস্ত্র-প্রমাণ রহিয়াছে। উদ্ধৃত করিয়া কত দেখাইব? উদাহরণ দুই একটি দেখাই। আসন্ন-মৃত্যু মহারাজ পরীক্ষিতকে সর্ব্বজ্ঞ সমস্ত মুনি-ঋষি এক বাক্যে শ্রবণাঙ্গ ভক্তি যাজনের ব্যবস্থা দেওয়াতেই তিনি পরমায়ুর অবশিষ্ট সাত দিন কেবল মাত্র শ্রীভাগবত শ্রবণ করেন।

(২) কলিপাবনাবতার স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু নিদারুণ-বিরহার্ত্তির সময়েও শ্রীনীলাচলে শ্রবণাঙ্গ ভক্তির জয়ধ্বজা উড়াইয়া গিয়াছেন। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি, কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে, গায় শুনে পরম আনন্দ ॥

অতএব, সদ্ভক্তের শ্রীবদনে ঐ সকল শ্রীগ্রন্থ এবং শ্রীমদ্ ভাগবতাদি হরিলীলা-প্রধান পুরাণ, শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত এবং শ্রীযুক্ত গোস্বামীপাদ-গণের গ্রন্থাদি হইতে নিয়মিতরূপে প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক হরিকথা শ্রবণ অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি শব্দব্রহ্মে (শাস্ত্রে) এবং পরংব্রহ্মে (স্বয়ং ভগবানে) পরিনিষ্ঠিত এমত সদ্‌বৈষ্ণবের মুখে হরিকথা সতের সহিত শ্রবণ বিধি। স্মরণস্রোতে নিমগ্নহৃদয় মহা-অধিকারী মহাত্মাগণ, সখীমুখে হরিকথা-শ্রবণাবেশে, কিম্বা শারী শুকাদি হইতে শ্রবণাবেশে, স্মরণ-স্রোত অব্যাহত রাখিয়া পাঠ কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিয়া থাকেন। নিরন্তর হরিনাম-গ্রহণাসক্তভক্তগণ,—শ্রীহরিনাম জপ করিতে করিতেই হরিকথা শ্রবণ করিয়া থাকেন, অভ্যাসের গুণে আনন্দাস্বাদনে কোনও বিঘ্ন হয় না। উহাতে

একই মনের দুই বিষয়ে বিক্ষিপ্তির বিতর্ক করা ভূল, যাহার নাম তাঁহারই লীলাগুণ শ্রবণ, সুতরাং মন একই শ্রীহরিতেই লাগিয়া থাকে। বরং আরও দৃঢ়ভাবে লাগে। তথাপি একান্তে হরিনাম জপ ছাড়া উচিত নহে।

বলা বাহুল্য যে—কোনও ভাগ্যবানের যদি অষ্টকালীয় লীলা-বিশেষের স্মরণে বা শ্রীহরিনাম গ্রহণের মহানন্দামৃতাস্বাদে পরমমঙ্গল-আবেশ সংঘটিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে সে আবেশ বলে ভাঙ্গিয়া দিবার কোনও ঔচিত্য নাই। শ্রবণাঙ্গেই নৈমিত্তিক লীলা, মহাত্মাগণ আধিক্যে অনুশীলন করেন। শ্রীমদ্ভাবত কথা শ্রবণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

অথ শ্রীকীর্ত্তনাঙ্গ যাজনের কথা।

শ্রীভগবৎকীর্ত্তন, প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত (১) শ্রীবৈয়াসকীকীর্ত্তন অর্থাৎ সুস্পষ্টোচ্চারণে গ্রন্থাদি পাঠ। (২) শ্রীনারদীয় কীর্ত্তন অর্থাৎ সঙ্গীত।
আবার উভয় বিভাগেরই অবান্তর ভেদ ত্রিবিধ যথা (১) শ্রীনামকীর্ত্তন (২) শ্রীলীলাকীর্ত্তন (৩) শ্রীপ্রার্থনাকীর্ত্তন।

তত্র শ্রীবৈয়াসকিকীর্ত্তন।

পূর্ব্বোক্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি সদ্বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলী বিশেষতঃ শ্রীমদ্রূপগোস্বামি পাদের কৃত স্তবমালা এবং শ্রীমদ্দাস গোস্বামিপাদের কৃত স্তবাবলী-প্রোক্ত এবং আমাদের এই গ্রন্থধৃত স্তোত্রাদি, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি, সর্ব্বসমাদৃত গ্রন্থ পাঠ বৈয়াসকী কীর্ত্তনে প্রশস্ত। আধুনিক বাজে গ্রন্থ ধরিলেই রসাভাবে ও উপমতে বিদূষিত হইতে হইবে। আজকাল ভেল গ্রন্থাদির বড়ই বাহুল্য উপস্থিত। লীলারস ও পার্থিব রসের পার্থক্য-বোধ বড় কঠিন, অতএব ফেরিওলার হাতে না পড়াই ভাল।

সংক্ষিপ্ত নিয়মে অন্ততঃ শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ী,—শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের এক এক অধ্যায় এবং শ্রীগুরুদেবাষ্টক, শ্রীগৌরচন্দ্রাষ্টক, শ্রীনন্দ-নন্দনাষ্টক ও শ্রীরাধার নবাষ্টক, দিনে একবার করিয়া পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমরা ঐ অষ্টক চতুষ্টয় এবং তাহার অনুবাদ এই স্থানে দিলাম।

শ্রীগুরুদেবাষ্টক।

(শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত)।

সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বং।
প্রাপ্তস্য কল্যাণগুণার্ণবস্য, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥ ১ ॥

(পদ্যানুবাদ)

ভবদাবানলের লেহনে, তপত নিখিল লোকগণে—
পরিত্রাণ করিবারে, জিনি নবঘনাকারে কৃপাবারি অবিরত করিয়া বর্ষণ।
করেন মঙ্গল বিধি, গুণকল্যাণের নিধি, বন্দি সেই শ্রীগুরুর কমল চরণ ॥

মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তন নৃত্যগীত, বাদিত্র মাদ্যন্মনসো রসেন।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গভাজো বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥ ২ ॥

শ্রীমহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তনে, গীত বাদ্য মধুর নর্ত্তনে।
রসামোদে মাতোয়ারা, কম্প পুলকাশ্রুধারা,—প্রকটিত হয় যার সাত্বিকেরগণ।
প্রেমময় কলেবর, ভাবাকুল নিরন্তর, বন্দি সেই শ্রীগুরুর কমল চরণ ॥

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য নানা, শৃঙ্গার তন্মন্দির মার্জ্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিকুঞ্জতোপি, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥ ৩ ॥

শ্রীবিগ্রহ নিত্যআরাধন, নব নব বেশ বিরচন।
শ্রীমন্দির মার্জ্জনাদি, সেবা যার অনবধি, শ্রীনিকুঞ্জসেবাবধি ভকতসেবন।
সতত করেন যিনি, সে আচার্য্য-শিরোমণি, বন্দি সেই শ্রীগুরুর কমল চরণ ॥

চতুর্ব্বিধ শ্রীভগবৎ প্রসাদ স্বাদ্বন্নতৃপ্তাং হরিভক্ত সঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥ ৪ ॥

চারিবিধ শ্রীমহাপ্রসাদ। পক্কান্নাদি পরমসুস্বাদ।
সতত ভকতগণে, ভুঞ্জাইয়া সযতনে, মহাপরিতোষ প্রাপ্ত হয় যার মন।
পরম ভকতিভরে, অঞ্জলি মস্তকে ধরে, বন্দি সেই শ্রীগুরুর কমল চরণ ॥

শ্রীরাধিকামাধবয়োরপার—মাধুর্য্যলীলাগুণরূপনাম্নাং।
প্রতিক্ষণাস্বাদনলোলুপস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥ ৫ ॥

শ্রীরাধামাধব দোঁহাকার, লীলামধুরিমাদি অপার।
গুণ রূপ নাম আদি, রসভরে নিরবধি, লালসিত-মানসে করেন আস্বাদন।

তাহাতে লোলুপ প্রাণ, নাহি সুখ দুঃখ জ্ঞান, বন্দি সেই শ্রীগুরুর কমল চরণ ॥

নিকুঞ্জযূনো রতিকেলিসিদ্ধৈ র্যাযালীভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতি বল্লভস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥ ৬ ॥

বৃন্দাবনে নিকুঞ্জ মিথুন,মিলাইতে পরম নিপুণ ॥
সে দোহার রতি-লীলা, সাধন করার বেলা,যে উপায় চিন্তিতে নারেন অন্য জন।
যিনি তাহা সমাধানে, বিচক্ষণ সবে জানে, বন্দি সেই শ্রীগুরুর কমল-চরণ ॥

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ রুক্তস্তথাভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥৭॥

শ্রীহরির অভেদ বিধানে, সর্ব্ব শাস্ত্রে যাহারে বাখানে ॥
সৎ সকলেও যারে, তেমনি ভাবনা করে, অপার মহিমা বিচারিয়া সর্ব্বক্ষণ।
কিন্তু হন যিনি তাঁর, প্রিয়তম পরিবার, বন্দি সেই শ্রীগুরুর কমল চরণ ॥

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদ, যদপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ন্ স্তুবং তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণ কৃপা যাহার কৃপায়, যার রোষে নাহিক উপায় ॥
যার অপ্রসাদে ভাই, সাধনেও সিদ্ধি নাই, অগতি জনের গতি হন যেই জন।
তিন সন্ধ্যা ধ্যানস্তুতি, করি গেয়ে যশোগীতি, বন্দি সেই শ্রীগুরুর কমল চরণ ॥

শ্রীমদ্‌গুরোরষ্টকমেতদুচ্চৈ র্ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে পঠিতং প্রিয়ত্বাৎ।
যস্তেন বৃন্দাবননাথ সাক্ষাৎ সেবৈব লভ্যা জনুষোঽন্ত এব ॥৯॥

গুরুর অষ্টক এই, প্রীতিযুক্ত হয়ে যেই, অরুণ উদয় বেলে পড়ে উচ্চস্বরে।
সে পরম সুদুর্লভা, বৃন্দাবনেশের সেবা দেহাবসানেতে সুনিশ্চয় লাভ করে ॥

শ্রীগৌরচন্দ্রাষ্টক।

উজ্জ্বলবর্ণ গৌরবরদেহং, বিলসতি নিরবধিভাববিদেহং।
ত্রিভুবনপাবনকৃপাবলেশং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥১॥

(পদ্যানুবাদ)

গৌরদেহ উজোর বরণ, নিরবধি ভাবে ভরা মন।

কৃপালেশে ভুবনপাবন, প্রণমি শ্রীশচীর নন্দন ॥

গদগদ অন্তর ভাব বিকারং, দুর্জ্জন-তর্জ্জন-নাদ-বিশালং।
ভবভয় ভঞ্জন কারণ করুণং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥২॥

গদ্‌গদ বাণী ভাবের বিকারে। দুর্জ্জন তাড়ন বিশাল হুঙ্কারে।
ভবভয়চয় বিনাশ কারণ। প্রণমি সতত শ্রীশচীনন্দন ॥

অরুণাম্বরধর চারুকপোলং, ইন্দু-বিনিন্দিত নখচয় রুচিরং।
জল্পিত নিজগুণ নাম বিনোদং,তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥৩॥

অরুণ অম্বর চারুগণ্ড ঝল মল, ইন্দু বিনিন্দিত নখরুচি সমুজ্জ্বল।
নিজ নাম গুণগানে সদা নিমগন। প্রণমি সতত আমি শ্রীশচীনন্দন।

বিগলিত নয়ন কমল জলধারং, ভূষণ নবরস ভাব বিকারং।
গতি অতি-মন্থর নৃত্য-বিলাসং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥৪॥

নয়ন কমলে জলধারা, বিগলিত (বাদরের পারা)।
নবরস ভাবের বিকার, শ্রীঅঙ্গের ভূষণ যাহার।
নৃত্যভঙ্গে মন্থর গমন, প্রণমি শ্রীশচীর নন্দন।

চঞ্চল চারু চরণ গতি রুচিরং, মঞ্জীর রঞ্জিত পদযুগমধীরং।
চন্দ্র বিনিন্দিত শীতল বদনং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥৫॥

চঞ্চল চরণে কভু গতি মনোহর। নূপুর-রণিত গতিভঙ্গী চারুতর॥
কোটি শশী জিনি সুশীতল শ্রীবদন। প্রণমি সতত আমি শ্রীশচীনন্দন॥

ধৃত কটি ডোর কমণ্ডলু দণ্ডং, দিব্যকলেবর মুণ্ডিত মুণ্ডং।
দুর্জ্জন কল্মষ খণ্ডন দমনং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥৬॥

করে কমণ্ডলু কটিতটে ডোর। মুণ্ডিত মস্তক দিব্য কলেবর॥
দুর্জ্জনের দণ্ড কলুষ খণ্ডন। প্রণমি সতত শ্রীশচীনন্দন॥

ভূষণ-ভূরজ-অলকা-বলিতং, কম্পিত বিম্বাধরবর রুচিরং
মলয়জ-বিরচিত-উজ্জ্বল তিলকং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥৭॥

লীলান্তরে পহুঁ, অলকাবলিত, চারুবিম্বাধর ভাবেতে-কম্পিত।
চন্দন-তিলক ভূরজ-ভূষণ, প্রণমি সতত শ্রীশচীনন্দন॥

অরুণ-কমলদল, নিন্দিত নয়নং, আজানুলম্বিত শ্রীভুজযুগলং।
কৈশর কলেবর নর্ত্তন বেশং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥৮॥

আজানুলম্বিত ভুজযুগল সুন্দর। লবণিমা-ললিত কিশোর-কলেবর।
অরুণ কমলদল নিন্দিত নয়ন। প্রণমি সতত শ্রীশচীনন্দন।
ইতি শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম বিরচিতং শ্রীগৌরচন্দ্রাষ্টকং॥

নন্দনন্দনাষ্টকং।

সুচারু বক্ত্র মণ্ডলং শ্রুতৌচ রক্তকুণ্ডলং।
সুচর্চ্চিতাঙ্গচন্দনং নমামি নন্দনন্দনং॥১॥

(পদ্যানুবাদ)

প্রণমি শ্রীনন্দের নন্দনে অনিবার। ভুবন মোহন শ্রীবদন শোভা যার॥
রক্তবর্ণ কুণ্ডল দোলয়ে শ্রুতিযুগে। চন্দন-চর্চ্চিত তনু ভরা অনুরাগে॥

সুদীর্ঘ নেত্র পঙ্কজং শিখি শিখণ্ড মূর্দ্ধজং।
অনঙ্গ কোটি মোহনং, নমামি নন্দনন্দনং। ২॥

প্রণমি শ্রীনন্দের নন্দনে অনিবার। দীঘল দীঘল আঁখি-কমল যাহার।
শিখি পিঞ্ছচূড়া শিরে সুন্দর মোহন। রূপ, রস, লীলা কোটি কাম-বিমোহন॥

সুনাসিকাগ্র মৌক্তিকং, সচ্ছন্দদন্তপংক্তিকং,
নবাম্বুদাঙ্গচিক্কণং, নমামি নন্দনন্দনং,। ৩॥

প্রণমি শ্রীনন্দের নন্দনে অনিবার। মুকুতা লম্বিত নাশা, শোভার আধার॥
চারু ছাঁদে শোহে, সিতদশনের পাঁতি। নবাম্বুদ চিক্কণ যাঁহার তনু কাঁতি॥

করেণ বেণু রঞ্জিতং, গতি করীন্দ্র গঞ্জিতং
দুকুলপীতশোভনং, নমামি নন্দনন্দনং,। ৪॥

প্রণমি শ্রীনন্দের নন্দনে অনিবার। করে বেণু বিলসিত সতত যাহার॥
গজেন্দ্র গঞ্জিত গতি ভঙ্গী মনোহর। শ্রীঅঙ্গে শোভিত পীতবসন উজোর॥

ত্রিভঙ্গদেহ সুন্দরং নখদ্যুতিসুধাকরং,।
অমুল্যরত্ন ভূষিতং, নমামি নন্দনন্দনং,॥ ৫॥

প্রণমি শ্রীনন্দের নন্দনে অনিবার। ত্রিভঙ্গসুন্দর কলেবর ঠাম যার।
অমুল্য রতন বিভূষণ শোভে তাহে। নখরুচে কত সুধাকরগণে মোহে॥

সুগন্ধ অঙ্গ সৌরভং, উর-বিরাজ কৌস্তুভং,
স্ফুরৎ শ্রীবৎসলাঞ্ছনং নমামি নন্দনন্দনং। ৬॥

প্রণমি শ্রীনন্দের নন্দনে অনিবার। সুগন্ধ শ্রীঅঙ্গেতে কুঙ্কুমলিপ্ত যার।
মহামণি কৌস্তুভ বক্ষেতে বিরাজিত। শ্রীবৎসলাঞ্ছন (রেখা) সুন্দরস্ফুরিত।

ব্রজেন্দ্রসূনুনাগরং, রস বিলাস সাগরং,
সুরেন্দ্র গর্ব্ব মোচনং, নমামি নন্দনন্দনং॥ ৭॥

প্রণমি শ্রীনন্দের নন্দনে অনিবার। ধীরসুললিত নাগরালি সদা যার।
মহাসাগরের পারা রসের বিলাস, ইন্দ্রগর্ব্ব মোচনেও সে লীলা প্রকাশ॥

ব্রজাঙ্গনা সুনায়কং, সদাসুখ প্রদায়কং,
জগন্মনোপ্রলোভনং, নমামি নন্দনন্দনং॥ ৮॥

প্রণমি শ্রীনন্দের নন্দনে অনিবার। বরজযুবতিসহ মহালীলা যার॥
সদাসুখ বিধায়ক আচরণ-ততি। জগমনবিমোহন শোভন মূরতি॥

শ্রীনন্দনন্দনাষ্টকং, পঠেৎ যদৃচ্ছয়ান্বিতং,
তরেদ্ভবাব্ধিদুস্তরং, লভেত্তদঙ্ঘ্রিযুগ্মকং॥ ৯॥

শ্রীনন্দ-নন্দনাষ্টক যদৃচ্ছা পঠনে। ভবসিন্ধু পার, গতি তদীয় চরণে॥
ইতি শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী বিরচিতং শ্রীনন্দনন্দনাষ্টকং।

শ্রীনরাষ্টকং।

গৌরীং গোষ্ঠবনেশ্বরীং গিরিধরপ্রাণাধিক প্রেয়সীং।
স্বীয়প্রাণ-পরার্দ্ধ পুষ্পপটলী নির্ম্মঞ্ছ্য তৎপদ্ধতিং।
প্রেম্নাপ্রাণবয়স্যয়া ললিতয়া সংলালিতাং নর্ম্মভিঃ
সিক্তাং সুষ্ঠু বিশাখয়া ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ

ধূপ দীপ নৈবেদ্য আরতি, ঝুলন কিয়ে বরথা বরথানি ॥ ৪ ॥
ছাপান্নভোগ ছত্রিশব্যঞ্জন, বিনা তুলসী প্রভু এক না মানি ॥ ৫ ॥
শিব সনকাদিক আর ব্রহ্মাদি, ঢোলত ফিরত মহিমা বাখানি ॥ ৬ ॥
চন্দ্র সখী মাইয়া তেরে যশ গাওয়ে, ভকতি দান দিজে মহারাণী ॥ ৭ ॥
(শ্রীরাধাগোবিন্দ পদে ভকতি, গৌর নিত্যানন্দ পদে, সীতা অদ্বৈত পদে, শ্রীগুরুবৈষ্ণব পদে—ভকতি ॥ ওগো বৃন্দে মহারাণী গো,—কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনি ! ইত্যাদি ।)

নমঃ নমঃ তুলসি ! কৃষ্ণ প্রেয়সি ! ধ্রু ॥
যে তোমার শরণ লয়, তাঁর বাঞ্ছা পূর্ণ হয়, কৃপা ক'রে কর তারে বৃন্দাবনবাসী ॥১॥
এই মনের অভিলাস, বিলাস-কুঞ্জে দিও বাস, নয়নে হেরিব সদা যুগল রূপরাশি ॥ ২
এই নিবেদন ধর, সখীর অনুগত কর, কুঞ্জ সেবা দিয়ে মোরে কর নিজদাসী ॥ ৩ ॥
দীন কৃষ্ণদাসে কয়, এই যেন মোর হয়, শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রেমানন্দে সদা ভাসি ॥ ৪

(৫)

জয় জয় দেব হরে !

হরি—শ্রিত কমলা কুচমণ্ডল হে, ধৃত কুণ্ডল হে, কলিত ললিত বনমালা ॥ ধ্রু ॥
(হরি) দীনমণি মণ্ডল মণ্ডন হে, ভব খণ্ডন হে, মুনিজন মানস হংস ॥ ১ ॥
„ কালিয় বিষধর গঞ্জন হে, জনরঞ্জন হে, যদুকুল নলিন দীনেশ ॥ ২ ॥
„ মধুমুর নরক বিনাশন হে, গরুড়াশন হে, সুরকুল কেলি নিদান ॥ ৩ ॥
„ অমল-কমল-দল লোচন হে, ভবমোচন হে, ত্রিভুবনভবন নিধান ॥ ৪
„ জনক সুতাকৃত-ভূষণ হে, জীত দূষণ হে, সমরে শমিত দশকণ্ঠ ॥ ৫
„ অভিনব জলধর সুন্দর হে, ধৃত মন্দর হে, শ্রীমুখ চন্দ্র চকোর ॥ ৬
„ তব চরণে প্রণতা বয় (হে) মিতি ভাবয় (হে,) কুরু কুশলং প্রণতেষু ॥ ৭
„ শ্রীজয়দেব কবেরিদং, কুরুতেমুদং মঙ্গল মুজ্জ্বল গীতি ॥ ৮ ॥

নামমালা।

(৬)

জয় জয় রাধা মাধব রাধা মাধব—রাধে, জয় জয় রাধা মাধব রাধে ॥ ধ্রু ॥
জয় জয় রাধা গোবিন্দ রাধা গোবিন্দ রাধে, জয় জয় রাধা গোবিন্দ রাধে ॥ ১
জয় জয় রাধা মদনমোহন রাধা মদনমোহন রাধে, জয় জয় রাধা মদনমোহন রাধে ॥২

জয় জয় রাধা গোপীনাথ রাধা গোপীনাথ রাধে, জয় জয় রাধা গোপীনাথ রাধে ॥৩
জয় জয় রাধা দামোদর রাধা দামোদর রাধে, জয় জয় রাধা দামোদর রাধে ॥ ৪
জয় জয় রাধা রমণ—রাধারমণ রাধে, জয় জয় রাধা রমণ রাধে ॥ ৫
জয় জয় রাধা বিনোদ—রাধাবিনোদ রাধে, জয় জয় রাধা বিনোদ রাধে ॥ ৬
জয় জয় রাধা গিরিধারী রাধা গিরিধারী রাধে, জয় জয় রাধা গিরিধারী রাধে ॥৭
জয় জয় রাধা শ্যামসুন্দর রাধা শ্যামসুন্দর রাধে, জয় জয় রাধা শ্যামসুন্দর রাধে ॥ ৮
জয় জয় রাধা বল্লভ রাধাবল্লভ রাধে, জয় জয় রাধা বল্লভ রাধে ॥ ৯
জয় জয় রাধা বঙ্কবিহারী রাধা বঙ্কবিহারী রাধে, জয় জয় রাধা বঙ্কবিহারী রাধে ॥১০
জয় জয় রাধাকান্ত জয় রাধাকান্ত জয় রাধে, জয় জয় রাধা রাধাকান্ত রাধে ॥ ১১
জয় জয়-রাধামদনগোপাল রাধামদনগোপাল রাধে, জয় „ রাধামদনগোপাল রাধে ॥১২

(স্বেচ্ছানুসারে আরও নাম বাড়াইতে বাধা নাই)

(৭)

হরিহরয়ে নমো কৃষ্ণ যাদবায় নমো।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দরাম শ্রীমধুসূদন ॥

এই ধোয়ার সহিত মধ্যাহ্ন কীর্ত্তনোদ্ধৃত গীতের শেষ পদগুলি অর্থাৎ "শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ" ইত্যাদি সমস্তপদ গান করা সদাচার বটে।

অথ মধ্যরাত্রীয় বিহাগড়া-কীর্ত্তন।

জয় জয় গুরু গোঁসাঞী শ্রীচরণসার। যাহার কৃপাতে তরি এ ভব সংসার ॥ ১
অন্ধকার ঘুচিল যার করুণা অঞ্জনে। অজ্ঞান তিমির নাশ কৈলা যেই জনে ॥ ২
এহেন গুরুর বাক্য হৃদয়ে ধরিয়া। অনায়াসে যাব ভব সংসার তরিয়া ॥ ৩
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ৪
জয় জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস। জয় স্বরূপ রামানন্দ জয় হরিদাস ॥ ৫
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ ৬
এই ছয় গোঁসাঞীর করি চরণ বন্দন। যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥ ৭
এই ছয় গোসাঞী যবে ব্রজে কৈলা বাস। রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ ॥ ৮
এই ছয় গোসাঞী যাঁর তাঁর মুঞি দাস। তাসবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস ॥ ৯
মুকুন্দ শ্রীনরহরি শ্রীরঘুনন্দন। খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন ॥ ১০
ভূগর্ভ শ্রীলোকনাথ জয় শ্রীনিবাস। নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দ দাস ॥ ১১
জয় জয় শ্যামানন্দ জয় রসিকানন্দ। নিধুবনে সেবা করেন পরম আনন্দ ॥ ১২

জয় গৌরভক্তবৃন্দ গৌর যার প্রাণ। কৃপা করি দেও মোরে প্রেম ভক্তি দান॥ ১৩
দন্তে তৃণ ধরি মুঞি করো নিবেদন। কৃপা করি কর আমার অপরাধ মার্জ্জন॥ ১৪
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ যমুনা বৃন্দাবন। রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন॥ ১৫
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ শ্রীরাধাগোবিন্দ। ললিতা বিশাখা আদি যত সখী বৃন্দ॥ ১৬
শ্রীরূপ মঞ্জরী আদি মঞ্জরী অনঙ্গ। কৃপা করি দেহ যুগল চরণারবিন্দ॥ ১৭
পৌর্ণমাসী কুন্দলতা জয় বীরা বৃন্দা। কৃপা করি দেও মোরে শ্রীরাধাগোবিন্দ॥ ১৮

(২) শ্রীনাম মালা।

জয় জয় রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দে।
জয় জয় রাধা গোবিন্দ রাধা গোবিন্দ রাধে।
জয় জয় রাধা মদনমোহন রাধা মদনমোহন রাধে।
জয় জয় রাধা গোপীনাথ, রাধা গোপীনাথ রাধে।
জয় জয় রাধা দামোদর রাধা দামোদর রাধে॥
জয় জয় রাধারমণ রাধারমণ রাধে।
জয় জয় রাধাবিনোদ রাধাবিনোদ রাধে॥
জয় জয় রাধা গিরিধারী রাধা গিরিধারী রাধে।
জয় জয় রাধা শ্যামসুন্দর রাধা শ্যামসুন্দর রাধে॥
জয় জয় রাধা বল্লভ রাধা বল্লভ রাধে।
জয় জয় রাধা মোহন রাধা মোহন রাধে॥
জয় জয় রাধা মুরলী মনোহর রাধা মুরলী মনোহর রাধে।
জয় জয় রাধা নটবর রাধা নটবর রাধে॥
জয় জয় রাধা বংশীধারী রাধা বংশীধারী রাধে।
জয় জয় রাধা রাসবিহারী রাধা রাসবিহারী রাধে॥
জয় জয় রাধাকান্ত জয় রাধাকান্ত জয় রাধে।
জয় জয় রাধাকুঞ্জবিহারী রাধা কুঞ্জবিহারী রাধে॥
জয় জয় রাধা মদনগোপাল রাধে মদনগোপাল রাধে ইত্যাদি।

এই গীতে আরও অনেক নাম যোজনা করিয়া গাইবার নিয়ম প্রচলিত আছে।

অথ স্বারসিকী অর্চ্চনাঙ্গের সংক্ষিপ্ত রীতি।

(বন্দন, পাদসেবন, সখ্য, দাস্য, আত্ম-নিবেদন সহিত একত্রে ষড়ঙ্গ)

শ্রীহরিভক্তি বিলাসের চতুর্থ বিলাসে আছে—

পূজয়িষ্য স্ততঃ কৃষ্ণ মাদৌ সন্নিহিতং গুরুং।

প্রণম্য পূজয়েদ্ভক্ত্যা দত্বা কিঞ্চিদুপায়নং"

(আরও) প্রথমন্তু গুরুং পূজা তত শ্চৈব মমার্চ্চনম্।

কুর্ব্বন্ সিদ্ধি মবাপ্নোতিহ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥

অতএব এই শাস্ত্র বচনানুসারে সর্ব্বাদৌ শ্রীগুরুর পূজা কর্ত্তব্য।

মন্ত্রদাতা শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলে অভিবন্দনান্তর পাদ্য, গন্ধ পুষ্প, তদীয় শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, আহ্নিককৃত্য শ্রীভগবৎপূজাদি নির্ব্বাহ করিতে হয়।

অনুমতি প্রাপ্তির পর পুনরায় প্রনাম করিয়া গিয়া শুদ্ধাসনে, শুদ্ধস্থানে, শুদ্ধবস্ত্রোত্তরীয় ধারণে পূজাদি কর্ত্তব্য।

শ্রীগুরুদেবের অনুপস্থিতিতে অথবা তিনি প্রকট না থাকিলে পরের লিখিত বিধানে প্রাথমিক গুরুপূজা করার বিধি প্রচলিত বটে।

(তিলক ধারণ)

শ্রীতিলক শ্রীমালা এবং শ্রীহরিনাম অঙ্গে ধারণ বিনা, জপ পূজাদির ফললাভ হয় না, অতএব সর্ব্বাদৌ দ্বাদশাঙ্গে উদ্ধ পুণ্ড্র তিলক যথাবিধানে রচনা এবং শ্রীভক্তিসন্দর্ভের লিখিতানুসারে বাহুমূলাদিতে শ্রীশ্রীভগবৎ চরণচিহ্ন (শঙ্খ চক্রাদির পরিবর্ত্তে) এবং শ্রীশ্রীহরিনামাক্ষর ধারণ করিয়া গুরুপূজা বিধেয়। ললাট, কণ্ঠ, বক্ষঃ, উদর, পৃষ্ঠ, কটী, পার্শ্বদ্বয়, বাহুদ্বয় এবং স্কন্ধদ্বয়ের নাম দ্বাদশাঙ্গ।

(শ্রীগুরুদেবের ধ্যান)

মনকে বহির্বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া অর্চ্চনীয় শ্রীগুরুদেবের রূপে গুণে ও মহিমায় লাগাইবার নিমিত্ত, প্রথমতঃ শ্রীগুরুদেবের নিত্য-কিশোর স্বরূপের ধ্যান করিতে হয়, তাহা এই—

সংস্কৃত ধ্যান।

শশাঙ্কাযুতসঙ্কাশং বরাভয়লসৎকরং
শুক্লাম্বরধরং দেবং শুক্লমাল্যানুলেপনং।
শিষ্যানুগ্রহ-সন্ধান-স্মিত নিত্যযুতাননং
শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-সেবাদি দাতারং দীন পালকং।
সমস্তমঙ্গলাধারং সর্ব্বানন্দময়ং বিভু।
ধ্যায়েৎ শ্রীগুরুদেবং তং পরমানন্দমস্নুতে॥

(ইহার বাঙ্গালানুবাদ)

অযুত চাঁদের মত পরম উজোর। এক হাতে অভয় অপর হাতে বর।
শুক্লবস্ত্র শুক্ল-মাল্য-চন্দন ধারণ। শিষ্যের কুশল ভাবি সদা হাস্যানন॥
সকল মঙ্গলাধার দীনের পালক। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম সেবা আদি প্রদায়ক॥
সর্ব্বানন্দ সর্ব্বব্যাপী গুরু দেবতায়। ধ্যান কার্য্য পরানন্দ লাভের আশায়॥

অনন্তর শ্রীগুরুদেব আগমন করিয়াছেন এবং তাঁহার কৃপায় অর্চ্চকের "নিত্যকিশোর ভগবৎ ভক্তরূপত্ব লাভ হইয়াছে" এইরূপ অনুভবে আত্মস্বরূপের নিম্নলিখিত ধ্যান প্রাণে জাগাইয়া পূজা আরম্ভ করিতে হয়। ধ্যান যথা—

(আত্মধ্যান সংস্কৃত)

দিব্য-শ্রীহরিমন্দিরাঢ্য-তিলকং কণ্ঠং সুমালান্বিতং
বক্ষঃ শ্রীহরিনামবর্ণসুভগং, শ্রীখণ্ডলিপ্তং পুনঃ।
শুভ্রং সূক্ষ্মনবাম্বরং, বিমলতাং নিত্যং বহন্তীং তনুং
ধ্যায়েৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিকটে সেবোৎসুকঞ্চাত্মনঃ।

(ইহার বঙ্গানুবাদ পদ্য)

শ্রীহরিমন্দির-সুন্দর তিলকে, দেহখানি সুশোভিত
কণ্ঠে তুলসীর—মালা মনোহর, বক্ষে হরিনামাঙ্কিত।
প্রসাদি চন্দন, অঙ্গে পরিধান, সূক্ষ্ম শ্বেতনববাস
বিমল শরীর, গুরুপাদান্তিকে, রহি সেবা অভিলাস।

ইহার পরে নিজের সম্মুখে শ্রীগুরুদেবের উপবেশন ভাবনা করিয়া (টাটতে) নিম্নলিখিত পাদ্যাদি দ্বারা পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে আসন করিয়া

বসিয়া স্থিরচিত্তে সুশান্তভাবে ধীরে ধীরে অল্পালাপ বর্জ্জিত ও অন্য ভাবনা রহিত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সাবধানে পূজা সম্পাদন করিতে হয়।

যাহাদের শ্রীগুরুদেবের ফটো বা চিত্রপট আছে, তাহাদিগকেও ঐ চিত্রে ধ্যানানুরূপ রূপের অনুভব করিয়া পূজন করিতে হয়।

(সংক্ষিপ্ত গুরু পূজার প্রকার যথা)

এতৎপাদ্যং শ্রীগুরবে নমঃ (বলিয়া কিঞ্চিৎ জল ক্ষেপ)
অর্ঘ্যং " " "
আচমনীয়ং " " "
স্নানীয়ং " " "
বস্ত্রং " " "
গন্ধপুষ্পে " " (ফুল চন্দন)

নৈবেদ্য, ধূপ দীপাদি, এই সময় না দিয়া ভগবৎপূজার পরে প্রসাদি-নির্ম্মাল্য মালা তুলসী নৈবেদ্যাদি প্রদান করিয়া শ্রীগুরু পূজা সম্পূর্ণ করাই সমাদৃত বিধি।

এক্ষণে—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গন্ধ-পুষ্পাদি দানের পর

এতে গন্ধ-পুষ্পে—শ্রীপরমগুরবে নমঃ
" " শ্রীপরাপর গুরবে নমঃ
" " শ্রীপরমেষ্ঠি গুরবে নমঃ।

এই পর্য্যন্ত অসম্পূর্ণ পূজা শেষ করিয়া—

শ্রীগুরুর মন্ত্র ও গায়ত্রী জপ করণান্তর (দশবার জপ) নিম্নলিখিত মতে প্রণাম ও প্রার্থনা করিতে হয়। যথা—

শ্রীগুরুপ্রণাম শ্লোক।

(১)

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

(২)

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

(৩)

প্রকাশানাং প্রকাশায় জ্ঞানিনাং জ্ঞানরূপিনে
সচ্চিদানন্দ রূপায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

পদ্যানুবাদ।

অজ্ঞান-তিমিরে-অন্ধ জনের নয়ন। জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় খোলেন যে জন॥
অখণ্ড-মণ্ডল রূপে চরাচরে স্থিতি। যিনি, তারো আকারাদি করেন বিদিত॥
প্রকাশের পরকাশ যাহা হোতে হয়। জ্ঞানীদের জ্ঞানরূপ যে জন নিশ্চয়॥
সৎ, চিৎ, আনন্দময় যার কলেবর। প্রণমি আমার গুরুদেবে নিরন্তর॥

প্রণামের পর প্রার্থনার শ্লোক। যথা—

শ্রীগুরো পরমানন্দ! প্রেমানন্দ-ফলপ্রদ!
ব্রজানন্দ-প্রদানন্দ সেবায়াং মাং নিয়োজয়।

(ইহার বঙ্গানুবাদ পদ্য)

হে গুরো পরমানন্দ! প্রেমানন্দ ফল—অনিবার বিতরণে পরম কুশল॥
নিয়োগ করহ প্রভো মুই অভাগায়। ব্রজানন্দ দানকারী আনন্দ সেবায়॥

অথ শ্রীনবদ্বীপে সপার্ষদ শ্রীগৌরার্চ্চনের সংক্ষিপ্ত নিয়ম।

প্রথমতঃ "শ্রীগুরুদেব সাধক-দাসকে শ্রীনবদ্বীপ দেখাইতেছেন" এই অনুভবে হৃদয়ে শ্রীনবদ্বীপ-স্ফুর্ত্তির ধ্যান করিতে হয়। যথা—

শ্রীনবদ্বীপের ধ্যান শ্লোক।

স্বর্ধুন্যাশ্চারুতীরে স্ফুরতি মতিবৃহৎকূর্ম্মপৃষ্ঠাভগোত্রং
রম্যারামাবৃতংসৎ—মণিকণকমহা-সদ্মসঙ্ঘৈঃ পরীতং
নিত্যং প্রত্যালয়োদগতপ্রণয়ভরলসৎকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনাঢ্যং
শ্রীবৃন্দাটব্যভিন্নং ত্রিজগদনুপমং শ্রীনবদ্বীপমীড়ে॥

(ইহার বঙ্গানুবাদ পদ্য)

চারু সুরধুনী তীরে, অপরূপ শোভাকরে, দিব্যভূমি কূর্ম্মপৃষ্ঠাকার।
নানা-ফুল-ফলান্বিত, লতাবৃক্ষে সুশোভিত, ভৃঙ্গাদি নাদিত শোভাধার॥
তার মাঝে বিরাজিত, রমণীয় শোভাবৃত, মণিকণকের গৃহাবলী।

নেহারিতে হরে মন, চারিদিকে অগণন, (আমার গৌরাঙ্গ লীলাস্থলী)॥
নিত্য প্রতি ঘরে ঘরে, প্রেমানন্দ রসভরে, হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন।
ত্রিজগতে অনুপম, অভিন্ন শ্রীবৃন্দাবন, নবদ্বীপ সুজনের ধন॥

অনন্তর সেই শ্রীনবদ্বীপ মধ্যস্থ শ্রীশচীদেবীর প্রাঙ্গণে শ্রীগৌরাঙ্গের যোগপীঠের ধ্যান করিতে হয়। যথা—

শ্রীনবদ্বীপস্থ যোগপীঠের ধ্যান শ্লোক।

বেদদ্বারং সদষ্টমুস্টমণিকুট্‌শোভাকবাটান্বিতং
সচ্চন্দ্রাতপপদ্মরাগবিধুরত্নাচিতং যন্মন্দিরং।
তন্মধ্যে মণিচিত্রহেমরচিতে মন্ত্রার্ণযন্ত্রান্বিতে
ষট্‌কোণান্তরকর্ণিকারশিখরশ্রীকেশরৈঃ সন্নিভে॥
কূর্ম্মাকারমহিষ্ঠযোগমহসি শ্রীযোগপীঠেঽম্বুজে
আকাশাতটচন্দ্রপত্রবিমলে যদ্‌ভাতি সিংহাসনম্।
তুলাস্তশ্চীনচেলাসনমৃড়ুপমৃদুপ্রান্তপৃষ্ঠোপধানং
স্বর্ণাস্তশ্চিত্রমত্রং বসুহরিচরণং ধ্যানগম্যাষ্টকোণম্।

(অনুবাদ)

চারিদ্বারে মসৃণাষ্ট কবাট মণির, সৎ-চন্দ্রাতপ উপরেতে সুরুচির।
চন্দ্রকান্ত পদ্মরাগ মণিতে আচিত, অপরূপ হয় রত্ন মন্দিরের ভিত।
তার মাঝে মণিবিজড়িত হেমাম্বর,- মন্ত্র-বর্ণে-যন্ত্রিত শোভিত চারুতর।
কূর্ম্মাকার মহাপীঠ ছয়কোণান্তর, কর্ণিকারে কেশরে শোভিত পদ্মবর।
অতট বলিতে পর্ব্বতের উচ্চস্থান, তথাকার আকাশে যে চাঁদ উদমান।
সেই শশধরসম বিমল উজ্জ্বল, অপূর্ব্ব পাপড়ি তার করে ঝল মল।
তদুপরি বিরাজিত রত্নসিংহাসন, তুলাভরা চীন বাসে তার আস্তরণ।
পার্শ্বে তারাঙ্কিত মৃদু পৃষ্ঠ-উপাধান, অষ্টকোণ যোগপীঠ এই তার ধ্যান।
অষ্টকোণে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ চিহ্ন, সুবর্ণাস্ত অতি মনোহর সুবিচিত্র।

ঐ যোগপীঠে সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের (দর্শনস্ফূর্ত্তির) ধ্যান শ্লোক।

(সিংহাসনস্থ মধ্যে শ্রীগৌর-কৃষ্ণং স্মরেত্ততঃ)

দক্ষিণে বলদেবং—শ্রীগৌরসুন্দর-বিগ্রহং।
বামে গদাধরং দেবং—আনন্দশক্তিবিগ্রহং

ধূপ দীপ নৈবেদ্য আরতি, ঝুলন কিয়ে বরখা বরখানি॥ ৪॥
ছাপান্নভোগ ছত্রিশব্যঞ্জন, বিনা তুলসী প্রভু এক না মানি॥ ৫॥
শিব সনকাদিক আর ব্রহ্মাদি, ঢোরত ফিরত মহিমা বাখানি॥ ৬॥
চন্দ্র সখী মাইয়া তেরে যশ গাওয়ে, ভকতি দান দিজে মহারাণী॥ ৭॥
(শ্রীরাধাগোবিন্দ পদে ভকতি, গৌর নিত্যানন্দ পদে, সীতা অদ্বৈত পদে, শ্রীগুরুবৈষ্ণব পদে—ভকতি॥ ওগো বৃন্দে মহারাণী গো,—কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনি! ইত্যাদি।)

নমঃ নমঃ তুলসি! কৃষ্ণ প্রেয়সি! ধ্রু॥

যে তোমার শরণ লয়, তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়, কৃপা ক'রে কর তারে বৃন্দাবনবাসী॥১॥
এই মনের অভিলাস, বিলাস-কুঞ্জে দিও বাস, নয়নে হেরিব সদা যুগল রূপরাশি॥ ২
এই নিবেদন ধর, সখীর অনুগত কর, কুঞ্জ সেবা দিয়ে মোরে কর নিজদাসী॥ ৩॥
দীন কৃষ্ণদাসে কয়, এই যেন মোর হয়, শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রেমানন্দে সদা ভাসি॥ ৪

(৫)

জয় জয় দেব হরে!

হরি—শ্রিত কমলা কুচমণ্ডল হে, ধৃত কুণ্ডল হে, কলিত ললিত বনমালা॥ ধ্রু॥
(হরি) দীনমণি মণ্ডল মণ্ডন হে, ভব খণ্ডন হে, মুনিজন মানস হংস॥ ১॥
„ কালিয় বিষধর গঞ্জন হে, জনরঞ্জন হে, যদুকুল নলিন দীনেশ॥ ২॥
„ মধুমুর নরক বিনাশন হে, গরুড়াশন হে, সুরকুল কেলি নিদান॥ ৩॥
„ অমল-কমল-দল লোচন হে, ভবমোচন হে, ত্রিভুবনভবন নিধান॥ ৪
„ জনক সুতাকৃত-ভূষণ হে, জীত দূষণ হে, সমরে শমিত দশকণ্ঠ॥ ৫
„ অভিনব জলধর সুন্দর হে, ধৃত মন্দর হে, শ্রীমুখ চন্দ্র চকোর॥ ৬
„ তব চরণে প্রণতা বয় (হে) মিতি ভাবয় (হে,) কুরু কুশলং প্রণতেষু॥ ৭
„ শ্রীজয়দেব কবেরিদং, কুরুতেমুদং মঙ্গল মুজ্জল গীতি॥ ৮॥

নামমালা।

(৬)

জয় জয় রাধা মাধব রাধা মাধব—রাধে, জয় জয় রাধা মাধব রাধে॥ ধ্রু॥
জয় জয় রাধা গোবিন্দ রাধা গোবিন্দ রাধে, জয় জয় রাধা গোবিন্দ রাধে॥ ১
জয় জয় রাধা মদনমোহন রাধা মদনমোহন রাধে, জয় জয় রাধা মদনমোহন রাধে॥২

জয় জয় রাধা গোপীনাথ রাধা গোপীনাথ রাধে, জয় জয় রাধা গোপীনাথ রাধে ॥৩
জয় জয় রাধা দামোদর রাধা দামোদর রাধে, জয় জয় রাধা দামোদর রাধে ॥ ৪
জয় জয় রাধা রমণ — রাধারমণ রাধে, জয় জয় রাধা রমণ রাধে ॥ ৫
জয় জয় রাধা বিনোদ—রাধাবিনোদ রাধে, জয় জয় রাধা বিনোদ রাধে ॥ ৬
জয় জয় রাধা গিরিধারী রাধা গিরিধারী রাধে, জয় জয় রাধা গিরিধারী রাধে ॥৭
জয় জয় রাধা শ্যামসুন্দর রাধা শ্যামসুন্দর রাধে, জয় জয় রাধা শ্যামসুন্দর রাধে ॥ ৮
জয় জয় রাধা বল্লভ রাধাবল্লভ রাধে, জয় জয় রাধা বল্লভ রাধে ॥ ৯
জয় জয় রাধা বঙ্কবিহারী রাধা বঙ্কবিহারী রাধে, জয় জয় রাধা বঙ্কবিহারী রাধে ॥১০
জয় জয় রাধাকান্ত জয় রাধাকান্ত জয় রাধে, জয় জয় রাধা রাধাকান্ত রাধে ॥ ১১
জয় জয় রাধামদনগোপাল রাধামদনগোপাল রাধে, জয় „ রাধামদনগোপাল রাধে ॥১২

(স্বেচ্ছানুসারে আরও নাম বাড়াইতে বাধা নাই)

(৭)

হরিহরয়ে নমো কৃষ্ণ যাদবায় নমো।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দরাম শ্রীমধুসূদন ॥

এই ধোয়ার সহিত মধ্যাহ্ন কীর্ত্তনোক্ত গীতের শেষ পদগুলি অর্থাৎ "শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ" ইত্যাদি সমস্তপদ গান করা সদাচার বটে।

অথ মধ্যরাত্রীয় বিহাগড়া-কীর্ত্তন।

জয় জয় গুরু গোঁসাঞী শ্রীচরণসার। যাহার কৃপাতে তরি এ ভব সংসার ॥ ১
অন্ধকার ঘুচিল যার করুণা অঞ্জনে। অজ্ঞান তিমির নাশ কৈলা যেই জনে ॥ ২
এহেন গুরুর বাক্য হৃদয়ে ধরিয়া। অনায়াসে যাব ভব সংসার তরিয়া ॥ ৩
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ৪
জয় জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস! জয় স্বরূপ রামানন্দ জয় হরিদাস ॥ ৫
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ ৬
এই ছয় গোঁসাঞীর করি চরণ বন্দন। যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥ ৭
এই ছয় গোসাঞী যবে ব্রজে কৈলা বাস। রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ ॥ ৮
এই ছয় গোসাঞী যাঁর তাঁর মুঞি দাস। তাসবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস ॥ ৯
মুকুন্দ শ্রীনরহরি শ্রীরঘুনন্দন। খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন ॥ ১০
ভূগর্ভ শ্রীলোকনাথ জয় শ্রীনিবাস। নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দ দাস ॥ ১১
জয় জয় শ্যামানন্দ জয় রসিকানন্দ। নিধুবনে সেবা করেন পরম আনন্দ ॥ ১২

জয় গৌরভক্তবৃন্দ গৌর যার প্রাণ। কৃপা করি দেও মোরে প্রেম ভক্তি দান ॥ ১৩
দন্তে তৃণ ধরি মুঞি করো নিবেদন। কৃপা করি কর আমার অপরাধ মার্জ্জন ॥ ১৪
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ যমুনা বৃন্দাবন। রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন ॥১৫
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ শ্রীরাধাগোবিন্দ। ললিতা বিশাখা আদি যত সখী বৃন্দ ॥ ১৬
শ্রীরূপ মঞ্জরী আদি মঞ্জরী অনঙ্গ। কৃপা করি দেহ যুগল চরণারবিন্দ ॥ ১৭
পৌর্ণমাসী কুন্দলতা জয় বীরা বৃন্দা। কৃপা করি দেও মোরে শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥১৮

(২) শ্রীনাম মালা।

জয় জয় রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দে।
জয় জয় রাধা গোবিন্দ রাধা গোবিন্দ রাধে।
জয় জয় রাধা মদনমোহন রাধা মদনমোহন রাধে।
জয় জয় রাধা গোপীনাথ, রাধা গোপীনাথ রাধে।
জয় জয় রাধা দামোদর রাধা দামোদর রাধে ॥
জয় জয় রাধারমণ রাধারমণ রাধে।
জয় জয় রাধাবিনোদ রাধাবিনোদ রাধে ॥
জয় জয় রাধা গিরিধারী রাধা গিরিধারী রাধে।
জয় জয় রাধা শ্যামসুন্দর রাধা শ্যামসুন্দর রাধে ॥
জয় জয় রাধা বল্লভ রাধা বল্লভ রাধে।
জয় জয় রাধা মোহন রাধা মোহন রাধে ॥
জয় জয় রাধা মুরলী মনোহর রাধা মুরলী মনোহর রাধে।
জয় জয় রাধা নটবর রাধা নটবর রাধে ॥
জয় জয় রাধা বংশীধারী রাধা বংশীধারী রাধে।
জয় জয় রাধা রাসবিহারী রাধা রাসবিহারী রাধে ॥
জয় জয় রাধাকান্ত জয় রাধাকান্ত জয় রাধে।
জয় জয় রাধাকুঞ্জবিহারী রাধা কুঞ্জবিহারী রাধে ॥
জয় জয় রাধা মদনগোপাল রাধে মদনগোপাল রাধে ইত্যাদি।

এই গীতে আরও অনেক নাম যোজনা করিয়া গাইবার নিয়ম প্রচলিত আছে ॥

অথ স্বারসিকী অর্চ্চনাঙ্গের সংক্ষিপ্ত রীতি।

(বন্দন, পাদসেবন, সখ্য, দাস্য, আত্ম-নিবেদন সহিত একত্রে ষড়ঙ্গ)

শ্রীহরিভক্তি বিলাসের চতুর্থ বিলাসে আছে--

পূজয়িষ্য স্ততঃ কৃষ্ণ মাদৌ সন্নিহিতং গুরুং।
প্রণম্য পূজয়েদ্ভক্ত্যা দত্তা কিঞ্চিদুপায়নং"

(আরও) প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য তত শ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধি মবাপ্নোতিহ্যন্যথা নিস্ফলং ভবেৎ॥

অতএব এই শাস্ত্র বচনানুসারে সর্ব্বাদৌ শ্রীগুরুর পূজা কর্ত্তব্য।

মন্ত্রদাতা শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলে অভিবন্দনান্তর পাদ্য, গন্ধ পুষ্প, তদীয় শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, আহ্নিককৃত্য শ্রীভগবৎপূজাদি নির্ব্বাহ করিতে হয়।

অনুমতি প্রাপ্তির পর পুনরায় প্রনাম করিয়া গিয়া শুদ্ধাসনে, শুদ্ধস্থানে, শুদ্ধবস্ত্রোত্তরীয় ধারণে পূজাদি কর্ত্তব্য।

শ্রীগুরুদেবের অনুপস্থিতিতে অথবা তিনি প্রকট না থাকিলে পরের লিখিত বিধানে প্রাথমিক গুরুপূজা করার বিধি প্রচলিত বটে।

(তিলক ধারণ)

শ্রীতিলক শ্রীমালা এবং শ্রীহরিনাম অঙ্গে ধারণ বিনা, জপ পূজাদির ফললাভ হয় না, অতএব সর্ব্বাদৌ দ্বাদশাঙ্গে উদ্ধ পুণ্ড্র তিলক যথাবিধানে রচনা এবং শ্রীভক্তিসন্দর্ভের লিখিতানুসারে বাহুমূলাদিতে শ্রীশ্রীভগবৎ চরণচিহ্ন (শঙ্খ চক্রাদির পরিবর্ত্তে) এবং শ্রীশ্রীহরিনামাক্ষর ধারণ করিয়া গুরুপূজা বিধেয়। ললাট, কণ্ঠ, বক্ষঃ, উদর, পৃষ্ঠ, কটী, পার্শ্বদ্বয়, বাহুদ্বয় এবং স্কন্ধদ্বয়ের নাম দ্বাদশাঙ্গ।

(শ্রীগুরুদেবের ধ্যান)

মনকে বহির্বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া অর্চ্চনীয় শ্রীগুরুদেবের রূপে গুণে ও মহিমায় লাগাইবার নিমিত্ত, প্রথমতঃ শ্রীগুরুদেবের নিত্য-কিশোর তত্ত্বস্বরূপের ধ্যান করিতে হয়, তাহা এই—

সংস্কৃত ধ্যান।

শশাঙ্কাযুতসঙ্কাশং বরাভয়লসৎকরং
শুক্লাম্বরধরং দেবং শুক্লমাল্যানুলেপনং।
শিষ্যানুগ্রহ-সন্ধান-স্মিত নিত্যযুতাননং
শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-সেবাদি দাতারং দীন পালকং।
সমস্তমঙ্গলাধারং সর্ব্বানন্দময়ং বিভু।
ধ্যায়েৎ শ্রীগুরুদেবং তং পরমানন্দমস্তু তে॥

(ইহার বাঙ্গালানুবাদ)

অযুত চাঁদের মত পরম উজোর। এক হাতে অভয় অপর হাতে বর।
শুক্লবস্ত্র শুক্ল-মাল্য-চন্দন ধারণ। শিষ্যের কুশল ভাবি সদা হাস্যানন॥
সকল মঙ্গলাধার দীনের পালক। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম সেবা আদি প্রদায়ক॥
সর্ব্বানন্দ সর্ব্বব্যাপী গুরু দেবতায়। ধ্যান কার্য্য পরানন্দ লাভের আশায়॥

অনন্তর শ্রীগুরুদেব আগমন করিয়াছেন এবং তাঁহার কৃপায় অর্চ্চকের "নিত্যকিশোর ভগবৎ ভক্তরূপত্ব লাভ হইয়াছে" এইরূপ অনুভবে আত্মস্বরূপের নিম্নলিখিত ধ্যান প্রাণে জাগাইয়া পূজা আরম্ভ করিতে হয়। ধ্যান যথা—

(আত্মধ্যান সংস্কৃত)

দিব্য-শ্রীহরিমন্দিরাঢ্য-তিলকং কণ্ঠং সুমালান্বিতং
বক্ষঃ শ্রীহরিনামবর্ণসুভগং, শ্রীখণ্ডলিপ্তং পুনঃ।
শুভ্রং সূক্ষ্মনবাম্বরং, বিমলতাং নিত্যং বহন্তীং তনুং
ধ্যায়েৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিকটে সেবোৎসুকঞ্চাত্মনঃ।

(ইহার বঙ্গানুবাদ পদ্য)

শ্রীহরিমন্দির-সুন্দর তিলকে, দেহখানি সুশোভিত
কণ্ঠে তুলসীর—মালা মনোহর, বক্ষে হরিনামাঙ্কিত।
প্রসাদি চন্দন, অঙ্গে পরিধান, সূক্ষ্ম শ্বেতনববাস
বিমল শরীর, গুরুপাদান্তিকে, রহি সেবা অভিলাস।

ইহার পরে নিজের সম্মুখে শ্রীগুরুদেবের উপবেশন ভাবনা করিয়া (টাটিতে) নিম্নলিখিত পাদ্যাদি দ্বারা পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে আসন করিয়া,

বসিয়া স্থিরচিত্তে সুশান্তভাবে ধীরে ধীরে অন্যালাপ বর্জ্জিত ও অন্য ভাবনা রহিত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সাবধানে পূজা সম্পাদন করিতে হয়।

যাহাদের শ্রীগুরুদেবের ফটো বা চিত্রপট আছে, তাহাদিগকেও ঐ চিত্রে ধ্যানানুরূপ রূপের অনুভব করিয়া পূজন করিতে হয়।

(সংক্ষিপ্ত গুরু পূজার প্রকার যথা)

এতৎপাদ্যং	শ্রীগুরবে	নমঃ	(বলিয়া কিঞ্চিৎ জল ক্ষেপ)
অর্ঘ্যং	"	"	"
আচমনীয়ং	"	"	"
স্নানীয়ং	"	"	"
বস্ত্রং	"	"	"
গন্ধপুষ্পে	"	"	(ফুল চন্দন)

নৈবেদ্য, ধূপ দীপাদি, এই সময় না দিয়া ভগবৎপূজার পরে প্রসাদি-নির্ম্মাল্য মালা তুলসী নৈবেদ্যাদি প্রদান করিয়া শ্রীগুরু পূজা সম্পূর্ণ করাই সমাদৃত বিধি।

এক্ষণে—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গন্ধ-পুষ্পাদি দানের পর

এতে গন্ধ-পুষ্পে—শ্রীপরমগুরবে নমঃ

" " শ্রীপরাপর গুরবে নমঃ

" " শ্রীপরমেষ্ঠি গুরবে নমঃ।

এই পর্য্যন্ত অসম্পূর্ণ পূজা শেষ করিয়া—

শ্রীগুরুর মন্ত্র ও গায়ত্রী জপ করণান্তর (দশবার জপ) নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম ও প্রার্থনা করিতে হয়। যথা—

শ্রীগুরুপ্রণাম শ্লোক।

(১)

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

(২)

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

(৩)

প্রকাশানাং প্রকাশায় জ্ঞানিনাং জ্ঞানরূপিনে
সচ্চিদানন্দ রূপায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

পদ্যানুবাদ।

অজ্ঞান-তিমিরে-অন্ধ জনের নয়ন। জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় খোলেন যে জন॥
অখণ্ড-মণ্ডল রূপে চরাচরে স্থিতি। যিনি, তারো আকারাদি করেন বিদিত॥
প্রকাশের পরকাশ যাহা হোতে হয়। জ্ঞানীদের জ্ঞানরূপ যে জন নিশ্চয়॥
সৎ, চিৎ, আনন্দময় যার কলেবর। প্রণমি আমার গুরুদেবে নিরন্তর॥

প্রণামের পর প্রার্থনার শ্লোক। যথা—

শ্রীগুরো পরমানন্দ! প্রেমানন্দ-ফলপ্রদ!
ব্রজানন্দ-প্রদানন্দ সেবায়াং মাং নিযোজয়।

(ইহার বঙ্গানুবাদ পদ্য)

হে গুরো পরমানন্দ! প্রেমানন্দ ফল—অনিবার বিতরণে পরম কুশল॥
নিয়োগ করহ প্রভো মুই অভাগায়। ব্রজানন্দ দানকারী আনন্দ সেবায়॥

অথ শ্রীনবদ্বীপে সপার্ষদ শ্রীগৌরার্চ্চনের সংক্ষিপ্ত নিয়ম।

প্রথমতঃ "শ্রীগুরুদেব সাধক-দাসকে শ্রীনবদ্বীপ দেখাইতেছেন" এই অনুভবে হৃদয়ে শ্রীনবদ্বীপ-স্ফূর্ত্তির ধ্যান করিতে হয়। যথা—

শ্রীনবদ্বীপের ধ্যান শ্লোক।

স্বর্ধুন্যাশ্চারুতীরে স্ফুরতি মতিবৃহৎকূর্ম্মপৃষ্ঠাভগোত্রং
রম্যারামাবৃতংসৎ—মণিকণকমহা-সদ্মসঙ্ঘৈঃ পরীতং
নিত্যং প্রত্যালয়োদ্গতপ্রণয়ভরলসৎকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনাঢ্যং
শ্রীবৃন্দাটব্যভিন্নং ত্রিজগদনুপমং শ্রীনবদ্বীপমীড়ে॥

(ইহার বঙ্গানুবাদ পদ্য)

চারু সুরধুনী তীরে, অপরূপ শোভাকরে, দিব্যভূমি কূর্ম্মপৃষ্ঠাকার।
নানা-ফুল-ফলান্বিত, লতাবৃক্ষে সুশোভিত, ভৃঙ্গাদি নাদিত শোভাধার॥
তার মাঝে বিরাজিত, রমণীয় শোভাযুত, মণিকণকের গৃহাবলী

নেহারিতে হরে মন, চারিদিকে অগণন, (আমার গৌরাঙ্গ লীলাস্থলী) ॥
নিত্য প্রতি ঘরে ঘরে, প্রেমানন্দ রসভরে, হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন।
ত্রিজগতে অনুপম, অভিন্ন শ্রীবৃন্দাবন, নবদ্বীপ পূজনের ধন ॥

অনন্তর সেই শ্রীনবদ্বীপ মধ্যস্থ শ্রীশচীদেবীর প্রাঙ্গণে শ্রীগৌরাঙ্গের যোগপীঠের ধ্যান করিতে হয়। যথা—

শ্রীনবদ্বীপস্থ যোগপীঠের ধ্যান শ্লোক।

বেদদ্বারং সদষ্টমৃষ্টমণিরুট্‌শোভাকবাটান্বিতং
সচ্চন্দ্রাতপপদ্মরাগবিধুরত্নাচিতং যন্মন্দিরং।
তন্মধ্যে মণিচিত্রহেমরচিতে মন্ত্রার্ণযন্ত্রান্বিতে
ষট্‌কোণান্তরকর্ণিকারশিখরশ্রীকেশরৈঃ সন্নিভে।
কূর্ম্মাকারমহিষ্ঠযোগমহসি শ্রীযোগপীঠেঽম্বুজে
আকাশাতটচন্দ্রপত্রবিমলে যদ্‌ভাতি সিংহাসনম্‌।
তুলান্তশ্চীনচেলাসনমৃদু পদ্মদ্রুপ্রান্তপৃষ্ঠোপধানং
স্বর্ণান্তশ্চিত্রমত্রং বসুহরিচরণং ধ্যানগম্যষ্টকোণম্‌।

(অনুবাদ)

চারিদ্বারে মসৃণাষ্ট কবাট মণির, সৎ-চন্দ্রাতপ উপরেতে সুরুচির।
চন্দ্রকান্ত পদ্মরাগ মণিতে আচিত, অপরূপ হয় রত্ন মন্দিরের ভিত।
তার মাঝে মণিবিজড়িত হেমাক্ষর,- মন্ত্র-বর্ণে-যন্ত্রিত শোভিত চারুতর।
কূর্ম্মাকার মহাপীঠ ছয়কোণান্তর, কর্ণিকারে কেশরে শোভিত পদ্মবর।
অতট বলিতে পর্ব্বতের উচ্চস্থান, তথাকার আকাশে যে চাঁদ উদমান।
সেই শশধরসম বিমল উজ্জ্বল, অপূর্ব্ব পাপড়ি তার করে ঝল মল।
তদুপরি বিরাজিত রত্নসিংহাসন, তুলাভরা চীন বাসে তার আস্তরণ।
পার্শ্বে আরাজিত মৃদু পৃষ্ঠ-উপাধান, অষ্টকোণ যোগপীঠ এই তার ধ্যান।
অষ্টকোণে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ চিত্র, সুবর্ণান্ত অতি মনোহর সুবিচিত্র।

ঐ যোগপীঠে সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের (দর্শনস্ফূর্ত্তির) ধ্যান শ্লোক।

(সিংহাসনস্থ মধ্যে শ্রীগৌর-কৃষ্ণং স্মরেত্ততঃ)
দক্ষিণে বলদেবং —শ্রীগৌরসুন্দর-বিগ্রহং।
বামে গদাধরং দেবং —আনন্দশক্তিবিগ্রহং

স্বকীয় সিদ্ধ দেহের ধ্যান। সাধনামৃতে। যথা—

শ্রীগুরোশ্চরণাম্ভোজ-কৃপা-সিক্ত কলেবরাম্
কিশোরী গোপবনিতাং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
পৃথুতুঙ্গ কুচদ্বন্দ্বাং চতুঃষষ্টি কলান্বিতাম্
চন্দনাগুরুকাশ্মির-চর্চ্চিতাঙ্গীং মধুস্মিতাম্। *
সেবোপায়ননির্ম্মাণকুশলাং সেবনোৎসুকাং
বিনয়াদিগুণোপেতাং শ্রীরাধাকরুণার্থিনীং।
রাধাকৃষ্ণসুখামোদমাত্রচেষ্টাং স্বরূপিণীম্
নিগূঢ় ভাবাং গোবিন্দ মদনানন্দমোহিনীম্।
নানারস-কলালাপশালিনীং দিব্যরূপিণীং
সঙ্গীতরস-সঞ্জাত-ভাবোল্লাস ভরান্বিতাম্।
দিবানিশং মনোমধ্যে দ্বয়ো প্রেমভরাকুলাং
এবমাত্মানমনিশং ভাবয়েৎ ভক্তিমাশ্রিতঃ।

পূর্ব্বোক্ত ধ্যানের পদ্যানুবাদ।

গুরুপাদপদ্ম কৃপা—মকরন্দ রসেভিজা তনুখানি ঢল ঢল করে,
নবীনাকিশোরী আমি, গোপের বনিতারে, বিভূষিতা নানা অলঙ্কারে।
পীনোন্নত পয়োধরা, মধুরে হসিতাধরা, চতুঃষষ্টি কলায় কোবিদা,
চন্দন অগুরু গোরচনায় চর্চ্চিতারে, সেবালাগি আকুলিতা সদা।

* এইস্থানে অতঃপর আপন গুরুদেবের প্রদর্শিত নিজবর্ণবস্ত্রের বর্ণনযুক্ত পদ্য লাগাইয়া লইবেন, যেমন—

"তপ্তকাঞ্চন বর্ণাঢ্যাং—স্বসৌখ্য গন্ধবর্জ্জিতাং,
আরক্তচিত্র কঞ্চুকাং কৌসুম্ভ দুকুলান্বিতাং"

ইত্যাকার (সুনীল দুকুলান্বিতাং) (পাটল দুকুলান্বিতাং) (মেঘাম্বরপরিহিতাং) (বিচিত্রবসনান্বিতাং) (কহ্লারকান্তিদুকুলাং) (পদ্মাভবাসবিধৃতাং) ইত্যাদি।

কালোচিত নানামত, সেবা উপচার যত, নিরমাণে পরম কুশলা
নিরবধি শ্রীরাধার কৃপা ভিখারিণীরে, বিনয়াদিগুণে সমুজ্জ্বলা।
রাধাকৃষ্ণ সুখামোদ, সদা মোর অভিলাষ, ইহাবই নিজ সুখ নাই।
পদ্মিনী নারীর সব গুণে বিমণ্ডিতারে, গোবিন্দের উচ্চ সুখ চাই।
গোবিন্দের-রতিসুখে বিমোহিনী হইয়াও, নিজদেহে তাহা না আচরি
নানা-নবরসকলা, করি আলাপনরে, রাধারসে তাঁর মন ভরি।
সুসঙ্গীত রসময় ভাবে সদা উলসিতা, সুদিব্য রূপনী প্রিয়দাসী
দিবানিশি যুগলের প্রেমরসাবেশেরে, রহিয়াছি সেবাসুখে ভাসি।

এইপ্রকার নিজগুরুদেবের ও নিজের, সিদ্ধ-গোপীদেহের ধ্যান করণান্তর শ্রীবৃন্দাবনের স্বরূপদর্শন-স্ফূর্তির নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনের, শ্রীযোগপীঠের এবং তন্মধ্যে—সপরিকর শ্রীশ্রীরাধামাধবের ধ্যান করিতে হয়।

প্রথমে শ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান, যথা—

(যামল শ্লোক)

ততঃ বৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ পরমানন্দ বর্দ্ধনং
সর্ব্বর্ত্তু কুসুমোপেতং পতত্রীগণনাদিতম্।
ভ্রমদ্ ভ্রমর ঝঙ্কার—মুখরীকৃত দিঙ্মুখং
কালিন্দী-জল-কল্লোল সঙ্গী মারুত-সেবিতম্।
নানাপুষ্প লতাবদ্ধ বৃক্ষযণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্
কমলোৎপল-কহ্লার-ধূলী ধূসরিতান্তরম্।

(ইহার পদ্যানুবাদ যথা)

পরানন্দ বৃদ্ধিকর, অপরূপ মনোহর, মধুর শ্রীবৃন্দাবনধাম,
ষড়্ঋতু জাত ফুল, সদা বিকসিতাতুল, সুদিব্য সুষমা নিরুপম।
নানা পাখী গান গায়, ভ্রমর ঝঙ্কারে তায়, দশদিক তাহে মুখরিত
বেষ্টিত শ্রীযমুনায়, জলের কল্লোল তায়, তাতে স্নিগ্ধ মারুতে সেবিত।
কুসুমিতা নানালতা, তরুগণে বিজড়িতা, নিরুপমা শোভা সুবিমল
কুমুদ কমল আর, কোকনদ শোভাধার, উড়াইছে নিজ পরিমল।

তন্মধ্যে যোগপীঠের ধ্যান যথা—

যামল শ্লোক।

তন্মধ্যে রত্ন ভূমিঞ্চ সূর্য্যাযুত সমপ্রভং
তত্র কল্পতরুদ্যানং নিয়তং প্রেমবর্ষিণম্ ।
মাণিক্য শিখরালম্বি তন্মধ্যে মণিমণ্ডপং
নানারত্নগণৈশ্চিত্রং সর্ব্বত্র সুবিরাজিতং ।
নানারত্ন লসচ্চিত্র বিতানৈরুপশোভিতম্
রত্ন তোরণ গোপুর মাণিক্যাচ্ছাদনান্বিতম্ ।
দিব্য ঘণ্টাযুতং মুক্তা-মণিশ্রেণী বিরাজিতম্
কোটী সূর্য্য সমাভাসং বিমুক্তং ষট্‌ তরঙ্গকৈঃ ।
তন্মধ্যে রত্ন খচিতং রত্ন সিংহাসনং মহৎ
তত্রাস্তৌ রাধিকাকৃষ্ণৌ ধ্যায়েদখিল সিদ্ধিদৌ ॥

(অনুবাদ)

এই বৃন্দাবন মাঝে, রতনের ভূমি সাজে, অযুত রবির সম প্রভা
তার মাঝে বিদ্যমান, কল্পতরুগণোদ্যান, সদা প্রেমদাতা মনোলোভা
মণির মণ্ডপ তাহে, দরশনে মনমোহে, আলম্বন মাণিক্য শিখরে
বিচিত্র মণিরগণ, তাহে শোভে অগণন, চারিদিকে নীচে ও উপরে।
রতনে খচিত শোভা, জগজন মনলোভা, সুচারু চাঁদোয়া শোভে তাহে
রতনতোরণদ্বার, চারুমধুরিমাগার, মাণিক্যাচ্ছাদনে মনমোহে।
দিব্য ঘণ্টাগণ আর, মণিমুক্তা শোভাধার সারি সারি তাহে বিরাজিত
কোটী সূর্য্য তেজোময়, মহাপ্রভান্বিত হয়, ষড়-দোষ-তরঙ্গ রহিত।
তাহে রত্নসিংহাসনে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাসনে পরিজন সহ বিরাজিত
যোগপীঠ বৃন্দাবনে, ভাবনা করিবে মনে, যাহে হয় সিদ্ধ সর্ব্ব হিত ।

যেমন সকল রসের—সর্ব্বপ্রকার-ভক্তনিচয়ের-বাঞ্ছা পরিপূরণের নিমিত্ত প্রেমময় পরংব্রহ্ম শ্রীভগবান নানাধামে ও অগণিত ব্রহ্মাণ্ড সমূহের নানাস্থানে, সতত নানা মূর্ত্তিতে বিরাজ করেন, তেমনি প্রত্যেক ধামেও (একই সময়ে বা

বিভিন্ন সময়ে) বিভিন্ন প্রকাশে বিরাজ করিয়া থাকেন। তদনুসারে অর্চ্চনাঙ্গের উপাসক প্রভৃতি ভাগ্যবান ভক্তগণের জন্য সপরিকর শ্রীরাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদাই এক প্রকাশে শ্রীবৃন্দাবনীয় যোগপীঠে বিরাজমান। এইজন্য তন্ত্রাগম পঞ্চরাত্রাদি সমস্ত শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনের পদ্ধতি-বিধায়ক শাস্ত্রানুসারেই শ্রীযোগপীঠে ধ্যানপূর্ব্বক বাহ্যোপচারান্বিত অর্চ্চনার বিধি বটে। অতএব শ্রীযোগপীঠের ধ্যানান্তে যোগপীঠস্থ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ধ্যান কর্ত্তব্য। ইহাও সংক্ষিপ্ত ও কিঞ্চিৎ বাহুল্য, দ্বিবিধপ্রকারে প্রচলিত আছে। মনের সুসংযোগ জন্য দীর্ঘ ধ্যানই আমাদের মতে বাঞ্ছনীয়। নিম্নে উভয়প্রকার ধ্যানের আদর্শই উদ্ধার করিয়া দেওয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত ধ্যান যথা—

ফুল্লেন্দীবর-কান্তি মিন্দুবদনং বর্হাবতংস-প্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং॥
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত তনুং গো-গোপ-সঙ্ঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণু বাদনপরং দিব্যাঙ্গ-ভূষং ভজে॥

(অনুবাদ)

ফুল্ল নীল পদ্মসম, তনুরুচি মনোরম,
পূর্ণ সুধাকর সম সুন্দর বদন
শিখিপিঞ্ছ চূড়াশিরে, ভুবন মোহিত করে,
শ্রীবৎসাঙ্ক (রোম রেখা) বক্ষে সুশোভন।
মহোজ্জ্বল মনোলোভা, কণ্ঠে কৌস্তুভের শোভা
পরিধানে পরমসুন্দর পীতবাস
শ্রীরাধাদি গোপীগণ, করি প্রেম বিলোকন,
নয়ন কমলার্চ্চনে মিটাইছে আশ।
ভজি সে গোবিন্দ, যার— দিব্যাঙ্গে দিব্যালঙ্কার,
গো-গোপালগণে যথাস্থানেতে বেষ্টিত
মোহন-মুরলীগানে, তোষিয়া সবার প্রাণে,
পরম আনন্দে বৃন্দাবনে বিরাজিত।

শ্রীরাধার সংক্ষিপ্ত ধ্যান।

স্মেরাং গোরচনাভাং স্ফুরদরুণ পটাং ক্লিপ্তরম্যাবগুণ্ঠাং
রম্যাং বেশেন বেণী কৃত চিকুর শিখালম্বিপদ্মাং কিশোরীং
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠ যুক্তং হরিমুখ কমলে যুঞ্জতীং নাগবল্লী
পর্ণং, কর্ণায়তাক্ষীং ত্রিজগতি মধুরাং রাধিকাং চিন্তয়ামি।

(অনুবাদ)

ঈষদ হসিতাননী, গোরচনাগোরী ধনী, বিরাজিত অরুণ বসন,
উড়িছে উড়ানি গায়, অঙ্গ আবরিত তায়, শিরে সুশোভিতাবগুণ্ঠন।
বিনান বিনোদবেণী, যার অগ্রে সরোজিনী দোলিতেছে পৃষ্ঠেতে লম্বিত
কৈশোর-সুষমারাশি, সকল শরীরে মিশি লাবণ্য তরঙ্গে তরঙ্গিত।
অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীতে, ধরি অপরূপ রীতে স্বর্ণ বর্ণ পানের বীটিকা
হরিমুখে প্রদায়িনী, আকর্ণ নয়নী ধনী, স্মরি সর্ব্ব মধুরা রাধিকা॥

শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিদ্বৃহৎ ধ্যান।

পীতাম্বরং ঘনশ্যামং দ্বিভুজং বনমালিনম্
বর্হিবর্হকৃতাপীড়ং, শশিকোটী নিভাননং॥
ঘূর্ণায়মান নয়নং কর্ণিকারাবতংসিনম্॥
অভিতশ্চন্দনেনাথ মধ্যে কুঙ্কুম বিন্দুনা
রচিতং তিলকং ভালে বিধৃতং মণ্ডলাকৃতিং॥
তরুণাদিত্য সঙ্কাশ কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতম্।
ঘর্ম্মাম্বু-কণিকা-রাজদ্দর্পণাভ সুকোপলম্॥
প্রিয়ামুখার্পিতাপাঙ্গ লীলয়াচোন্নত ভ্রুবং
অগ্রভাগ ন্যস্তমুক্তাস্ফুরদুচ্চ সুনাসিকম্
দশন-জ্যোৎস্নয়া রাজৎ-পক্ক বিম্ব ফলাধরম্
কেয়ূরাঙ্গদ-সদ্রত্ন মুদ্রিকাভির্লসৎ করং॥
বিধৃতং মুরলীং বামেপানৌ, পদ্মং তথোত্তরে

কাঞ্চীদাম স্ফুরন্মধ্যং নূপুরাভ্যাং লসৎপদং ॥
রতিকেলি রসাবেশ চপলং চঞ্চলেক্ষণং
হসন্তং প্রিয়য়াসার্দ্ধং হাসয়ন্তঞ্চ তাং মুহুঃ ॥

(ইত্থং কল্পতরোর্মূলে রত্নসিংহাসনোপরি, বৃন্দারণ্যে স্মরেৎ কৃষ্ণং সংস্থিতং প্রিয়য়াসহ।)

(অনুবাদ)

পরিধান পীতাম্বর, শ্যাম-ঘন কলেবর,
দ্বিভুজ মুরতি বনমালা দোলে গলে।
শিখিপুচ্ছ চূড়া শিরে, বামে হেলি শোভা করে,
কোটী অকলঙ্ক চাঁদ শ্রীমুখমণ্ডলে ॥
রসাবেশে নিরন্তর, ঘুরিতেছে আঁখি জোর,
কর্ণিকার-কুসুমের অবতংস কানে
ললাটে মণ্ডলাকার, তিলক সুষমাগার,
বিরচিত চন্দনে কুঙ্কুমবিন্দু দানে।
বালারুণ রুচিময়, শ্রবণে কুণ্ডলদ্বয়,
খেলিছে কপোলে বিম্ব বিকাশ করিয়া
স্বেদজল-কণাময়, নিরমল গণ্ডদ্বয়,
শোভে দরপণসম সে ছবি ধরিয়া।
প্রেয়সীর শশিমুখে, অপাঙ্গ অরপি সুখে,
লীলায় উন্নত ভুরূ সুভগ গর্ব্বিত
স্ফুরিত শ্রীনাসিকার, অগ্রভাগে চমৎকার,
টলটল নিরমল-মুকুতা, গ্রন্থিত।
চন্দ্র কিরণেরসম, দন্তকান্তি মনোরম,
তাহাতে পরমোজ্জ্বোর পক্ক-বিম্বাধর
অঙ্গুলে রতনাঙ্গুরী, ঝলকিছে মনোহারী,
হেম-মণি-অঙ্গদ-বলয়-যুত কর।
মুরলিকা বাম করে, দক্ষিণ করেতে ধরে—
পরাগে পূরিত লীলা-কমল সুন্দর,

কটিতটে কাঞ্চিদাম, চমকিছে অনুপাম,
রতন নুপূর পদ-যুগলে মুখর।
রতিকেলি রসাবেশে, প্রিয়ারে লইয়া পাশে ;
চঞ্চলচপল সদা মন ও নয়ন
নানা রসময় ভাষে, হাসাইয়া হেসে হেসে,
প্রিয়াসহ পিরীতে অমিয়-আলাপন।
রসময় বৃন্দাবনে, রঞ্জিত রত্নাসনে,
কল্পতরুর তলে (মদনমোহন)
রাধাসহ বিরাজিত, (প্রেমে তনু পুলকিত)
সদা অবিচল চিতে করহ স্মরণ।

বিশেষতঃ শ্রীরাধার ধ্যান।

বামপার্শ্বেস্থিতাং তস্য রাধিকাঞ্চস্মরেত্ততঃ
সুচীননীলবসনাং দ্রুতহেমসমপ্রভাং।
পটাঞ্চলেনাবৃতার্দ্ধ-সুস্মেরাননপঙ্কজাম্
কান্তবক্ত্রে ন্যস্ত নেত্র-চকোরীং চঞ্চলেক্ষণাং।
অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনীভ্যাঞ্চ নিজ প্রিয় মুখাম্বুজে
অর্পয়ন্তীঃ পূগফালিং পর্ণচূর্ণ সমন্বিতং।
মুক্তাহারোস্ফুরচ্চারু পীনোন্নত পয়োধরাম্
ক্ষীণমধ্যাং পৃথুশ্রোণীং কিঙ্কিনীজাল শোভিতাম্॥
রত্নতাড়ঙ্ক কেয়ূর মুদ্রাবলয় ধারিণীম্
রণৎ কণক মঞ্জীর রত্ন পাদাঙ্গুরীয়কাম্।
লাবণ্যসার সর্ব্বাঙ্গীং সর্ব্বাবয়ব সুন্দরীম্
আনন্দরস সম্মগ্নাং প্রসন্নাং নবযৌবনাম্॥
সখ্যাশ্চতস্যা বিপ্রেন্দ্র তৎসমান বয়োগুণা
তৎসেবনপরা ভাব্যাশ্চামরব্যজনাদিভিঃ।

(অনুবাদ)

শ্রীরাধা তাঁহার বামে, বিরাজিত চারুঠামে
নীল-চীন-উড়নীতে আবরিত-তনু
আধ-মুখে পটাঞ্চল, স্মিত-বদন কমল,
উছলিত তনুরুচি দ্রব-হেমযনু।
চঞ্চল চকোরী যেন, নয়ন যুগল তেন,
নিপতিত পরাণ নাথের চাঁদমুখে
কৃষ্ণানন হেরি হেরি, তর্জ্জনি অঙ্গুষ্ঠে ধরি,
তাম্বুল-বীটিকা দান করিছেন সুখে।
পীনোন্নত পয়োধরে মুক্তাহার শোভা করে
ক্ষীণকটি, পরিসর-শ্রোণীতে মেখলা
শ্রবণে তাড়ঙ্ক ধরে, কেয়ূর বলয় করে,
করাঙ্গুলিগণে চারু অঙ্গুরীয় মালা।
কণক নূপুর পদে, বাজে রুণু রুণু ছাঁদে,
উচ্চশির-রত্নাঙ্গুরী শ্রীচরণাঙ্গুলে
সর্ব্বাঙ্গ সৌন্দর্য্যাধার, ললিত-লাবণ্য-সার,
নিমগণা-প্রেমানন্দ-লহরি-হিলোলে।
সতত প্রসন্নাননী, স্মর রাধা সুবদনী,
কিশোর সুষমাময়-কম-কলেবর
সমবয় সখীগণ, সদা সুখে নিমগণ
চামর ব্যজন আদি করে নিরন্তর।

বিশেষতঃ সখীমঞ্জরী ও সুহৃদ্-যুথেশ্বরীগণের স্থিতি নির্ণায়ক ধ্যান।

প্রধানাষ্টদলেষেব মষ্টৌ শ্রীললিতাদয়ঃ
রাধাকৃষ্ণ সুখামোদা সেবোপায়ন পানয়ঃ।
সবৃন্দা, যত্রতোধ্যেয়া স্তত্রাদৌ ললিতোত্তরে
ঐশান্তেতু বিশাখৈন্দ্রে চিত্রেন্দুলেখিকাগ্নেয়ে।

স্বকীয় সিদ্ধ দেহের ধ্যান। সাধনামৃতে। যথা—

শ্রীগুরোশ্চরণাম্ভোজ-কৃপা-সিক্ত কলেবরাম্
কিশোরী গোপবনিতাং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
পৃথুতুঙ্গ কুচদ্বন্দ্বাং চতুঃষষ্টি কলান্বিতাম্
চন্দনাগুরুকাশ্মির-চর্চ্চিতাঙ্গীং মধুস্মিতাম্। *
সেবোপায়ননির্ম্মাণকুশলাং সেবনোৎসুকাং
বিনয়াদিগুণোপেতাং শ্রীরাধাকরুণার্থিনীং।
রাধাকৃষ্ণসুখামোদমাত্রচেষ্টাং সুপদ্মিনীম্
নিগূঢ়ভাবাং গোবিন্দ মদনানন্দমোহিনীম্।
নানারস-কলালাপশালিনীং দিব্যরূপিণীং
সঙ্গীতরস-সঞ্জাত-ভাবোল্লাস ভরান্বিতাম্।
দিবানিশং মনোমধ্যে দ্বয়ো প্রেমভরাকুলাং
এবমাত্মানমনিশং ভাবয়েৎ ভক্তিমাশ্রিতঃ।

পূর্ব্বোক্ত ধ্যানের পদ্যানুবাদ।

গুরুপাদপদ্ম কৃপা—মকরন্দ রসেভিজা তনুখানি ঢল ঢল করে,
নবীনাকিশোরী আমি, গোপের বনিতারে, বিভূষিতা নানা অলঙ্কারে
পীনোন্নত পয়োধরা, মধুর হসিতাধরা, চতুঃষষ্টি কলায় কোবিদা,
চন্দন অগুরু গোরচনায় চর্চ্চিতারে; সেবালাগি আকুলিতা সদা।

* এইস্থানে অতঃপর আপন গুরুদেবের প্রদর্শিত নিজবর্ণবস্ত্রের বর্ণনযুক্ত পদ্য লাগাইয়া লইবেন, যেমন—

"তপ্তকাঞ্চন বর্ণাঢ্যাং—স্বসৌখ্য গন্ধবর্জ্জিতাং,
আরক্তচিত্র কঞ্চুকাং কৌসুম্ভ দুকুলান্বিতাং"

ইত্যাকার (সুনীল দুকুলান্বিতাং) (পাটল দুকুলান্বিতাং) (মেঘাম্বরপরিহিতাং) (বিচিত্রবসনান্বিতাং) (কহ্লারকান্তিদুকুলাং) (পদ্মাভবাসবিধৃতাং) ইত্যাদি।

কন্যোচিত নানামত, সেবা উপচার যত, নিরমাণে পরম কুশলা
নিরবধি শ্রীরাধার কৃপা ভিখারিণীরে, বিনয়াদিগুণে সমুজ্জ্বলা।
রাধাকৃষ্ণ সুখামোদ, সদা মোর অভিলাষ, ইহাবই নিজ সুখ নাই।
পদ্মিনী নারীর সব গুণে বিমণ্ডিতা যে, গোবিন্দের উচ্চ সুখ চাই।
গোবিন্দের-রতিসুখে বিমোহিনী হইয়াও, নিজদেহে তাহা না আচরি
নানা-নবরসকলা, করি আলাপনরে, রাধারসে তাঁর মন ভরি।
সুসঙ্গীত রসময় ভাবে সদা উলসিতা, সুদিব্য রূপনী প্রিয়দাসী
দিবানিশি যুগলের প্রেমরসাবেশেরে, রহিয়াছি সেবাসুখে ভাসি।

এইপ্রকার নিজগুরুদেবের ও নিজের, সিদ্ধ-গোপীদেহের ধ্যান করণান্তর শ্রীবৃন্দাবনের স্বরূপদর্শন-স্ফূর্ত্তির নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনের, শ্রীযোগপীঠের এবং তন্মধ্যে সপরিকর শ্রীশ্রীরাধামাধবের ধ্যান করিতে হয়।

প্রথমে শ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান, যথা—

(যামল শ্লোক)

ততঃ বৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ পরমানন্দ বর্দ্ধনং
সর্ব্বর্ত্তু কুসুমোপেতং পতত্রীগণনাদিতম্।
ভ্রমদ্ ভ্রমর ঝঙ্কার—মুখরীকৃত দিঙ্মুখং
কালিন্দী-জল-কল্লোল সঙ্গী মারুত-সেবিতম্।
নানাপুষ্প লতাবদ্ধ বৃক্ষষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্
কমলোৎপল-কহ্লার-ধূলী ধূসরিতান্তরম্।

(ইহার পদ্যানুবাদ যথা)

পরানন্দ বৃদ্ধিকর, অপরূপ মনোহর, মধুর শ্রীবৃন্দাবনধাম,
ষড়্ঋতু জাত ফুল, সদা বিকসিতাতুল, সুদিব্য সুষমা নিরুপম।
নানা পাখী গান গায়, ভ্রমর ঝঙ্কারে তায়, দশদিক তাহে মুখরিত
বেষ্টিত শ্রীযমুনায়, জলের কল্লোল তায়, তাতে স্নিগ্ধ মারুতে সেবিত।
কুসুমিতা নানালতা, তরুগণে বিজড়িতা, নিরুপমা শোভা সুবিমল
কুমুদ কমল আর, কোকনদ শোভাধার, উড়াইছে নিজ পরিমল।

তন্মধ্যে যোগপীঠের ধ্যান যথা—

যামল শ্লোক।

তন্মধ্যে রত্ন ভূমিঞ্চ সূর্য্যাযুত সমপ্রভং
তত্র কল্পতরুদ্যানং নিয়তং প্রেমবর্ষিণম্ ॥
মাণিক্য শিখরালম্বি তন্মধ্যে মণিমণ্ডপং
নানারত্নগণৈশ্চিত্রং সর্ব্বত্র সুবিরাজিতং।
নানারত্ন লসচ্চিত্র বিতানৈরুপশোভিতম্
রত্ন তোরণ গোপুর মাণিক্যাচ্ছাদনান্বিতম্।
দিব্য ঘণ্টাযুতং মুক্তা-মণিশ্রেণী বিরাজিতম
কোটী সূর্য্য সমাভাসং বিমুক্তং ষট্ তরঙ্গকৈঃ।
তন্মধ্যে রত্ন খচিতং রত্ন সিংহাসনং মহৎ
তত্রস্থৌ রাধিকাকৃষ্ণৌ ধ্যায়েদখিল সিদ্ধিদৌ ॥

(অনুবাদ)

এই বৃন্দাবন মাঝে, রতনের ভূমি সাজে, অযুত রবির সম প্রভা
তার মাঝে বিদ্যমান, কল্পতরুগণোদ্যান, সদা প্রেমদাতা মনোলোভা
মণির মণ্ডপ তাহে, দরশনে মনমোহে, আলম্বন মাণিক্য শিখরে
বিচিত্র মণিরগণ, তাহে শোভে অগণন, চারিদিকে নীচে ও উপরে।
রতনে খচিত শোভা, জগজন মনলোভা, সুচারু চাঁদোয়া শোভে তাহে
রতনতোরণদ্বার, চারুমধুরিমাগার, মাণিক্যাচ্ছাদনে মনমোহে।
দিব্য ঘণ্টাগণ আর, মণিযুতা শোভাধার সারি সারি তাহে বিরাজিত
কোটী সূর্য্য তেজোময়, মহাপ্রভান্বিত হয়, ষড়-দোষ-তরঙ্গ রহিত।
তাহে রত্নসিংহাসনে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাসনে পরিজন সহ বিরাজিত
যোগপীঠ বৃন্দাবনে, ভাবনা করিবে মনে, যাহে হয় সিদ্ধ সর্ব্ব হিত।

যেমন সকল রসের—সর্ব্বপ্রকার-ভক্তনিচয়ের-বাঞ্ছা পরিপূরণের নিমিত্ত প্রেমময় পরংব্রহ্ম শ্রীভগবান নানাধামে ও অগণিত ব্রহ্মাণ্ড সমূহের নানাস্থানে, সতত নানা মূর্ত্তিতে বিরাজ করেন, তেমনি প্রত্যেক ধামেও (একই সময়ে বা

বিভিন্ন সময়ে) বিভিন্ন প্রকাশে বিরাজ করিয়া থাকেন। তদনুসারে অর্চ্চনাঙ্গের উপাসক প্রভৃতি ভাগ্যবান ভক্তগণের জন্য সপরিকর শ্রীরাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদাই এক প্রকাশে শ্রীবৃন্দাবনীয় যোগপীঠে বিরাজমান। এইজন্য তন্ত্রাগম পঞ্চরাত্রাদি সমস্ত শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনের পদ্ধতি-বিধায়ক শাস্ত্রানুসারেই শ্রীযোগপীঠে ধ্যানপূর্ব্বক বাহ্যোপচারান্বিত অর্চ্চনার বিধি বটে। অতএব শ্রীযোগপীঠের ধ্যানান্তে যোগপীঠস্থ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ধ্যান কর্ত্তব্য। ইহাও সংক্ষিপ্ত ও কিঞ্চিৎ বাহুল্য, দ্বিবিধপ্রকারে প্রচলিত আছে। মনের সুসংযোগ জন্য দীর্ঘ ধ্যানই আমাদের মত বাঞ্ছনীয়। নিম্নে উভয়প্রকার ধ্যানের আদর্শই উদ্ধার করিয়া দেওয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত ধ্যান যথা—

ফুল্লেন্দীবর-কান্তি মিন্দুবদনং বর্হাবতংস-প্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং॥
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত তনুং গো-গোপ-সঙ্ঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণু বাদনপরং দিব্যাঙ্গ-ভূষং ভজে॥

(অনুবাদ)

ফুল্ল নীল পদ্মসম, তনুরুচি মনোরম,
পূর্ণ সুধাকর সম সুন্দর বদন
শিখিপিঞ্ছ চূড়াশিরে, ভুবন মোহিত করে,
শ্রীবৎসাঙ্ক (রোম রেখা) বক্ষে সুশোভন।
মহোজ্জ্বল মনোলোভা, কণ্ঠে কৌস্তুভের শোভা
পরিধানে পরমসুন্দর পীতবাস
শ্রীরাধাদি গোপীগণ, করি প্রেম বিলোকন,
নয়ন কমলার্চ্চনে মিটাইছে আশ।
ভজি সে গোবিন্দ, যার— দিব্যাঙ্গে দিব্যালঙ্কার,
গো-গোপালগণে যথাস্থানেতে বেষ্টিত
মোহন-মুরলীগানে, তোষিয়া সবার প্রাণে,
পরম আনন্দে বৃন্দাবনে বিরাজিত।

শ্রীরাধার সংক্ষিপ্ত ধ্যান।

স্মেরাং গোরচনাভাং স্ফুরদরুণ পটাং ক্লিপ্তরম্যাবগুণ্ঠাং
রম্যাং বেশেন বেণী কৃত চিকুর শিখালম্বিপদ্মাং কিশোরীং
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠ যুক্তং হরিমুখ কমলে যুঞ্জতীং নাগবল্লী
পর্ণং, কর্ণায়তাক্ষীং ত্রিজগতি মধুরাং রাধিকাং চিন্তয়ামি।

(অনুবাদ)

ঈষদ হসিতাননী, গোরচনাগোরী ধনী, বিরাজিত অরুণ বসন,
উড়িছে উড়ানি গায়, অঙ্গ আবরিত তায়, শিরে সুশোভিতাবগুণ্ঠন।
বিনান বিনোদবেণী, যার অগ্রে সরোজিনী দোলিতেছে পৃষ্ঠেতে লম্বিত
কৈশোর-সুষমারাশি, সকল শরীরে মিশি লাবণ্য তরঙ্গে তরঙ্গিত।
অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীতে, ধরি অপরূপ রীতে স্বর্ণ বর্ণ পানের বীটিকা
হরিমুখে প্রদায়িনী, আকর্ণ নয়নী ধনী, স্মরি সর্ব্ব মধুরা রাধিকা॥

শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিদ্বৃহৎ ধ্যান।

পীতাম্বরং ঘনশ্যামং দ্বিভুজং বনমালিনম্
বর্হিবর্হকৃতাপীড়ং, শশিকোটী নিভাননং॥
ঘূর্ণায়মান নয়নং কর্ণিকারাবতংসিনম্॥
অভিতশ্চন্দনেনাথ মধ্যে কুঙ্কুম বিন্দুনা
রচিতং তিলকং ভালে বিধৃতং মণ্ডলাকৃতিং॥
তরুণাদিত্য সঙ্কাশ কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতম্।
ঘর্ম্মাম্বু-কণিকা-রাজদ্দর্পণাভ সুকোপলম্॥
প্রিয়ামুখার্পিতাপাঙ্গ লীলয়াচোন্নত ভ্রূবং
অগ্রভাগ ন্যস্তমুক্তাস্ফুরদুচ্চ সুনাসিকম্
দশন-জ্যোৎস্নয়া রাজৎ-পক্ক বিম্ব ফলাধরম্
কেয়ূরাঙ্গদ-সদ্রত্ন মুদ্রিকাভির্লসৎ করং॥
বিধৃতং মুরলীং বামেপানৌ, পদ্মং তথোত্তরে

কাঞ্চীদাম স্ফুরন্মধ্যং নূপুরাভ্যাং লসৎপদং ॥
রতিকেলি রসাবেশ চপলং চঞ্চলেক্ষণং
হসন্তং প্রিয়য়াসার্দ্ধং হাসয়ন্তঞ্চ তাং মুহুঃ ॥

(ইত্থং কল্পতরোর্ম্মূলে রত্নসিংহাসনোপরি, বৃন্দারণ্যে স্মরেৎ কৃষ্ণং সংস্থিতং প্রিয়য়াসহ।)

(অনুবাদ)

পরিধান পীতাম্বর, শ্যাম-ঘন কলেবর,
দ্বিভুজ মুরতি বনমালা দোলে গলে।
শিখিপুচ্ছ চূড়া শিরে, বামে হেলি শোভা করে,
কোটী অকলঙ্ক চাঁদ শ্রীমুখমণ্ডলে ॥
রসাবেশে নিরন্তর, ঘুরিতেছে আঁখি ভোর,
কর্ণিকার-কুসুমের অবতংস কানে
ললাটে মণ্ডলাকার, তিলক সুষমাগার,
বিরচিত চন্দনে কুঙ্কুমবিন্দু দানে।
বালারুণ রুচিময়, শ্রবণে কুণ্ডলদ্বয়,
খেলিছে কপোলে বিম্ব বিকাশ করিয়া
স্বেদজল-কণাময়, নিরমল গণ্ডদ্বয়,
শোভে দরপণসম সে ছবি ধরিয়া।
প্রেয়সীর শশিমুখে, অপাঙ্গ অরপি সুখে,
লীলায় উন্নত ভুরু সুভগ গর্ব্বিত
স্ফুরিত শ্রীনাসিকার, অগ্রভাগে চমৎকার,
টলটল নিরমল-মুকুতা, লম্বিত ;
চন্দ্র কিরণেরসম, দন্তকান্তি মনোরম,
তাহাতে পরমোজ্জ্বল পক্ক-বিম্বাধর
অঙ্গুলে রতনাঙ্গুরী, ঝলকিছে মনোহারী,
হেম-মণি-অঙ্গদ-বলয়-যুত কর।
মুরলিকা বাম করে. দক্ষিণ করেতে ধরে—
পরাগে পূরিত লীলা-কমল সুন্দর,

কটিতটে কাঞ্চিদাম, চমকিছে অনুপাম,
রতন নূপুর পদ-যুগলে মুখর।
রতিকেলি রসাবেশে, প্রিয়ারে লইয়া পাশে ;
চঞ্চলচপল সদা মন ও নয়ন
নানা রসময় ভাষে, ভাসাইয়া হেসে হেসে,
প্রিয়াসহ পিরীতে অমিয়-আলাপন।
রসময় বৃন্দাবনে, রঞ্জিত রতনাসনে,
কল্পতরুর তলে (মদনমোহন)
রাধাসহ বিরাজিত, (প্রেমে তনু পুলকিত)
সদা অবিচল চিতে করহ স্মরণ।

বিশেষতঃ শ্রীরাধার ধ্যান।

বামপার্শ্বেস্থিতাং তস্য রাধিকাঞ্চস্মরেত্ততঃ
সূচীননীলবসনাং দ্রুতহেমসমপ্রভাং।
পটাঞ্চলেনাবৃতার্দ্ধ-সুস্মেরাননপঙ্কজাম্
কান্তবক্ত্রে ন্যস্ত নেত্র-চকোরীং চঞ্চলেক্ষণাং।
অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনীভ্যাঞ্চ নিজ প্রিয় মুখাম্বুজে
অর্পয়ন্তীঃ পূগফালিং পর্ণচূর্ণ সমন্বিতং।
মুক্তাহারোস্ফুরচ্চারু পীনোন্নত পয়োধরাম্
ক্ষীণমধ্যাং পৃথুশ্রোণীং কিঙ্কিনীজাল শোভিতাম্।
রত্নতাড়ঙ্ক কেয়ূর মুদ্রাবলয় ধারিণীম্
রণৎ কণক মঞ্জীর রত্ন পাদাঙ্গুরীয়কাম্।
লাবণ্যসার সর্ব্বাঙ্গীং সর্ব্বাবয়ব সুন্দরীম্
আনন্দরস সম্মগ্নাং প্রসন্নাং নবযৌবনাম্॥
সখ্যাশ্চতস্যা বিপ্রেন্দ্র তৎসমান বয়োগুণা
তৎসেবনপরা ভাব্যাশ্চামরব্যজনাদিভিঃ।

(অনুবাদ)

শ্রীরাধা তাঁহার বামে, বিরাজিত চারুঠামে
নীল-চীন-উড়নীতে আবরিত-তনু
আধ-মুখে পটাঞ্চল, স্মিত-বদন কমল,
উছলিত তনুরুচি দ্রব-হেমযনু।
চঞ্চল চকোরী যেন, নয়ন যুগল তেন,
নিপতিত পরাণ নাথের চাঁদমুখে
কৃষ্ণানন হেরি হেরি, তর্জ্জনি অঙ্গুষ্ঠে ধরি,
তাম্বুল-বীটিকা দান করিছেন সুখে।
পীনোন্নত পয়োধরে মুক্তাহার শোভা করে
ক্ষীণকটি, পরিসর-শ্রোণীতে মেখলা
শ্রবণে তাড়ঙ্ক ধরে, কেয়ূর বলয় করে,
করাঙ্গুলিগণে চারু অঙ্গুরীয় মালা।
কণক নূপুর পদে, বাজে রুণু রুণু ছাঁদে,
উচ্চশির-রত্নাঙ্গুরী শ্রীচরণাঙ্গুলে
সর্ব্বাঙ্গ সৌন্দর্য্যাধার, ললিত-লাবণ্য-সার,
নিমগণা-প্রেমানন্দ-লহরি-হিল্লোলে।
সতত প্রসন্নাননী, স্মর রাধা সুবদনী,
কিশোর সুষমাময়-কম-কলেবর
সমবয় সখীগণ, সদা সুখে নিমগণ
চামর ব্যজন আদি করে নিরন্তর।

বিশেষতঃ সখীমঞ্জরী ও সুহৃদ্-যুথেশ্বরীগণের স্থিতি নির্ণায়ক ধ্যান।

প্রধানাষ্টদলেষেব মষ্টৌ শ্রীললিতাদয়ঃ
রাধাকৃষ্ণ সুখামোদা সেবোপায়ন পানয়ঃ।
সবৃন্দা, যত্নতোধেয়া স্তত্রাদৌ ললিতোত্তরে
ঐশান্তেতু বিশাখৈন্দ্রে চিত্রেন্দুলেখিকাগ্নেয়ে।

যাম্যে চম্পকবল্লীচ নৈঋতে রঙ্গদেবীকা
পশ্চিমে তুঙ্গবিদ্যাথ সুদেবী বায়বে তথা॥ (ক)

অথাষ্টোপদলেষ্বেব মনঙ্গ মঞ্জরী মুখা
সযূথা যত্নতো ধ্যেয়া স্তত্রোত্তর দলদ্বয়ে।
অনঙ্গ মঞ্জরী, তস্যা বামে মধুমতী মতা
পূর্ব্বয়ো বিমলা বামে শ্যামলা দক্ষিণেদ্বয়ে।
পালিকা মঙ্গলা বারুণয়ো ধন্যা চ তারকা॥ (খ)

———(*)———

অথ কিঞ্জল্ক পার্শ্বস্থা সর্ব্বদা সেবনোৎসুকা
প্রিয়নর্ম্ম সখীর্ধ্যায়েৎ কৃষ্ণদক্ষিণতঃ ক্রমাৎ।
লবঙ্গ মঞ্জরীং রূপমঞ্জরীং রসমঞ্জরীং
গুণরত্নান্তরে নাম মঞ্জর্য্যো ভদ্র মঞ্জরীং।
লীলামঞ্জরিকাঞ্চৈব বিলাস মঞ্জরী স্তথা
কস্তুরী মঞ্জরীঞ্চান্যাং মঞ্জর্য্যো-কেলী কুন্দয়ো।
মদনাশোক মঞ্জর্য্যৌ মঞ্জুলালীং সুধামুখীং
পদ্ম মঞ্জরিকা মেতা ষোড়শ-প্রবরামতা।
এতাসাং সঙ্গিনীভুক্তা স্ব স্ব গুর্ব্বানুসারতঃ
রাধামাধবয়োঃ সেবাং কুর্য্যান্নিত্যং প্রযত্নতঃ।

(অনুবাদ) পয়ার।

(ক) ললিতাদি অষ্ট সখী, অষ্টদলে থাকি, ব্যজনাদি করেন শ্রীবদন নিরখি;
উত্তরে ললিতা ঈশানেতে বিশাখিকা পূর্ব্বদিকে চিত্রা অগ্নিকোণে ইন্দুলেখা
চম্পকলতিকা হন দক্ষিণ দিকেতে, রঙ্গদেবী মনোসুখে রহেন নৈঋতে।

পশ্চিমে শ্রীতুঙ্গবিদ্যা সুদেবী বায়বে। রাধাকৃষ্ণ সুখামোদে বিরাজিতা সবে॥ *
(খ) উপদলে, উত্তরের দলদ্বয়ে স্থিতি—অনঙ্গ মঞ্জরী ডানে, বামে মধুমতী।
পূর্ব্বের দক্ষিণে শ্যামা, বামেতে বিমলা, দক্ষিণেতে এইরূপে পালী ও মঙ্গলা।
পশ্চিমের দলদ্বয়ে ধন্যা ও তারকা, নিজ নিজ যূথে বিরাজিতা প্রেমাধিকা।

(ত্রিপদী)

কেশরের পাশে পাশে, সদা সেবনাভিলাষে,
স্থিতা প্রিয়নর্ম্মসখী মঞ্জরীরগণ,
কৃষ্ণের দক্ষিণ পাশে, লবঙ্গ মঞ্জরী বৈসে,
শ্রীরূপ মঞ্জরী তার বাম দিকে রন্।
শ্রীরসমঞ্জরী আর, গুণমঞ্জরিকা তার
বিরাজিতা ক্রমাগত বাম বাম স্থানে,
শ্রীভদ্রমঞ্জরী তথা, শ্রীলীলামঞ্জরী যুতা,
বিলাসমঞ্জরী তারপরে হর্ষমনে।
তার পর শ্রীকস্তুরী, কেলী ও কুন্দমঞ্জরী,
মদন, অশোক মঞ্জুলালী তিনজন,
শ্রীপদ্মমঞ্জরী তবে, প্রধানা ষোড়শ সবে,
এইরূপে যোগপীঠে করিবে স্মরণ॥

• গুরুরূপা মঞ্জরীর আনুগত্যে রঙ্গে। প্রেমসেবালাভ এই সভাকার সঙ্গে॥

ইহার পর আবাহন যথা—

সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ! ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ, ইহসান্নিধ্য ভব, মমপূজাং গৃহান্।

(ইহার তাৎপর্য্য পদ্যে যথা)

"ধাম পরিকর সহ করি আগমন
এদীনের পূজা কৃষ্ণ! করহ গ্রহণ।"

---

* পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত শ্রীশ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্যের বর্ণনানুসারে লীলারঙ্গে বনভ্রমণ-পরায়ন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীযোগপীঠে আগমনান্তর পূর্ব্ব মুখে অবস্থান এবং উভয়ের সম্মুখে পূর্ব্বদিকে শ্রীললিতা তৎপার্শ্বদ্বয়ে তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা ইত্যাদি, বিশেষ-দিনের বিশেষ লীলা বলিয়া বোধ হয় •

এই প্রার্থনা পূর্ব্বক মানসোপচারে অর্চ্চনা করিবেন।

অনন্তর মূল মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক নিম্নলিখিতানুসারে বাহ্য উপচার অর্পণ করিবেন। যথা—

এতৎপাদ্যং	শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ
ইদমর্ঘ্যং	ঐ
ইদমাচমনীয়ং	ঐ
ইদং স্নানীয়ং জলং	ঐ
ইদং বস্ত্রং	ঐ
ইদমাভরণং	ঐ
এষঃ গন্ধঃ	ঐ
এতানি পুষ্পাণি	ঐ
এতৎ সচন্দন তুলসীপত্রং	ঐ

(এক একটী করিয়া তুলসী দিবে দুইপত্রের কম না হয়)

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন করিয়া, মানসোপচারে শ্রীরাধার্চ্চন তৎপরে শ্রীরাধামন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক—

এতৎপাদ্যং শ্রীরাধিকায়ৈঃ নমঃ—ইতি প্রকারে শ্রীরাধাকে আভরণ পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত বাহ্য উপচারে অর্চ্চনা করিবে—

শ্রীকৃষ্ণের অবশেষ চন্দনপুষ্প তুলস্যাদি দিবে।

তারপর,—এতৌ ধূপদীপৌ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

এতৌ কৃষ্ণাবশিষ্টধূপদীপৌ শ্রীরাধিকায়ৈঃ নমঃ।

অনন্তর—এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীকৃষ্ণাবরণদেবতাভ্যো নমঃ বলিয়া প্রসাদি অবশেষ পুষ্পচন্দনে সখী মঞ্জরীরও পূজা করিবে। এতাসাং কেবল শক্তিমাত্র-ত্বেনামূর্ত্তানাং ভগবদ্‌বিগ্রহাদ্যৈকাত্মেন স্থিতিঃ। তদধিষ্ঠাত্রীরূপত্বেন মূর্ত্তানান্তু তদাবরণতয়েতি দ্বিরূপত্বমপিজ্ঞেয়মিতিদিক্‌ (ইতি ভগবৎসন্দর্ভ)

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণকে তুলসীযুক্ত ও পানীয় জল সহ ভোগ নিবেদন করিয়া ভোজন চিন্তা করিবে।

ভোগ দিবার প্রকার—

ফট্‌ এই মন্ত্র সাতবার জপিয়া নৈবেদ্যোপরি শঙ্খজল দিবে।

যং এই বায়ুবীজ দ্বাদশবার জপিয়া ঐরূপ করিবে।

রং এই বহ্নিবীজ বামকরতলে ধ্যান ও তদুপরি দক্ষিণ কর স্থাপনে নৈবেদ্য দোষদগ্ধ করিবে।

বং এই অমৃতবীজ ঐরূপে জপিয়া অমৃতধারাভিষিক্ত করিয়া নৈবেদ্যোপরি ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন ও মৎস্যমুদ্রা প্রদশন করিবে।

আটবার নৈবেদ্যোপরি মূলমন্ত্র জপ করণান্তর—গন্ধপুষ্পের দ্বারা নৈবেদ্য পূজা করিয়া নিবেদন করিতে হইবে। তবেই উহা অপ্রাকৃত ও ভোগের যোগ্য হইবে।

আচমন করাইয়া ও ঘণ্টাধ্বনিপূর্ব্বক ভোগ নিবেদন করিবে।

ভোগ চিন্তা করিতে করিতে অন্যূন ২৮ বার মূলমন্ত্র জপ করিয়া ভোজন সমাপ্তি চিন্তা করিয়া—

"এতদাচমনীয়ং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" এই মন্ত্রে তিনবার আচমনীয় জল ফেলিয়া—তাম্বূলং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ বলিয়া তাম্বুল দিবে—কিছু পরে "পুনরাচমনীয়ং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া আবার আচমন দিবে।

তারপর শ্রীরাধার মন্ত্রে শ্রীরাধাকে প্রসাদ নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া তদীয় ভোজন চিন্তা এবং তদবসানে যথাবৎ আচমনীয় প্রদানান্তর প্রসাদি তাম্বূলার্পণ ও পূর্ব্ববৎ পুনরাচমন দিয়া—

তিন প্রাণায়াম পুটিত মূলমন্ত্র ১০৮ বার জপপূর্ব্বক, দশবার করিয়া কামগায়ত্রী ও শ্রীরাধামন্ত্র জপ করিয়া—

"গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তাত্বং গৃহাণোঽস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতে॥"

এই মন্ত্রোচ্চারণে জপ সমর্পণ করিবে।

ইহার অর্থ, পদ্যে যথা—

গুহ্য অতি-গুহ্যের রক্ষক দয়াবান। মম জপ গ্রহণে করহ সিদ্ধি দান।
যে তোমার নিষ্ঠাবান যে তোমার জন। কৃপায় করহ সেইরূপ বিলোকন॥

অনন্তর আরাত্রিক করিয়া, পুষ্পাঞ্জলি দিয়া নিম্নলিখিত মত বিজ্ঞপ্তি করজোড়ে পাঠ করিবে। যথা—

বিজ্ঞপ্তি।

(১) মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন!
যৎ পূজিতং ময়া দেব! পরিপূর্ণং তদস্তু মে

(অনুবাদ)

ক্রিয়া মন্ত্র বিধি, ভক্তি, ভজন পূজন শক্তি,
কিছু মোর নাই প্রভো পতিতপাবন !
এ সকল হীন যেই, আমার পূজন এই,
নিজগুণে পূর্ণ করি করহ গ্রহণ ॥

(২) অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদশুভং যন্ময়া কৃতং ।
ক্ষন্তু মর্হসি তৎসর্ব্বং দাস্যেনৈব গৃহাণ মাং

(অনুবাদ)

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কৃত, অশুভাপরাধ যত,
ক্ষমা কর নিজ করুণায় ।
শ্রীচরণ সেবা দিয়া, নিজ দাস্যে নিয়োজিয়া,
কৃপা কর এই অভাগায় ॥

(৩) স্থিতিঃ সেবা গতির্যাত্রা স্মৃতিশ্চিন্তা স্তুতির্ব্বচ ।
ভূয়াৎ সর্ব্বাত্মনা বিষ্ণো মদীয়ং ত্বয়ি চেষ্টিতং ॥

(অনুবাদ)

মোর গমনাবস্থান, সেবার যাত্রার স্থান, স্মৃতি স্তুতি চিন্তা বাণী আদি ।
নিখিল-চেষ্টিত-চয়, যেন তোমাতেই হয়, হে পরমাশ্রয় ! নিরবধি ॥

(৪) যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী ।
ত্বামনুস্মরত সা মে হৃদয়ান্নুপসর্প্তু ॥

(অনুবাদ)

অবিবেকি জনগণ, যেরূপ মগন হন, বিষয় রসেতে এসংসারে ।
তোমার স্মরণে মোর, হৃদয় হউক ভোর, সেরূপ একান্ত প্রীতি ভরে ॥

(৫) যুবতীনাং যথা যূনী যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা ।
মনোভি রমতে তদ্বন্মনো মে রমতাং ত্বয়ি ॥

(অনুবাদ)

যুবতী সকল যথা, যুবকেতে অনুরতা, যুবতীতে যুবক সকলে।
পরম-রমিত হয়, মোর মন যেন রয়, তথা তব চরণ কমলে॥

(৬) কীটেষু পক্ষীষু মৃগেষু সরীসৃপেষু
রক্ষ পিশাচ মনুজেষ্বপি যত্র তত্র॥
জাতস্যমে ভবতু কেশব তে প্রসাদাৎ
ত্বয্যেব ভক্তিরতুলা ব্যভিচারিণী চ॥

(অনুবাদ)

যদি নিজ কর্ম্মফলে, আরও এ মহীতলে,
জনম লভিতে হয় তোমার বিধানে।
রক্ষ, পশু, পক্ষী, কৃমি, পিশাচ বা হই আমি,
দৃঢ় ভক্তি রহে যেন তোমার চরণে॥

(৭) কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবং॥

(অনুবাদ পয়ার)

কবে কালিন্দীর কূলে ভাসি আঁখিনীরে। তব নাম গাইয়া নাচিব প্রেমভরে॥

(৮) রাধে! বৃন্দাবনাধীশে! করুণামৃতবাহিনি!
কৃপয়া নিজপাদাব্জে দাস্যং মহ্যং প্রদীয়তাং॥

(অনুবাদ পয়ার)

বৃন্দাবনেশ্বরি! কৃপাসুধাতরঙ্গিণি! শ্রীচরণ-সেবা দেও দাসীপদ দানি॥

(৯) কদাগানকলানৃত্যং শিক্ষয়িষ্যসি রাধিকে!
যেন তুষ্টোহরিস্তে মাং কিঙ্করীমিতি মন্মহে॥

(অনুবাদ)

নানা নৃত্যকলাগান, কবে মোরে শিক্ষাদান,
হা রাধে! করিবে নিজগুণে কৃপা করি।
যাহে হরষিত হয়ে, হরি মোরে প্রশংসিয়ে,
কহিবেন "মনোমদ আমার কিঙ্করী॥"

(১০) তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা।
ইতি বিজ্ঞায় দেবি ত্বং নয় মাং চরণান্তিকে॥

(অনুবাদ)

শ্রীরাধে! তোমার আমি, শ্রীরাধে! তোমার আমি—
তব পদ-সেবা বিনা নহি অন্য কামী।
এই জানি করুণায়, এই জানি করুণায়—
শ্রীচরণান্তিকে স্থান দেও গো আমায়।

আত্মার্পণ ও কর্ম্মার্পণ। (গদ্য)

(১১)

ইতঃপূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তাবস্থাসু মনসা কর্ম্মনা বাচা, হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যাং উদরেণ শিশ্না যৎকৃতং, যৎস্মৃতং, যদুক্তং তৎসর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণার্পণংভবতু স্বাহা। মাং মদীয়ঞ্চ সকলং হরয়ে সমর্পয়ামি।

(অনুবাদ পয়ার)

প্রাণ বুদ্ধি দেহ ধর্ম্ম দ্বারা সম্পাদিত, জাগরে স্বপনে যত মোর আচরিত,
ব্যবহারে বচনে ও মনের দ্বারায়, হস্তে পদে শিশ্নোদরে ইন্দ্রিয় সবায়।
স্মরিয়াছি বলিয়াছি করিয়াছি যাহা, সর্ব্বস্বাত্ম সহ কৃষ্ণে সমর্পিনু তাহা।

শরণাগতি।

(১) তবাস্মি রাধিকা নাথ! কর্ম্মনা মনসাগিরা।
কৃষ্ণকান্তে! তবৈবাস্মি যুবামেব গতির্ম্মম॥

(২) শরণং বাং প্রপন্নোস্মি করুণা নিকরাকরৌ।
প্রসাদং কুরুতং দাস্যং ময়ি দুষ্টেঽপরাধিনে॥

(৩) যোঽহং মমাস্তি যৎকিঞ্চিৎ ইহ লোকে পরত্র চ।
তৎসর্ব্বং ভবতোরদ্য চরণেষু ময়ার্পিতং॥

(অনুবাদ পয়ার ও ত্রিপদী)

মোর গতি নাই রাধা-রাধানাথ বিনু, কায়মনোবাক্যে আমি দোহার হইনু॥
করুণা-নিকর, হে রাধানন্দ-কিশোর, শ্রীচরণে লইনু শরণ।
অপরাধী দোষী জনে, কৃপা করি নিজগুণে, নিজ দাস্য কর বিতরণ॥
ইহ পরকালে মোর, যা কিছু আছয়। আত্মসহ পদে সমর্পিনু সমুদয়॥

ইহার পরে প্রসাদ নির্ম্মাল্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণাবরণ-দেবতারূপা সখীমঞ্জরী ও বৈষ্ণবগণের পূজা করিবে। যথা—

এতে গন্ধপুষ্পে, নির্ম্মাল্য নৈবেদ্যাদিকঞ্চ—
শ্রীকৃষ্ণাবরণ দেবতাভ্যো নমঃ। শ্রীগুরু বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ।

তৎপরে শ্রীতুলসীর পূজা প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া আবার পূর্ব্বার্চ্চিত সমস্ত ঠাকুরাদির প্রণাম ও গুণ কীর্ত্তন করিবেন।

শ্রীতুলসীর প্রণাম শ্লোক।

যা দৃষ্টা নিখিলাঘ-সঙ্ঘহরণী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী—
রোগনামভিবন্দিতা নিরসনী সিক্তান্তক ত্রাসিনী।
প্রত্যাসত্তি বিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তি ফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ।

(অনুবাদ)

যাহার দরশে, তখনি বিনাশে, নিখিল পাপের চয়,
যার পরশনে, (জীব, বিনাস্নানে) তখনি পবিত্র হয়।

বন্দিলে যাহারে, হয়রে অচিরে, যাবতীয় রোগ নাশ
যারে জল দিলে, স্নান করাইলে, শমনের মনে ত্রাস।
যাহার রোপনে, মানবের মনে, উপজয় কৃষ্ণপ্রীতি
বন্দি ভক্তিভরে, সেই তুলসীরে, যিনি দেন বিমুকতি।

সমস্তের পূজাবসানে সুসংক্ষিপ্ত প্রণাম—

বন্দেহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত পদকমলং শ্রীগুরুন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ রঘুনাথান্বিতং তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণ ললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

(অনুবাদ)

বন্দন করিয়ে আমি, নিপতিত হয়ে ভূমি,
শ্রীগুরুর শ্রীপদ কমলে।
শ্রীপরম গুরুবর, পরমেষ্ঠী, পরাপর—
গুরু, শিক্ষাগুরুর মণ্ডলে ॥
নিখিল বৈষ্ণবগণে, বন্দি কায়বাক্য মনে
বন্দি শ্রীল রূপ-সনাতনে।
সকল গণের সাথ সহিতে শ্রীরঘুনাথ,
বন্দি জীব গোস্বামী চরণে ॥
নিতাই অদ্বৈত সঙ্গে, পহু মোর শ্রীগৌরাঙ্গে
বন্দি সব পরিকর সনে।
ললিতা বিশাখান্বিত গণসহ বিরাজিত
নমি রাধাকৃষ্ণের চরণে।

রাগানুগীয় ভক্তগণের সখী মঞ্জর্য্যাদির বিশেষভাবে বন্দন প্রার্থনীয়, অতএব এই স্থানে (এইরূপের সংক্ষিপ্ত বন্দনে কৃত্য সমাপন না করিয়া) যাহারা বিশেষ বন্দনাভিলাষী তাঁহাদের জন্য উহা নিম্নে দেওয়া গেল।

অষ্ট সখীর প্রণাম।

কারুণ্য কল্পলতিকে ললিতে নমস্তে
রাধাসমান গুণচাতুরিকে বিশাখে।
ত্বাং নৌমি চম্পকলতেঽচ্যুতচিত্তচৌরে।
বন্দে বিচিত্রচরিতে সখী চিত্রলেখে।
শ্রীরঙ্গদেবি দয়িতে প্রণয়াঙ্গ রঙ্গে!
তুভ্যং নমস্তু সুখলাস্য-সরীৎ সুদেবি।
বিদ্যাবিনোদ সদনেঽপি চ তুঙ্গবিদ্যে।
পূর্ণেন্দুখণ্ড-নখরে সুসখীন্দুলেখে॥

(অনুবাদ)

নমি কারুণ্যের কল্পলতা, শ্রীরাধার সখী শ্রীললিতা।
রাধাসমগুণচতুরিকে, প্রণমি তোমায় বিশাখিকে।
অচ্যুতের চিত্তের চৌরিকা, বন্দি আমি চম্পকলতিকা।
চিত্রলেখা বিচিত্র চরিতা, রঙ্গদেবী প্রেমরঙ্গান্বিতা।
সুখের নটন-তরঙ্গিনী, শ্রীসুদেবী তদীয় ভগিনী।
বিদ্যার বিনোদ নিকেতন, যেই তুঙ্গবিদ্যা সখী হন।
ইন্দুলেখা—যাহার নখরে, পূর্ণ শশীখণ্ড শোভা করে।
সবাকার চরণে প্রণতি, সবে কৃপা কর মোর প্রতি।

অষ্ট সুহৃদ্ যূথেশ্বরীর প্রণাম—

রাধানুজে মম নমোঽস্তু অনঙ্গ দেবি—
তুভ্যং সদা, মধুমতি! প্রিয়তানরন্দে।
সৌহার্দ্য-সৌখ্য-বিমলে বিমলে! নমস্তে,
শ্রীশ্যামলে! পরম সৌহৃদ পাত্রি রাধে—
হে পালিকে! প্রণয়পালিনি! তে নমস্তে
শ্রীমঙ্গলে! পরমমঙ্গল সীমরূপে!

ধন্যে ! ব্রজেন্দ্রতনয়-প্রিয়তা-সুসম্পদ্
নৌমীশচন্দ্র-রুচিরে নন্তারকেস্থাং ।

(অনুবাদ)

রাধানুজে ! অনঙ্গ মঞ্জরি ! তব পদে পরণাম করি ।
মধুমতি ! তোমায় প্রণমি, প্রিয়তার মধুরূপা তুমি ।
সৌহৃদ্য সুখেতে সুবিমলা, তোমায় প্রণমি শ্রীবিমলা !!
পরম সুহৃদা শ্রীরাধার, পদে বন্দি শ্যামলা তোমায় ।
প্রণয় পালিনি হে পালিকে ! প্রণমি তোমার পদাম্বিকে !
পরম-সুমঙ্গলের সীমা, বন্দি শ্রীমঙ্গলা অনুপমা ।
ধন্যে ! কৃষ্ণপ্রেম সুসম্পদে ! প্রণাম করিয়ে তব পদে ।
কৃষ্ণচন্দ্র-রুচিরে ! তারকে ! প্রণমি তোমার মনোসুখে ।

মঞ্জরীগণের প্রণাম —

তাম্বূলার্পণ পাদমর্দ্দন পয়োদানাভিসারাদিভি —
বৃন্দারণ্য মহেশ্বরীং প্রিয়তয়া যা স্তোষয়ন্তি প্রিয়াঃ ।
প্রাণপ্রেষ্ঠ সখীকুলাদপি কিলাসঙ্কোচিতা ভূমিকাঃ —
কেলিভূমিষু রূপমঞ্জরী মুখা স্তাদাসিকা সংশ্রয়ে ॥ (ক)

শ্রীরাধা-প্রাণতুল্যাঃ মধুররসকথা-চাতুরী চিত্রদক্ষাঃ ।
সেবা সন্তর্পিতেশা স্ব-সুরত বিমুখা রাধিকানন্দচেষ্টাঃ ।
সর্ব্বাঃ সর্ব্বার্থ সিদ্ধাঃ নিজগণ করুণাপূর্ণমাধ্বীক সারা !
নর্ম্মাল্যো রাধিকায়াঃ ময়িকুরুত কৃপাং প্রেমসেবোত্তরাংগা । (খ)

(অনুবাদ ত্রিপদী)

তাম্বূল অর্পণে, পাদ সম্বাহনে, অভিসারে বারিদানে
নানা সেবা-সুখে, যারা শ্রীরাধাকে, তোষেণ প্রিয়তাসনে ।
ললিতাদি হোতে, বিলাস-কুঞ্জেতে, অসঙ্কোচ সেবাপরা
রূপ মঞ্জরিকা, প্রভৃতি দাসিকা, মমগতি নিরন্তরা । (ক)

(চৌপদী)

শ্রীরাধার-প্রাণ সমান তোমরা,-মধুর রসের বচন চতুরা,
চিত্র রচনায় সুনিপুণ-তরা, প্রিয়নর্ম্ম সখীগণ—
সেবিয়া তোষহ, সদা নিজেশায়, তাঁর সুখদানে চেষ্টিতা সদায়,
সুরতাভিলাস মনে নাহি ভায়, সর্ব্বসিদ্ধি নিকেতন॥

(পয়ার)

রাধাশ্যামসুন্দরের প্রেমসেবা, যার পরিণাম-ফলরূপা হয় সুনির্দ্ধার।
সেই কৃপা আমায় করিয়া বিতরণ, নিরন্তর তাঁহাদের করাও সেবন। (খ)

——:(*):——

অথ—শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টকালীয়-ভাবাবেশ-লীলার স্মরণ-সূত্র।

(নিশান্ত লীলা)

প্রগে শ্রীবাসস্য দ্বিজ কুলরবৈ র্নিষ্কুটবরৈঃ
শ্রুতিধ্বানপ্রখ্যৈঃ সপদি গতনিদ্রং পুলকিতং।
হরেঃ পার্শ্বে রাধাস্থিতি মনুভবন্তং নয়নজৈ—
র্জলৈঃ সংসিক্তাঙ্গং বরকণক গৌরং ভজ মনঃ॥ ১॥

শ্রীবাসের কুসুম কাননে। শুয়েছিলা কুসুম শয়নে।
শুনি বিহগের কলধ্বনি। জাগিলেন গোরা গুণমণি।
কৃষ্ণপাশে রাধার শয়ন। স্মরি, নীরে ভাসে শ্রীবদন॥
ভজমন শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা। নিশি শেষে যাহা আচরিলা॥ ১

(প্রাতঃলীলা)

প্রভাতে প্রক্ষাল্য স্ববদন বিধুং কেশব কথাং
গৃহালিন্দে প্রেমাকুলিত হৃদয়ং যঃ প্রিয়জনৈঃ।

ব্রুবন্নান্তে রাধা-রস কলন-ফুল্লো বর তনুঃ
ভজন্নং তং গৌরং নিরবধি মনঃ প্রেমবলিতং ॥ ২ ॥

তথা হোতে নিজালয়ে গিয়ে। রাধা ভাবে রহিলা শুতিয়ে ॥
পরভাতে জাগি রসভরে। শ্রীবদন পাখালিয়া নীরে ॥
বসিলেন সখাগণ সনে। হরি নিশি-রস আলাপনে ॥
ভজমন শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা। পরভাতে যাহা আচরিলা ॥ ২ ॥

(পূর্ব্বাহ্নলীলা)

হরিবনগতিলীলাং ব্যাকুলীভূত গোষ্ঠং
স্মৃতিবিষয়গতং যঃ কারয়ামাস সাক্ষাৎ।
তদনুকরণকারী, ভক্তবৃন্দস্য মধ্যে
তমহমনুভজামি শ্রীল গৌরাঙ্গ-চন্দ্রং ॥ ৩ ॥

স্নানাদিক সমাপন করি। ভাবে ভোর হৈলা গৌরহরি ॥
"শ্রীকৃষ্ণের কাননে গমন। গোপ-গোপী বিয়াকুল মন ॥"
ভাব অভিনয়ে ভক্তমাঝে, গর গর গউর বিরাজে।
ভজমন শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা। পূর্ব্বাহ্নেতে যাহা আচরিলা ॥ ৩ ॥

(মধ্যাহ্নলীলা)

সহালি শ্রীরাধা সহিত হরিলীলাং বহুবিধাং
স্মরন্ মধ্যাহ্নীয়াং পুলকিততনু গদ্‌গদ বচাঃ।
ব্রুবন্ ব্যক্তং তাঞ্চ স্বজনগণ মধ্যেঽনুকুরুতে
শচীসূনুর্যস্তং ভজমম মনস্তুং বত সদা ॥ ৪ ॥

সখীবৃতা শ্রীরাধা সহিত। হরিলীলা মধ্যাহ্ন বিহিত ॥
ভাবভরে স্মরণ, কথন। নিজ জন সহানুকরণ ॥
ভজ মন শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা। মধ্যাহ্নেতে যাহা আচরিলা ॥ ৪ ॥

(অপরাহ্নলীলা)

পরাবৃত্তিং গোষ্ঠে ব্রজনৃপতি সূনো বিপিনতো
মহানন্দাম্ভোধেঃ সপদি জনয়িত্রীং স্বস্হৃদয়ে।
স্মরন্ শ্রীগৌরাঙ্গো নটতি বলতে নিঃশ্বসিতিচ
ক্ষণং মুহ্যন্ সর্ব্বান্ বিবশয়তি যস্তং ভজমন ॥ ৫ ॥

বন হোতে ব্রজেন্দ্র-নন্দন। আসিছেন ঘরেতে আপন ॥
গোপ-গোপী মহা প্রেমভরে। পুলকিত চাঁদ মুখ হেরে ॥
স্মরিয়া গৌরাঙ্গ চাঁদ মোর। শ্রীরাধার ভাবেতে বিভোর ॥
নাচে গায় দীর্ঘশ্বাস বহে। ক্ষণে মূর্চ্ছা বাহ্য নাহি রহে ॥
ভজমন শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা। অপরাহ্নে যাহা আচরিলা ॥ ৫ ॥

(সায়ংলীলা)

সায়ন্তনীং কৃষ্ণমনোজ্ঞলীলাং, স্নানাসনাদ্যাংহি মুহুর্বিচিন্ত্য।
স্বভক্ত মধ্যেঽনুকরোতি নিত্যং তাং যোমনস্ত্বং ভজ গৌরচন্দ্রং ॥৬॥

সায়াহ্নে কৃষ্ণের স্নানাসন। হৃদয়ে করিয়া বিচিন্তন ॥
রাধাবেশে তদনুসরণ। অনুরূপ লীলা প্রকটন ॥
ভজ মন শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা। সায়াহ্নেতে যাহা আচরিলা ॥ ৬ ॥

(প্রদোষলীলা)

সমুৎকণ্ঠাসন্না কলিত হরিবার্ত্তা বত যথা
বিসৃত্যাসৌ রাধাহরিমভিনিকুঞ্জে গতবতী।
তথাত্মানং মত্বা কটি নিহিত পানি র্বিশতি চ
স্খলন্ গচ্ছন্ গৌরো ধৃতবহুল-কম্পাশ্রুপুলকঃ ॥ ৭ ॥

প্রাণেশের সঙ্কেত শুনিয়া। শ্রীরাধার বিয়াকুল হিয়া ॥
নিকুঞ্জাভিসার সখীসনে। সেই ভাব উপজিয়া মনে ॥
অশ্রুকম্পে, পুলকিত চিতে। চলে কর ধরিয়া কটিতে ॥
রসাবেশে স্খলিত গমনে। উপনীত শ্রীবাস-ভবনে ॥
ভজমন শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা। প্রদোষেতে যাহা আচরিলা ॥ ৭ ॥

(নৈশলীলা)

শ্রীশ্রীবাসগৃহে মুদা পরিবৃতো ভক্তৈঃ স্বনামাবলীং—
গায়ন্তি গলদশ্রু কম্প পুলকো গৌরঃ নটিত্বা প্রভুঃ।
পুষ্পারাম গতে সুরত্ন শয়নে জ্যোস্নাযুতায়াং নিশি
বিশ্রান্তঃ স শচীসূতঃ কৃত-ফলাহারো নিষেব্যো মম ॥ ৮ ॥

শ্রীবাস-ভবনে, নিজগণ সনে, কীর্ত্তন নটন বিনোদ লীলা—
ভকত সহিত, অশ্রু পুলকিত, রাসরসে পহু মগন ভেলা।
সমাপি কীর্ত্তন, ফলাদি ভোজন, করি গণসহ কুসুম বনে
করেন শয়ন, গোরা প্রাণধন, ভজ মন তার লীলার গণে ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীভাবনাসারসংগ্রহোদ্ধৃত, ভাবাবিষ্ট শ্রীগৌরচন্দ্রস্য
অষ্ট কালীয় শ্রীলীলাসূত্রঃ শ্রীকৃষ্ণপদ দাসাধম-
কৃত তদনুবাদঞ্চ সংপূর্ণম্।

—————:০:—————

মহাপ্রভুর অষ্টকালীকী—ব্যবহার-লীলার স্মরণ-সূত্র।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভোশ্চরণয়োর্যা কেশ শেষাদিভিঃ—
সেবাগম্যতয়া স্বভক্ত বিহিতা, সান্যৈর্ব্বরা লভ্যতে।
তাং তন্মানসিকীং স্মৃতিং প্রথয়িতুং ভাব্যাং সদা সত্তমৈ
নৌমি প্রাত্যহিকং তদীয়চরিতং শ্রীমন্নবদ্বীপজং ॥ ১ ॥

যে সকল মহাত্মা সেবাসংপ্রাথনাময় শ্রীগৌরলীলা স্মরণাভিলাষী তাঁহারা ভক্তবর শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের সেবাসঙ্কল্পের সিদ্ধিসংপ্রার্থনা পাঠ করিবেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চরণযুগলে, যেই প্রেমসেবা সিদ্ধ স্বভক্ত মণ্ডলে।
ব্রহ্মাশিব শেষাদির যাহা গম্য নয়, সেই সেবা অন্যের সুলভ যাহে হয়।
সাধু শ্রেষ্ঠাচরিত সে মানসী সেবন, সবিস্তারে বলিবার করি আকিঞ্চন।
নবদ্বীপে প্রাত্যহিক গৌরাঙ্গ বিলাস, স্তব করি, চিতে তাহা হউক বিকাশ।

রাত্র্যন্তে শয়নোত্থিতঃ সুরসরিৎ স্নাতো বভৌ যঃ প্রগে,
পূর্ব্বাহ্নে স্বগণৈর্লসত্যুপবনে, তৈর্ভাতি মধ্যাহ্নকে।
যঃ পূর্য্যামপরাহ্নকে নিজগৃহে, সায়ংগৃহেহথাঙ্গনে—
শ্রীবাসস্য, নিশামুখে নিশি বসন্ গৌরঃ স নো রক্ষতু ॥ ২ ॥

রাত্র্যন্তে শয়নত্যজি করেন উত্থান, প্রাতে সুরধনী-নীরে যাইয়া সুস্নান।
পূর্ব্বাহ্নে সগণে উপবনেতে বিলাস, মধ্যাহ্নে তাঁদের সহ উজ্জ্বল প্রকাশ।
অপরাহ্নে পুরেতে করেন বিহরণ, সায়ং-কালেতে নিজগৃহে আগমন।
প্রাদোষেতে ঘরে, শ্রীবাসাঙ্গনেতে পরে, নিশিবাসি গৌর রক্ষা করুণ মোদেরে।

রাত্র্যন্তে পিককুক্কুটাদিনিনদং শ্রুত্বা স্বতল্পোত্থিতঃ,
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়য়া সমং রসকথাং সম্ভাষ্য সন্তোষ্য তাং।
গত্বাঽন্যত্র ধরাসনোপরি বসন্ সদ্‌ভিঃ সুধৌতাননো
যো মাত্রাদিভিরীক্ষিতোঽতি মুদিতস্তং গৌর মধ্যেম্যহং ॥ ৩ ॥

নিশিশেষে পিক কুক্কুটাদির নাদেতে, উত্থিত হইয়া যিনি নিজ শয্যা হোতে।
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায় তোষি রস-সম্ভাষণে, বসেন অন্যত্র গিয়া ধরণী-আসনে।
সেখানে মনের সুখে সব সাধুগণ, ভাল করি ধোয়াইয়া দেন শ্রীবদন।
শচীমাতা আদি আসি হেরেন যাহারে, সেই গোরা চাঁদে আমি স্মরি সুখ ভরে।

প্রাতঃ স্বঃ সরিতি স্বপার্ষদবৃতঃ স্নাত্বা প্রসূনাদিভি-
স্তাং সংপূজ্য গৃহীত চারু বসনঃ স্রক্‌চন্দনালঙ্কৃতঃ।
কৃত্বা বিষ্ণু সমর্চ্চনাদি সগণো ভুক্ত্বান্নমাচম্য চ
দ্বিত্রং চান্যগৃহে ক্ষণং স্বপিতি যস্তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ৪ ॥

প্রাতে সুরনদী-স্নান পার্ষদ সহিত, পুষ্পাদিতে তৎপূজন, যে হয় বিহিত।

চারু বাস সুচন্দন পুষ্পমালা পরি, গৃহস্থিত শ্রীবিষ্ণুর সমর্চ্চন করি।
গণসহ অন্নাদিক করিয়া ভোজন, আচমন অন্তে নিদ্রা দুই তিন ক্ষণ।
যেই প্রভু সতত করেন-অন্তরে, সেই গোরাচাঁদে আমি স্মরি সুখভরে।

পূর্ব্বাহ্নে শয়নোত্থিতঃ সুপয়সা প্রক্ষাল্য বক্ত্রাম্বুজং
ভক্তৈঃ শ্রীহরিনামকীর্ত্তনপরৈঃ সার্দ্ধং স্বয়ং কীর্ত্তয়ন্।
ভক্তানাং ভবনেষ্বপি চ স্বভবনে ক্রীড়ন্নৃণাং বর্দ্ধয়-
ত্যানন্দং পুরবাসিনাং য উরুধা তং গৌরমধ্যেম্যহং॥ ৫ ॥

পূর্ব্বাহ্নে শয়ন ত্যজি বদন কমলে, ক্ষালন করেন যিনি সমুত্তম জলে।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন-পর ভক্ত সহ, আপনি শ্রীকীর্ত্তন করেন প্রতি অহ।
নিজেরও ভকতগণের ঘরে ঘরে, সকল-নরের সুখ দেন ক্রীড়া ক'রে।
প্রচুর আনন্দ দেন পুরবাসীদেরে, সেই গোরাচাঁদে আমি স্মরি সুখ ভরে।

মধ্যাহ্নে সহ তৈঃ স্বপার্ষদগণৈঃ সঙ্কীর্ত্তয়দ্ভির্ভৃশং
সাদ্বৈতেন্দু গদাধর কিল সহ শ্রীলাবধূত-প্রভুঃ
আরামে মৃদুমারুতৈঃ শিশিরিতৈর্ভৃঙ্গৈর্দ্বিজৈর্নাদিতে
স্বং বৃন্দাবিপিনং স্মরন্ ভ্রমতি যস্তং গৌরমধ্যেম্যহং॥ ৬ ॥

মহা সঙ্কীর্ত্তক সেই সব পার্ষদ সহিতে, গদাধর নিত্যানন্দাদ্বৈত চন্দ্র-সাতে।
সুগন্ধ শীতল যাহা মৃদুল পবনে, পক্ষি ভৃঙ্গনিনাদিত সেই উপবনে।
মধ্যাহ্ন বিলাস নিজ বৃন্দাবন স্ম'রে, সেই গোরাচাঁদে আমি স্মরি সুখ ভরে।

যঃ শ্রীমানপরাহ্ণকে সহগণৈঃ স্তৈস্তাদৃশৈঃ প্রেমবাং
স্তাদৃক্ষু স্বয়মপ্যলং ত্রিজগতাং শর্ম্মাণি বিস্তারয়ন্।
আরামাত্তত এতি পৌরজনতা শ্চক্ষূ-চকোরোড়ুপো
মাত্রাদ্বারি মুদেক্ষিতো নিজগৃহং তং গৌরমধ্যেম্যহং॥৭॥

অপরাহ্নে যে শ্রীমান্ সেইরূপ রঙ্গে, সেই সব প্রেমবান্-গণ-সহ রঙ্গে।
সকরুণাবলোকন-বিথার করিয়া, ত্রিজগত জন গণে কুশল দানিয়া।
পুরবাসীদের আঁখি চকোরের শশী, মায়ের-নয়নানন্দ-দেন দ্বারে আসি।
এরূপ ভ্রমণ যার আরামে নগরে, সেই গোরাচাঁদে আমি স্মরি সুখ ভরে।

কেহ মনে করেন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত প্রভুর লীলাবিশেষ স্মরণ পদ্ধতিতে ভুক্ত করণার্থ ইহা বিরচিত হইয়াছে তাহাও আমার মনে হয় না। কারণ তাহা হইলে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া একই শয্যায়-শুইয়া রসালাপের উক্তি থাকিত তথাপি প্রথম সংস্করণে "শুদ্ধ-কৃষ্ণবাদী কৃত" এই একাদশক আমরা দেই নাই কারণ ইহা স্মারসিকী রাগানুগা উপাসনাময় নহে। বিশেষতঃ সুদীর্ঘ নৃত্যগানান্তে কিছু আহার না করিয়া প্রভুর শয়ন, আমাদের বড়ই বুকে লাগে।

—————:(*):—————

অথ শ্রীশ্রীরাধামাধবের অষ্টকালীয়

লীলাস্মরণ সূত্র।

সঙ্কল্প এবং সলালস সেবা প্রার্থনার সহিত স্মরণের উপাদেয় পদ্ধতি যথা—

(পূজ্যপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত সঙ্কল্প কল্পদ্রুমে)

-০:*:০—

বৃন্দাবনেশ্বরি ! বয়োগুণরূপ লীলা—
সৌভাগ্য-কেলি-করুণা জলধেঽবধেহি।
দাসী ভবানি সুখয়ানি সদা সকান্তাং
ত্বামালীভিঃ পরিবৃতা মিদ মেব যাচে ॥ ১ ॥

শুন বৃন্দাবনেশ্বরি !

কিশোর বয়স, লীলাকেলীরস, শ্যাম-সোহাগের ধূরি ॥
রূপ গুণ আদি, করুণার নিধি ! অবধান কর ধনি !
বড় আশা মনে, তোমার চরণে, নিবেদিব কিছু বাণী ॥
কান্ত সুমিলিতা, সখীগণ যুতা, তোমায় সেবন করি
তব দাসী হোয়ে, জুড়াইব হিয়ে, আছি আমি আশা ধরি ॥ ১ ॥

(প্রদোষ লীলা)

শৃঙ্গারয়ানি ভবতী মভিসারয়ানি,
বীক্ষ্যৈব কান্তবদনং পরিবৃত্য যান্তীং।

চারু বাস সুচন্দন পুষ্পমালা পরি, গৃহস্থিত শ্রীবিষ্ণুর সমর্চ্চন করি।
গণসহ অন্নাদিক করিয়া ভোজন, আচমনঅন্তে নিদ্রা দুই তিন ক্ষণ।
যেই প্রভু সতত করেন-অন্তরে, সেই গোরাচাঁদে আমি স্মরি সুখভরে।

পূর্ব্বাহ্নে শয়নোত্থিতঃ সুপয়সা প্রক্ষাল্য বক্ত্রাম্বুজং
ভক্তৈঃ শ্রীহরিনামকীর্ত্তনপরৈঃ সার্দ্ধং স্বয়ং কীর্ত্তয়ন্।
ভক্তানাং ভবনেঽপি চ স্বভবনে ক্রীড়ন্ নৃণাং বর্দ্ধয়-
ত্যানন্দং পুরবাসিনাং য উরুধা তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বাহ্নে শয়ন ত্যজি বদন কমলে, ক্ষালন করেন যিনি সমুত্তম জলে।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন-পর ভক্ত সহ, আপনি শ্রীকীর্ত্তন করেন প্রতি অহ।
নিজেরও ভকতগণের ঘরে ঘরে, সকল-নরের সুখ দেন ক্রীড়া ক'রে।
প্রচুর আনন্দ দেন পুরবাসীদেরে, সেই গোরাচাঁদে আমি স্মরি সুখ ভরে।

মধ্যাহ্নে সহ তৈঃ স্বপার্ষদগণৈঃ সঙ্কীর্ত্তয়দ্ভির্ভৃশং
সাদ্বৈতেন্দু গদাধর কিল সহ শ্রীলাবধূত-প্রভুঃ
আরামে মৃদুমারুতৈঃ শিশিরিতের্ভৃঙ্গৈর্দ্বিজৈর্নাদিতে
স্বং বৃন্দাবিপিনং স্মরন্ ভ্রমতি যস্তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ৬ ॥

মহা সঙ্কীর্ত্তক সেই সব পার্ষদ সহিতে, গদাধর নিত্যানন্দাদ্বৈত চন্দ্র-সাতে।
সুগন্ধ শীতল যাহা মৃদুল পবনে, পক্ষি ভৃঙ্গনিনাদিত সেই উপবনে।
মধ্যাহ্ন বিলাস নিজ বৃন্দাবন স্ম'রে, সেই গোরাচাঁদে আমি স্মরি সুখ ভরে।

যঃ শ্রীমানপরাহ্নকে সহগণৈঃ স্তৈ স্তাদৃশৈঃ প্রেমবাং
স্তাদৃক্ স্বয়মপ্যলং ত্রিজগতাং শর্ম্মাণি বিস্তারয়ন্।
আরামাত্তত এতি পৌরজনতা শ্চক্ষু-চকোরোড়ুপো
মাত্রাদ্বারি মুদেক্ষিতো নিজগৃহং তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥৭॥

অপরাহ্নে যে শ্রীমান্ সেইরূপ রঙ্গে, সেই সব প্রেমবান্-গণ-সহ রঙ্গে।
সকরুণাবলোকন-বিথার করিয়া, ত্রিজগত জন গণে কুশল দানিয়া।
পুরবাসীদের আঁখি চকোরের শশী, মায়ের-নয়নানন্দ-দেন দ্বারে আসি।
এরূপ ভ্রমণ যার আরামে নগরে, সেই গোরাচাঁদে আমি স্মরি সুখ ভরে।

কেহ মনে করেন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত প্রভুর লীলাবিশেষ স্মরণ পদ্ধতিতে ভুক্ত করণার্থ ইহা বিরচিত হইয়াছে তাহাও আমার মনে হয় না। কারণ তাহা হইলে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া একই শয্যায়-শুইয়া রসালাপের উক্তি থাকিত তথাপি প্রথম সংস্করণে "শুদ্ধ-কৃষ্ণবাদী কৃত" এই একাদশক আমরা দেই নাই কারণ ইহা স্মারসিকী রাগানুগা উপাসনাময় নহে। বিশেষতঃ সুদীর্ঘ নৃত্যগানান্তে কিছু আহার না করিয়া প্রভুর শয়ন, আমাদের বড়ই বুকে লাগে।

--:(*):--

অথ শ্রীশ্রীরাধামাধবের অষ্টকালীয়

লীলাস্মরণ সূত্র।

সঙ্কল্প এবং সলালস সেবা প্রার্থনার সহিত স্মরণের

উপাদেয় পদ্ধতি যথা--

(পূজ্যপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত সঙ্কল্প কল্পদ্রুমে)

-০:*:০--

বৃন্দাবনেশ্বরি! বয়োগুণরূপ লীলা--
সৌভাগ্য-কেলি-করুণা জলধেহবধেহি।
দাসী ভবানি সুখয়ানি সদা সকান্তাং
ত্বামালীভিঃ পরিবৃতা মিদ মেব যাচে॥ ১॥

শুন বৃন্দাবনেশ্বরি!

কিশোর বয়স, লীলাকেলীরস, শ্যাম-সোহাগের ধুরি॥
রূপ গুণ আদি, করুণার নিধি! অবধান কর ধনি!
বড় আশা মনে, তোমার চরণে, নিবেদিব কিছু বাণী॥
কান্ত সুমিলিতা, সখীগণ যুতা, তোমায় সেবন করি
তব দাসী হোয়ে, জুড়াইব হিয়ে, আছি আমি আশা ধরি॥ ১॥

(প্রদোষ লীলা)

শৃঙ্গারয়ানি ভবতী মভিসারয়ানি,
বীক্ষ্যৈব কান্তবদনং পরিবৃত্য যান্তীং।

ধৃত্বাঞ্চলেনহরিসন্নিধি মানয়ানি,
সংপ্রাপ্য তর্জ্জন সুধাং হৃষিতা ভবানি ॥ ২ ॥

বেশ বনাইব তব, অভিসার করাইব, শ্যামসনে নিকুঞ্জে মিলাব।
কান্তমুখ হেরি তথা, তুমি হবে পরাবৃতা, আমি তব আঁচলে ধরিব ॥
লইয়া যাইব পুনঃ শ্যাম সন্নিধানে। তর্জ্জন-অমৃতলাভ হবে তব স্থানে ॥২॥

পাদে নিপত্য শিরসানুনয়ানি রুষ্টাং,
তং প্রত্যপাঙ্গ-কলিকামপি চালয়ানি।
তদ্দোর্দ্বয়েন সহসা পরিরম্ভয়ানি,
রোমাঞ্চ কঞ্চুকবতী মবলোকয়ানি ॥ ৩ ॥

তব প্রেম-রোষ হেরি, চরণে মস্তক ধরি, অনুনয় করিয়ে ত্বরায়—
আঁখির ইঙ্গিত দিয়া, নাগরেরে চালাইয়া, আলিঙ্গন করাব তোমায়।
রোমাঞ্চের কঞ্চুক হেরিয়া তব গায়। পরম আনন্দ আমি পাইব গো তায় ॥৩॥

"প্রাণপ্রিয়ে! কুসুম তল্পমলঙ্কুরুস্ব"
মিত্যচ্যুতোক্তি মকরন্দরসং ধয়ানি।
"মাং মুঞ্চ মাধব! সতী" মিতি গদ্‌গদার্দ্ধ,
বাচস্তবেত্য নিকটে হরিমাক্ষিপাণি ॥ ৪ ॥

"কুসুমের সেজ প্রিয়ে! অলঙ্কৃত করসিয়ে" কহিবেন নাগর তোমারে,
"হে মাধব! সতী আমি, ত্যজহ আমায় তুমি" উত্তরিবে তুমি গদস্বরে ॥
সেই মকরন্দ রস করি আস্বাদন। করিব হরিরে আমি প্রণয় ভর্ৎসন ॥৪॥

বামামুদস্য নিজ বক্ষসি তেন রুদ্ধা-
মানন্দ-বাস্প-তিমিতামুহু রুচ্ছলন্তীং।
ব্যস্তালকাং স্খলিত বেণী মবদ্ধনীবীং,
ত্বাংবীক্ষ্য সাধু জনুরেব কৃতার্থয়ানি ॥ ৫ ॥

তব বামতায় হরি, দুকরে হৃদয়ে ধরি, অবরোধ করিলে তোমায় ॥
আনন্দাশ্রুময় আঁখি, উচ্ছলিতা তোমা দেখি, সফল-জনমা হব তায় ॥
অলক-আকুল বেণী খুলিয়া যাইবে। নীবীবন্ধ তব রাধে! শিথিল হইবে ॥

গায়ানি তে গুণগণং তববর্ত্ম গম্যং,
পুষ্পাস্তরৈর্ম্মৃদুলানি সুগন্ধয়ানি ।
সালীততিঃ প্রতিপদং সুমনোহতি বৃষ্টিং,
স্বামিন্যহং প্রতিদিশং তনবানি বাঢ়ং ॥ ১৪ ॥

তবগুণ গান করি, গমনের পথোপরি মৃদুল সুগন্ধ ফুলে দিব আস্তরণ ।
সখীগণ সহ মিলি, সতত কুসুমাবলী, ঠাকুরাণি ! দশ দিকে করিব বর্ষণ ॥১৪॥

প্রেষ্ঠ স্বপানি কৃত কৌসুমহারকাঞ্চী,
কেয়ূরকুণ্ডল কিরীট বিরাজিতাঙ্গীং ।
ত্বাং ভূষয়ানি পুনরাত্ম-কবিত্ব-পুষ্পৈঃ
রাস্বাদয়ানি রসিকালিততিরিমানি ॥ ১৫ ॥

কুসুমের কাঞ্চীহার, কেয়ূর কুণ্ডলে আর, কিরীটে তোমায় সাজাবেন কান্ত তব ।
নেহারিয়া সেই রঙ্গ, আমিও তোমার অঙ্গ, কুতূহলে কবিতা-কুসুমে সাজাইব ॥১৫॥

চন্দ্রাংশুরূপ্য সলিলৈ রবসিক্তরোধ
স্যন্দৎকদম্ব সুরভা বলিগীতকীর্ত্তৌ ।
আরব্ধ রাসরভসাং হরিনাসহত্বাং
ত্বৎপাঠিতৈব বিদুষী কলয়ানি বীণাং ॥ ১৬ ॥

চন্দ্রকর-রৌপ্যজলে, ক্ষালিত পুলিনে মিলে, কদম্ব সৌরভে মাতা মধুকরগণ ।
দোহাকার গুণ যশ, গানে জাগাইবে রস, হরিসহ তহি রাস করিবে রচন ॥
আমি তোমা হ'তে শিখা বৈদগ্ধীর ভরে । বাদন করিব বীণা ধরি নিজ করে ॥১৬

রাসং সমাপ্য দয়িতেনসমং সখীভিঃ
বিশ্রান্তিভাজি নবমালতিকা নিকুঞ্জে ।
তয্যানয়ানি রসবৎ করকাগ্ররম্ভা,
দ্রাক্ষাদিকানিসরসং পরিবেশয়ানি ॥১৭॥

রাস অবসানে, নিয়া সখীগণে, নবমালতিকা-নিকুঞ্জ মাঝে ।
শ্রমাপনোদন, করিবে যখন, লইয়া ললিত নাগর রাজে ॥
কদলী দাড়িম্ব আম, আঙ্গুরাদি অনুপাম, সরস মধুর ফলরাশি ।
সুখে উপস্কার ক'রে, পরম রসের ভরে, ভোজন করাব পরিবেশি ॥১৭॥

তল্পং সরোজদল কিপ্তং মনঙ্গকেলি
পর্য্যাপ্তমাত্মকলয়া রচিতং তুলস্যা।
স্বাং প্রেয়সাসহ রসাদধিশায়য়ানি,
তাম্বূল মাশায়িতু মুল্লস মুল্লসানি ॥১৮॥

তুলসী মঞ্জরী, অতি যত্ন করি, বিবিধ কলায় কমল দলে।
কেলি সুতলপ, রচিবে অনুপ, শুয়াইব তাহে কান্তের কোলে ॥
শুয়াইয়া রসেতে তাম্বূল খাইবারে। মনসুখে উলসিত করিব তোমারে ॥১৮॥

সম্বাহয়ানি চরণাবলকৈঃ স্পৃশানি
জিঘ্রাণি সৌরভ সমূঢ় চমৎক্রিয়াঙ্কিঃ
অঙ্কোর্দ্ধধাম্ন্যরসিজৌ পরিরম্ভয়ানি
চুম্বান্যলক্ষিত মবেক্ষিত সৌকুমার্য্যাঃ ॥ ১৯ ॥

যতন করিয়া, হৃদয়ে ধরিয়া, পদ সম্বাহন করিব তব!
আঁখিতে অলকে, পরশিব সুখে, সৌরভ লইয়া মোহিত হব ॥
অলক্ষিতে চুমি স্তনে করিব ধারণ। সৌকুমার্য্য হেরিয়া করিব আলিঙ্গন ॥ ১৯ ॥

নিশান্ত কালীয়।

অন্তে নিশস্তমুতর প্রস্মৃতালকাল্যা,
তাড়ঙ্ক হারততিগন্ধবহাগ্র মুক্তাঃ।
প্রেষ্ঠস্যতে তবচ সংগ্রথিতা নিভাল্য,
তত্রানয়ানি পরমাপ্ত সখীঃ প্রবোধ্য ॥ ২০ ॥

নিশি অবসানে, বিলাস শয়নে, দোহার গলিত চিকুর ভারে।
কুণ্ডল বেশর, হার মনোহর, জড়িত হইয়া রয়েছে হেরে ॥
মহা প্রিয়তমা সখীগণে জাগাইয়া। চারু-রসালস-শোভা দেখাব আনিয়া ॥ ২০ ॥

তা দর্শয়ানি সুখসিন্ধুষু মজ্জয়ানি,
তাভ্যঃ প্রসাদ মতুলং সহসাপ্নুবানি।
তন্মূপুরাদি-রণিতৈ র্গত সান্দ্র নিদ্রাং,
শয্যোত্থিতাং সচকিতাং ভবতীং ভজানি ॥ ২১ ॥

সুখের সাগরে, ডুবায়া সভারে, অতুল প্রসাদ লভিব আমি।
নূপুরাদি রবে, সচকিতা হবে, জাগিয়া উঠিতে চাহিবে তুমি।
সে সময়ে করি রসে তোমার সেবন। হইবে আমার রাধে! সফল জীবন॥ ২১॥

হে স্বামিনি! প্রিয়সখী ত্রপয়া কুলায়াঃ
কান্তাঙ্গত স্তব বিযোক্তু মপারয়ন্ত্যাঃ।
উদ্ গ্রন্থয়াম্যলক কুণ্ডল মাল্য মুক্তা
গ্রন্থিং বিচক্ষণতয়াঙ্গুলি কৌশলেন॥ ২২॥

হেরি সখী-যূথে, লজ্জায় উঠিতে, গ্রথিত ভূষণে দিবেক বাধা।
অঙ্গুলি কৌশলে, কেশগ্রন্থি খুলে, নিমিষেতে আমি দিব গো তদা॥ ২২॥

নাসাগ্রতঃ শ্রুতি যুগাচ্চ বিয়োজয়ানি,
তদ্ভূষণং মণিসরাংস্তু বিসূত্রয়ানি।
প্রাণার্ব্বুদাদধিক মেব সদাতবৈকং
রোমাপি দেবি! কলয়ানি কৃতাবধানা॥ ২৩॥

খুলিব নোলক, কুণ্ডল শোভক, ছিড়িয়া ফেলিব মুকুতা হার।
কেশের সমান, অর্ব্বুদ পরাণ, ছিড়িব না একগাছিও তার॥ ২৩॥

প্রাতঃকালীয়।

ত্বাং সালী মাত্ম-সদনং নিভৃতং ব্রজন্তীং
ত্যক্ত্বা হরে রনুপথং তদলক্ষিতেত্য।
তং খণ্ডিতা মনুনয়ন্ত মবেক্ষ্য চন্দ্রাং
তদ্বৃত্তমালিততি সংসদি বর্ণয়ানি॥ ২৪॥

গোপন গমনে, সখীগণ সনে, যবে তুমি ধনি! যাইবে ঘরে।
অলক্ষিতে আমি, কৃষ্ণ অনুগামী, হব তাঁর লীলা দেখার তরে॥
খণ্ডিতা দুঃখিনী, চন্দাবলী ধনী তাহারে মিনতি করিবে হরি।
হেরি আমি তায়, সখীর সভায় কহিব সকল বিস্তার করি॥ ২৪॥

প্রক্ষালয়ানি বদনং সলিলৈঃ সুগন্ধৈ
র্দন্তান্ রসালজদলৈস্তব ধাবয়ানি।

নির্ণেজয়ানি রসনাং তনু-হেমপত্র্যা,
সন্দর্শয়ানি মুকুরং নিপুণং প্রমৃজ্য ॥ ২৫ ॥

করি প্রক্ষালন, তোমার বদন, সুরভি সলিল দিয়া।
শ্রীদন্ত ধাবনী, প্রদানিব ধনি! আম্রদলে বিরচিয়া॥
চারু সূক্ষ্মাকার, গঠিত সোনার, রসনা-শোধনী ল'য়ে।
চাঁচিয়া রসনা, পূরাব বাসনা—দরপণ দেখাইয়ে॥ ২৫ ॥

স্নানায় সূক্ষ্ম বসনং পরিধাপয়ানি,
হারাঙ্গদাদ্যপঘনা দবতারয়ানি।
অভ্যঙ্ক্ষয়ান্যরুণ সৌরভ হৃদ্য তৈলে
রুদ্বর্ত্তয়ানি, নবকুঙ্কুম চন্দ্রচূর্ণৈঃ ॥ ২৬ ॥

স্নানীয় বসন, পরাব তখন, হারাদি খুলিব তব।
অরুণ বরণ, পরম মোহন, গন্ধ তৈল মাখাইব॥
নবীন কর্পূর কুঙ্কুমের চূর্ণ গায়। উদ্‌বর্ত্তন করি তৈল তুলিব তাহায়॥

নীরৈর্মহা সুরভিভিঃ স্নপয়ানি গাত্রা
দম্ভাংসি সূক্ষ্মবসনৈ রপসারয়ানি।
কেশান্ জবাদগুরু ধূমকুলেন যত্না
দাশোষয়ানি রভসেন সুগন্ধয়ানি ॥ ২৭ ॥

মহাসুরভিত-নীরে, স্নান করাইয়া পরে, সূক্ষ্ম চীন চেলে জল মুছাইয়া দিব
অচিরে অগুরু ধূমে, তব কেশ নিরুপমে, শুকাইয়া সৌরভিত যতনে করিব॥

বাসো মনোভিরুচিতং পরিধাপয়ানি,
সৌবর্ণকঙ্কতিকয়া চিকুরান্ বিশোধ্য॥
গুম্ফানি বেণী মম্মলৈঃ কুসুমৈ বিচিত্রা
মগ্রেলসচ্চমরিকা মণিজাত ভাতাং ॥ ২৮ ॥

পরিধেয় মনোহর, পরাইয়া তারপর, সুবর্ণের চিরুণীতে আচরি চিকুর॥
বাঁধিয়া বিনোদ বেণী, নানা ফুল সুযোজনী, অগ্রে চামরিকা দিব মণিজ-মধুর॥

চূড়ামণিং শিরসি মৌক্তিকপত্রপাশ্যাং,
ভালে বিচিত্র তিলকং চ মুদারচয্য।

অঙ্‌ক্ত্বাক্ষিণী শ্রুতিযুগং মণি কুণ্ডলাঢ্যং
নাসামলঙ্কৃতবতীং করবানি দেবি! ২৯ ॥

শিরে-স্বর্ণ-শিষ্‌ফুল' পরাব পরমাতুল, ললাটে তিলক বিরচিব চমৎকার।
নয়নে কাজর চারু, শ্রবণে কুণ্ডল বরু, নাসায় মোলক দিব মহা মুকুতার ॥

গণ্ডদ্বয়ে মকরিকে চিবুকে বিলিখ্য
কস্তুরিকেষ্ট পৃষতং কুচয়োশ্চ চিত্রং।
বাহ্বোস্তবাঙ্গদ যুগং মনিবন্ধযুগ্মে,
চূড়া মসার কলিতাঃ কলয়ানি যত্নাৎ ॥ ৩০ ॥

মৃগমদ বিন্দু তব, চিবুক উপরে দিব, পয়োধরে কপোলে আঁকিব মকরিকা।
বাহুতে অঙ্গদ দিব, করে চূড়ী পরাইব, ইন্দ্রনীলমণির সে মোহন চূড়িকা ॥

পাণ্যঙ্গুলীঃ কণকরত্ন ময়োর্ম্মিকাভিঃ
অভ্যর্চ্চয়ানি হৃদয়ং পদকোত্তমেন।
মুক্তোত কঞ্চুলিকয়োরসিজৌ বিচিত্র
মাল্যেন হার নিচয়েন চ কণ্ঠদেশং ॥ ৩১ ॥

মণির অঙ্গুরী দিয়ে, করাঙ্গুলী সাজাইয়ে, পূজিব হৃদয় তব সুচারু পদকে।
মুকুতা খচিত চারু, কাচুলী পরাব বরু, হারে ও মালায় কণ্ঠ সাজাইব সুখে ॥

কাঞ্চ্যা নিতম্বমথ হংসক নূপুরাভ্যাং,
পাদাম্বুজেদলতত্তিং রণদঙ্গুরীয়ৈঃ।
লাক্ষারসেররুণ মপ্যনুরঞ্জয়ানি,
হে দেবি! তত্তলযুগং কৃতপুণ্যপুঞ্জা ॥ ৩২ ॥

কাঞ্চীতে নিতম্ব তব, মনোসাধে বিভূষিব, হংসক নূপুর পদযুগে পরাইব।
রণিত অঙ্গুরী জালে, সাজাইব পদাঙ্গুলে, পুণ্য ফলে পদতলে যাবক রচিব ॥

অঙ্গানি সাহজিক সৌরভয়ন্ত্যথাপি,
দেব্যার্চ্চয়ানি নবকুঙ্কুম চর্চ্চয়ৈব।
লীলাম্বুজং করতলে তব ধারয়ানি,
ত্বাং দর্শয়ানি মণিদর্পণ মর্পয়িত্বা ॥ ৩৩ ॥

সহজ সৌরভময়, দেবি ! তব তনু হয়, তবু আমি চরচিব নবীন কুঙ্কুমে।
লীলাম্বুজ করে দিব, দরপণ দেখাইব, দেখহ কেমন হলো শ্যাম-মনোরমে ॥

সৌন্দর্য্যমদ্ভুতমবেক্ষ্য নিজং স্বকান্ত,
নেত্রালি লোভন মবেত্য বিলোল গাত্রীং।
প্রাণার্ব্বুদেন বিধুবর্ত্তিক দীপকৈশ্চ
নির্ম্মঞ্ছয়ানি নয়নাম্বু নিমজ্জিতাঙ্গী ॥ ৩৪ ॥

কান্তের নয়ন অলি, যে বেশে যাইবে ভুলি, আপনার সেই চারুবেশ নিরখিয়া।
চঞ্চল হইবে তুমি, তোমা নির্ম্মঞ্ছিব আমি, কর্পূর বর্ত্তিকা সহ প্রাণার্ব্বুদ দিয়া ॥

(রন্ধন-যাত্রা)

গোষ্ঠেশ্বরী প্রহিতয়া সহকুন্দবল্ল্যা,
প্রাভাতিক প্রিয়তমাশন সাধনায়।
যান্তীং সমং প্রিয় সখীভি রনুপ্রয়ানি.
তাম্বূল সম্পুটমণিব্যজনাদি পানিঃ ॥ ৩৫ ॥

তবে কুন্দলতিকায়, পাঠালে যশোদা মায়, প্রাণেশের প্রাতরাশ রন্ধনের তরে।
যাবে তুমি নন্দালয়ে, প্রিয়সখীগণ সঙ্গে, আমি পাছে যাব বীটি-বীজনাদি করে ॥

গোষ্ঠেশ্বরী সদন মেত্য পদে প্রণম্য
তস্যাস্তদাশু ভবিকাংত্রপয়াবৃতাঙ্গীং।
ঘ্রাতাং তয়া শিরসি তন্নয়নাম্বুসিক্তাং
ত্বাং বীক্ষ্যতামহমপি প্রণমামি ভক্ত্যা ॥ ৩৬ ॥

গোষ্ঠেশ্বরী-ঘরে গিয়ে. তাঁর পদে প্রণমিয়ে, সুমঙ্গলা তুমি লাজে হবে বিজড়িতা।
তব শিরঘ্রাণ করি, রাণী আঁখিনীরে ভরি, আশীষিবা আমিও হইব সুপ্রণত ॥

মূর্ত্তং তপোসি বৃষভানুকুলস্যভাগ্যং.
গেহস্য মেহসি তনয়স্য চ মে বরাঙ্গি !
নৈরুজ্য দাস্যমৃতপানি রভূর্বরেণ,
দুর্ব্বাসসো যদিতি তদ্বচসা হসানি ॥ ৩৭ ॥

"বরাঙ্গি ! হে শ্রীরাধিকে ! বৃষভানু-কুলাধিকে ! পিতৃকুলে মূর্ত্তিমতি তপস্যা রূপিণী !
ভাগ্যরূপা মমগেহে, মম তনয়ের দেহে, তুমি মাগো পরম নৈরুজ্য বিধায়িনী ॥
দুর্ব্বাসার বরে সুধাহস্ত যে রন্ধনে" বলিবেন রাণী, আমি হাসিব গোপনে ॥ ৩৭

স্নাতানুলিপ্ত-বপুষো দয়িতস্য তস্য,
তাৎকালিকে মধুরিমন্যতি লোলিতাক্ষীং
স্বামিন্যবেত্য ভবতীং ক্বচনপ্রদেশে,
তত্রৈব কেন চ মিষেণ সমানয়ানি ॥ ৩৮ ॥

স্নানানুলেপন পর, কৃষ্ণবেশ মনোহর, হেরিবারে জানি তব চঞ্চল নয়ন।
কোন ছলে নিরজনে, দরশন যোগ্য স্থানে আনি, তাঁরে নিমিষে করাব দরশন ॥

প্রক্ষালয়ানি চরণৌ ভবদঙ্গতঃ স্রগ্
মাল্যাদি পাকরচনানুপযোগী যত্তৎ।
উত্তারয়ানি তদিদং তু তবাস্তিতিস্বদ্
বাচোল্লসানি বিকসন্মধু মাধবীব ॥ ৩৯ ॥

ধোয়াইয়া শ্রীচরণ, করিব গো উত্তারণ, পাকের অনুপযোগী মাল্যাদি তোমার।
সে সব আনন্দ ভরে, পুরস্কার দিবে মোরে, ফুল্ল-মাধবীর দশা ঘটিবে আমার ॥

(রন্ধন)

পঙ্ক্ত্যাস্থিতাং মধুর পায়স শাকসূপ,
ভাজি প্রভৃত্যমৃতনিন্দি চতুর্বিধান্নং।
ত্বাং লোকয়ানি নননেতি মুহুর্ব্বদন্তীং,
গোষ্ঠেশয়াপি পরিবেষয়িতুং নিদিষ্টাং ॥ ৪০

রন্ধনের অবসানে, রাণী হরষিত মনে, সুধাস্বাদ শাক-সূপ-ভাজি পায়সাদি।
নিদেশিলে পরিবেশে, তুমি ভঙ্গ্যে লাজ বশে, না না না বলিবে হেরি হইব উন্মাদি ॥

তৃপ্ত্যুত্থিতাং প্রিয়তমাঙ্গ রুচিং ধয়ন্ত্যা
বাতায়নার্পিতদৃশঃ সহসোল্লসন্ত্যাঃ।
আনন্দজ দ্যুতিতরঙ্গভরে মনোজ,
মঞ্জুকুন্তে তবমনো মম মজ্জয়ানি ॥ ৪১

তব পক্ক অন্নাহারে, তৃপ্ত প্রিয়তমে হেরে, বাতায়নে আঁখি দিয়া সে মাধুরী পিয়া।
সহসা সু-উলসিতা, স্মরোদয়ে দ্যুতি যুতা, তোমা হেরি আনন্দে ভরিবে মোর হিয়া ॥

(ভোজন)

"রাধে ! তবৈব গৃহমেতদহং চ জাতে !
সূনোঃ শুভে কিমপরাং ভবতীমবৈমি ।
তদ্ভুঙ্ক্ষ সম্মুখ" মিতি ব্রজপা-গিরাত্বৎ,
বক্ত্রে স্মিতং স্বহৃদয়ং রসয়ানি নিত্যং ॥ ৪২

"বাছা ! এতোমার ঘর, আমিও মা হই তোর, মম পুত্র হ'তে শুভে ! তুই কিগো পর ?
আমার সমুখে খাই, খাও কোনো লাজ নাই," রাণী কহিবেন বাণী করিয়া আদর ॥
শুনি স্মিতমুখে তুমি কিছু না বলিবে, তাহাতে আমার প্রাণ আনন্দে ভরিবে ॥

(পূর্ব্বাহ্ন কালীয়)

যান্তং বনায় সখিভিঃ সমমাত্মকান্তং !
পিত্রাদিভিঃ সরুদিতৈরনুগম্যমানং ।
বীক্ষ্যাপ্ত গৌরব গেহাং দিননাথ পূজা
ব্যাজেন লব্ধ গহনাং ভবতিং ভজানি ॥ ৪৩

তবে সখাগণ সনে, কৃষ্ণ চলিবেন বনে, সরোদনে পিত্রাদিক চলিবা পশ্চাতে ।
হেরি গুরু গৃহে গিয়া, বিবিধ সম্ভার লিয়া, সূর্য্য-পূজা ছলে তোমা নিব কাননেতে ॥

(মধ্যাহ্ন-ফুলচুরি)

কান্তং বিলোক্য কুসুমাবচয়ে প্রবৃত্তা
মাদায় পত্র পুটিকা মনুযাম্যহং ত্বাং
কাতস্করীয় মিতি তদ্‌বচসা নকাপী
ত্যুক্ত্যা সহার্পিতদৃশং ভবতীং স্মরাণি ॥ ৪৪

(নিজ কুণ্ডতীরে গিয়া) প্রাণনাথে বিলোকিয়া, ভাবাবেশে যাবে তুমি কুসুম চয়নে
পাতার পুটিকা ল'য়ে, আমি অনুগামী হ'য়ে, পরম আনন্দ ভরে যাব তব সনে ॥
"ফুল চৌরি কেরে ?" পুছিবেন কৃষ্ণ আসি, "কেহ নয়" উত্তর করিবে তুমি হাসি ।
এই উত্তরের সহ কৃষ্ণার্পিত আঁখি । স্মরিয়া স্মরিয়া তব আমি হব সুখী ॥ ৪৪

পুষ্পানি দর্শয় কিয়ন্তি হৃতানি চৌরী—
ত্যুক্তৈব পুষ্পপুটিকামপি গোপয়ানি ।

তদ্বীক্ষ্য হস্তমমকক্ষতলে ক্ষিপন্তং—
পাণিং বলাত্ত্বমভিমৃশ্যভবানিদূনা ॥ ৪৫

"দেখি কত ফুল চুরি, করেছ সুমন-হারি," কহিবেন হরি, আমি পুটিকা লুকাব।
কৃষ্ণ তাহা হেরি বলে, মোর দুই কক্ষতলে, হস্তার্পণ কৈলে আমি ব্যথা প্রকাশিব ॥

রক্ষাত্ত দেবি! কৃপয়া নিজদাসিকাং মা
মিত্যুচ্চকাতর গিরা শরণং ব্রজানি।
কিং ধূর্ত্ত! দুঃখয়সি মজ্জন মিত্যমুষ্য
বাহুং করেণ তুদতীং ভবতীং শ্রয়ানি ॥ ৪৬

"রক্ষা কর দেবি মোরে" বলি আমি উচ্চৈঃস্বরে, তোমারে কাতরে ডাকি লইব শরণ।
"কেন ধূর্ত্ত! অকারণে দুঃখ দেও মোর জনে?" বলি তুমি কৃষ্ণকর করিবে পীড়ন ॥

ত্যক্তে্বমাং ভবতুরঃ কবচং বিখণ্ড্য
প্রাপ্তাংস্রজং তবগলাৎ স্বগলে নিধায়।
পুষ্পানি চৌরি! মম কিং তবকণ্ঠহেতো
স্তৎকণ্ঠমেব সুভৃশং পরিপীড়য়ানি ॥ ৪৭

আমাকে ছাড়িয়া কৃষ্ণ, (কন্দর্প রসেতে তৃষ্ণ) সবলে কাচুলী ছিঁড়ি, তোমার গলার-
ফুলমালা নিজগলে, পরিবেন কুতূহলে, কহিবেন "সব মালা ফুলের আমার ॥
তবকণ্ঠ-মালার লাগিয়া ফুল চুরি? দণ্ড দিব এইকণ্ঠ নিপীড়ন করি"।

রাজাস্তি কন্দরতলে চল তত্র ধূর্ত্তে!
তস্মাত্তয়ৈব সহসা চ বিবস্ত্রয়িষ্যে।
তাং বিক্ষ্যন্নষ্যতি সচেন্নিজ দিব্য মুক্তা
মালাং প্রদাস্যতি ললাটতটে মদীয়ে ॥ ৪৮

পর্ব্বত কন্দরে রাজা-কন্দর্পের বাস। চল ধূর্ত্তে? লইয়া যাইব তাঁর পাশ।
বিবসনা সহসা করিব তদাদেশে। কত পুরস্কার পাব রাজার হরষে ॥
দিব্য মুক্তা-মালা ললাটেতে পাবো মোর * (ছাড়িতে শকতি নাই ধরিয়াছি চোর)।

---

* রতিকেলি জনিত ঘর্ম্ম বিন্দুই দিব্য মুক্তামালা। তাহাই ললাটে ধারণের ভঙ্গীময় কথা।

দোষো ন তে ব্রজপতেস্তনয়োসি তস্য
দুষ্টস্য যন্নরপতে খলু সেবকোঽভূঃ ।
তদ্‌বুদ্ধিরীদৃগভবন্মম চাত্র সাধ্ব্যা
ভালে কিমেতদভবল্লিখিতং বিধাত্রা ॥ ৪৯

তুমি যেন বিপদে পড়িয়া, কহিবে হরিকে নিরখিয়া ।
"হায়রে কি মহালাজ, ব্রজেন্দ্র নন্দন আজ, দুষ্ট-ভূপতির-চাকুরিয়া ?"
তাতেই বিরুদ্ধ ব্যবহার, কিছু দোষ নাহিক তোমার ।
"সতী কুলবতী মোর—ললাটে বিধাতা ! তোর, এই কিরে লিখন বিচার ?"

ইত্যাদি বাঙ্ময়সুধামহহ শ্রুতিভ্যাং
স্বাভ্যাং ধয়ান্যুদরপূরমথেক্ষণাভ্যাং ।
রূপামৃতংতব সকান্ত তয়া বিলাস
সীধুঞ্চদেব বিতরাণ্যথ মাদয়ানি ॥ ৫০

এইরূপ রসময় বচন-অমিয়া । পরম আনন্দে নিজ কর্ণপুটে পিয়া ॥
কান্তের সহিত তব, বিলাস-অমৃতাসব, পিয়াইব নয়ন যুগলে আমোদিয়া ।

(দোলা খেলা)

প্রেষ্ঠে সরস্যভিনবাং কুসুমৈর্বিচিত্রাং
হিন্দোলিকাং প্রিয়তমেন সহাধিরূঢ়াং ।
ত্বাং দোলয়ান্যথকিরানি পরাগরাজি
গায়ানি চারু-মহতী মপিবাদয়ানি ॥ ৫১ ॥

প্রিয়-সরসীর তীরে, কান্ত সনে রসভরে, কুসুমে শোভিত নব বিচিত্র হিন্দোলে ।
সখী মিলি দোলাইব, গাবো বীণা বাজাইব, পরাগের রাশি উড়াইব কুতূহলে ॥

বৃন্দাবনে সুরমহীরুহ যোগপীঠ—
সিংহাসনে স্বরমণেন বিরাজমানাং ।
পাদ্যার্ঘ ধূপ বিধুদীপ চতুর্বিবধান্ন
স্রগ্‌ভূষণাদিভিরহং পরিপূজয়ানি ॥ ৫২ ॥

সুরমহীরুহ তটে, বৃন্দাবনে যোগপীঠে, স্বরমণসহ সিংহাসনে বসাইয়া ।
পাদ্য-অর্ঘ-দীপমালে, ধূপে ও ভূষণ জালে, পূজিব—পানীয় লেহ্যচর্ব্বচুষ্য দিয়া ॥

(ফাগুখেলা)

গোবর্দ্ধনে মধুবনেষু মধূৎসবেন
বিদ্রাবিতাত্রপ সখী-শত বাহিনীকাং।
পিষ্টাত যুদ্ধ মনুকান্ত জয়ায় যান্তীং
ত্বাং গ্রাহয়ানি নবজাতুষ কূপিকালিঃ॥ ৫৩॥

গিরিরাজ গোবর্দ্ধনে, বসন্ত-কেলির বনে, বিদূরিত-লাজ সখী শত সঙ্গে করি।
পরাগ সমরে যবে, কান্ত জয়ে মত্ত হবে, যোগাইব জাতুষ কূপিকা মনোহারী॥

অগ্রেস্থিতোঽস্মি তব নিশ্চল এব বক্ষ
উদ্‌ঘাট্য কন্দুক-চয়ং ক্ষিপচেদ্‌বলিষ্ঠা॥
উদ্‌ঘাট্য কঞ্চুকমুরঃ কিলদর্শয়ন্তী
তস্থাপি তিষ্ঠ যদি তে হৃদি বীরতাস্তি॥ ৫৪॥

বুক ফুলাইয়া হরি, দাড়াইয়া আগুসরি, কহিবেন,—"ক্ষেপহ কন্দুক, যত পারো
নিশ্চল রহিব আমি, বীর যদি হও তুমি, কাঁচুলি-খুলিয়া দেখি এইরূপ কর॥"

যৎকথ্যসে তদয়মেব তব স্বভাবো
যৎপূর্ব্বজন্মনি ভবানজিতঃ কিলাসীৎ।
মিথ্যৈবতৎযদিহভোঃ কতিশোজিতোঽভু
ন্মৎকিঙ্করীভিরপিতদ্‌বিগত ত্রপোঽসি॥ ৫৫॥

"বাক্যবীর! গর্ব্বের পণ্ডিত! এ তোমার স্বভাব উচিত!!"
আমার কিঙ্করী চয়, কতবার পরাজয়—করেছে তোমায় তবু লজ্জা লেশ নাই?
অলীক অজিত নামে বাড়াও বড়াই॥

ইত্যেবমুৎপুলকিনী কলয়ানি বাচঃ
সিঞ্জান কঙ্কণ ঝণৎকৃত ডুন্দুভীকং
যুদ্ধং মুখামুখি-রদারদি-চারুবাহু-
বাহুব্যমন্দ-নখরানখরি স্তবানি॥ ৫৬॥

তোমার উত্তর শুনি, হব আমি পুলকিনী, শুনিব কঙ্কণ-দুন্দুভির ধ্বনিগণ।
হাতাহাতি নখানখি, রদারদি মুখামুখি, মহান্ সমর হেরি করিব স্তবন॥

(মধুপান)

কস্যাঞ্চিদদ্রিনৃপ দিব্যতুপত্যকায়াং
স্বপ্রেয়সি ত্বয়ি সখীশত বেষ্টিতায়াং।
বিশ্রান্তিভাজি বনদেবতয়োপনিতা-
নীষ্টানি সীধুচষকানি পুরোদধানি ॥ ৫৭ ॥

শ্রীগিরিরাজের দিব্য উপত্যকা মাঝে। সখীশত-সহ লয়ে শ্রীনাগররাজে।
বিশ্রাম করিবে তুমি, সময় জানিয়া আমি, বৃন্দার আনীত মধুচষক নির্ম্মল—
তব অগ্রে উপনীত করিব সকল ॥ ৫৭ ॥

হা কিং কিকিং ধ-ধরণী ঘুঘু ঘুর্ণতীয়ং
ধাধা ধধাবতি ভয়াৎ বিবি বৃক্ষপুঞ্জঃ।
ভীভীভী-ভীরুরহমত্রকথং জীজীবা
ন্যেবংলগিষ্যসি যদা দয়িতস্য কণ্ঠে ॥ ৫৮ ॥

তবে মধুপানে তুমি মাতিয়া যাইবে, নানামত স্খলিত বচন উচ্চারিবে ॥
"ধ-ধরণী হাহাহাকি,—ঘুঘুরিছে? একি একি ভভ-ভয়ে ধাধাধা-ধাইছে তরুগণ ॥
ভীভীভীরু আমি হায়, জিজিজীব কি উপায়" এতবলি কৃষ্ণকণ্ঠ করিবে ধারণ ॥

ত্বৎস্বামিনী প্রলপতীয়মিমাং গদেন
হীনাং করোমি কলয়াত্র নিরেহি নেতঃ।
ইত্যুক্তি সীধু-রসতর্পিত হৃত্তদৈব
নিষ্ক্রম্য জালবিততৌ বিদধানি নেত্রে ॥ ৫৯ ॥

"প্রলপিণী-তোর স্বামিনীরে,-এই আমি নীরোগ করিবে! ॥
দেখ রহি এইখানে," মোরে কহি তব সনে—রসকেলী রসিয়া করিবে আরম্ভণ।
দোঁহু বাগামৃত পিয়ে, আমি বাহিরেতে গিয়ে, লতাজাল ছিদ্রে লীলা করিব দর্শন ॥

(জলকেলি)

ঘোনাক্ষি কর্ণ বদনে জলসেকতত্যা
কৃষ্ণস্তয়াজিত ইতঃ সহসা নিমজ্জ্য।
গ্রাহো ভবন্ স খলু যৎ কুরুতেস্ম তত্তৎ
ক্ষেদান্যহং তব মুখাম্বুজমেব বীক্ষ্য ॥ ৬০ ॥

(তব সরসীতে সবে মিলি, রসে আরম্ভিবে জলকেলী ॥)
নাসাকর্ণ নেত্রমুখে, তব-তীব্র জলসেকে, হারি হরি সলিলে হইয়া নিমগণ।
—কামের কুম্ভীর লীলা করিবে রচন, তব মুখ হেরিয়া বুঝিব লীলাগণ ॥

অভ্যঞ্জয়ানি সসখী দয়িতাং সহালি
স্ত্বাং স্নাপয়ানি বসনাভরণৈ র্বিচিত্রং।
শৃঙ্গারয়ানি মণিমন্দিরপুষ্পতল্পে
সংভোজয়ানি করকাদ্যথ শায়য়ানি ॥ ৬১ ॥

কৃষ্ণের সহিত সযতনে, তোমায় তোমার সখীগণে।—
—সেবাপরাদলে মিলে, সিনাইব কুতূহলে, সমুচিত বসন ভূষণে সাজাইব।
দাড়িম্ব আঙ্গুর আদি, ভুঞ্জাইব সুধাস্বাদি, শ্রীমণি-মন্দিরে ফুল সেযে শুয়াইব ॥

(লুকোলুকি)

বানীর-কুঞ্জ ইহ তিষ্ঠতি কৃষ্ণ ! দেবী
নিহ্নুত্য মৃগ্যসিকথং তদিতঃ পরত্র ॥
সত্যামিমাং মমগিরং তমবিশ্বসন্তং
যান্তং প্রদর্শ্যভবতীমতি হর্ষয়ানি। ৬২ ॥

(ক্ষণপরে তুমি আচম্বিতে, লুকাইবে বাণীর কুঞ্জেতে)
অম্বেষি আকুল হরি, হইলে ভঙ্গিমা করি, কহিব "বাণীর কুঞ্জে লুকাইলা রাই।
পরিহাস মানি কথা, হরি না যাবেন তথা, হাসাব তোমায় রসে দেখাইয়া তাই ॥

স্বামিন্যমুত্র হরিরস্তি কদম্বকুঞ্জে
নিহ্নুত্য মৃগ্যসি কথং তদিতঃ পরত্র।
সত্যামিমাং মমগিরং খলু বিশ্বসত্যাঃ
পানৌ জয়ং তব নয়ানি তমাপ্তবত্যাঃ ॥ ৬৩ ॥

(তবে কদম্বের কুঞ্জে হরি, লুকাবেন গরব আচরি।)
তুমি তাঁরে অন্বেষিবে। আমি বলে দিলে তবে, বাহির করিবে সবে হাসিবে উল্লাসে
তুমি জয়ী হবে মোর বচন বিশ্বাসে ॥

(পাশাখেলা)

রাধে ! জিতাচ জয়িনী চ পণং ন দাতু
মাদাতুমপ্যহহ চুম্বনমীশিষেত্বং।

নাশ্লেষ চুম্বনমধুরাধর পানতোঽন্যং
দ্যূতেগ্লহং রসবিদঃ প্রবরং বদন্তি ॥ ৬৪ ॥
(পাশা খেলা নাগর সহিতে। হইবে তোমার রস-রীতে)
চুম্বনালিঙ্গন পণ, সম্প্রদান বা গ্রহণ, হারিয়া জিনিয়া তুমি লবে না, দিবে না।
কান্ত কহিবেন "কেন, তব আচরণ হেন? দ্যূতে রসিকের-রীতি অন্যথা হবে না" ॥
গোবর্দ্ধনেঽত্র মম কাপি সখী পুলিন্দ-
কন্যাস্তি ভৃঙ্গ্যতিতরাং নিপুণে দৃশেঽর্থে।
মদ্গ্রাহ্যদেয় পণবস্তুনি মন্নিযুক্তা
সা তে গৃহীষ্যতি চ দাস্যতি চোপগূহং ॥ ৬৫ ॥
(তবে তুমি কহিবে হাসিয়া; নিব দিব প্রতিনিধি দিয়া)
শুনহে নাগর রঙ্গি! পুলিন্দতনয়া ভৃঙ্গী, তোমার-বাঞ্ছিত-কাযে বড় সুনিপুণা।
সে আমার সখী হয়, গোবর্দ্ধনে নিবসয়, সবপণ নিবে-দিবে রাখহ গণনা ॥
উক্তেত্থমাত্মদয়িতং প্রতিবক্ষসে মাং
যাহীত্যথোৎপুলকিনী দ্রুতপাদপাতা।
তামানয়ান্যুপমুকুন্দ মথাসয়ানি
তং লজ্জয়ানি সুমুখীরতি হাসয়ানি ॥ ৬৬ ॥
এত বলি আদেশিবা মোরে, এখনি আনিতে যাও তারে।
আমি পুলকিনী হয়ে, দ্রুতপদে তারে নিয়ে, আসিয়া বসাব তবেঙ্গিতে কৃষ্ণপাশে।
মুকুন্দে সরম দিয়া, সখীগণে হাসাইয়া, ভাসাব তোমায় দেবি পরিহাস রসে ॥
স্বীয়া কিল ব্রজপুরে মুরলী তবৈকা
প্রাভূন্নতামপি ভবানবিতুং সভার্য্যাং।
সা লম্পটাপি ভবতোঽধরসীধুসিক্তা
প্যন্যং পুমাংসমিহ মৃগ্যতি চিত্র মেতৎ ॥ ৬৭ ॥
তবে পূর্ব্ব-পণ পরিহরি, মুরলী ও হার পণ ধরি—
পুনরায় খেলাইবে, তাহাতে বাঁশীটি যাবে, সখীগণ হাসি কহিবেন একি হলো!
একা মুরলিকা হরি, তোমার স্বকীয়া নারী, তারেও রাখিতে নার? হায় সেও গেল!
—কি বিচিত্র! তবাধরামৃত-পান করি। অন্যে অন্বেষণ করে এ লম্পটা নারী?

বংশীং সতীং গুণবতীং সুভগাং দ্বিযত্যো-
হসাধ্ব্যো ভবত্য ইহ তৎ সমতামলব্ধাঃ।
তাং কাপি বন্ধমনয়ং স্তদহং ভুজাভ্যাং,
বদ্ধৈব বঃ শিখরিগহ্বরগাঃ করোমি ॥ ৬৮ ॥

পরিহাসে রুষি যেন হরি, প্রকাশিবা বচন চাতুরী।
সুভগা বংশীকা সতী, লোকাতীত গুণবতী, তোমরা তাহার সমা হইতে না পারি
হিংসায় আকুলা হয়ে, অবরোধ করি তাহে, রাখিয়াছ বুঝিলাম সুগোপন করি ॥
অতএব আমি ভুজে বাঁধি তোমাদেরে, লইয়া যাইব এই পর্ব্বত কন্দরে ॥

(বংশীহরণ)

ইত্যাগতং হরিমবেক্ষ্যরহস্তদীয়
কক্ষাদহং মুরলিকাং সহসা গৃহীত্বা।
তাং গোপয়ানি তদলক্ষিতমাত্তচিত্র
পুষ্পেষু সঙ্গররসাং কলয়ানি চ ত্বাং ॥ ৬৯ ॥

এত কহি তব কাছে হরি। সমাগত দরশন করি ॥
আমি তব কক্ষ হ'তে, মুরলিকা অলক্ষিতে, সহসা লইয়া গিয়া করিব গোপন
বংশী লইবার ছলে, অঙ্গ-পরশের বেলে, কান্ত সহ তোমার হেরিব স্মর-রণ ॥

(সূর্য্যপূজা)

ব্রহ্মন্নিমামনুগৃহান ভবন্তমেব
ভাস্বন্তমর্চ্চয়িতুমিচ্ছতি মে স্নুষেয়ং।
ইত্যার্য্যয়া প্রণমিতাং ধৃতবিপ্রবেশে
কৃষ্ণেঽর্পিতাং চ ভবতীং স্মিতভাগ্ ভজানি ॥ ৭০ ॥

(জানি জটিলার আগমন) সূর্য্যার্চ্চনে তোমার গমন ॥
পুরোহিত বেশধরি, তথায় যাবেন হরি, প্রণমি জটিলা বলিবেন "হে ব্রাহ্মণ!
পৌরহিত্য অঙ্গীকারে, এ আমার বধূটীরে, আপনি করিয়ে দিন সূর্য্যের পূজন" ॥
—এতবলি তোমায় দিবেন কৃষ্ণ করে, অপরূপ সেরঙ্গ হেরিব স্মিতাধরে ॥

(অপরাহ্ন)

যান্তীং গৃহং স্বগুরু নিম্নতয়াতিলৌল্যাৎ
কান্তাবলোকনকৃতেমিষমামৃশন্তীং।
দূরেঽনুযানি যদতোঽনুবিবর্ত্তিতাস্য
মেহীতিবক্ষ্যসি তদাস্যরুচো ধয়ন্তী ॥ ৭১ ॥

রসের সে পূজা অবসানে। ঘরে যেতে শাশুড়ীর সনে॥
কান্ত মুখ নিরখিতে, লালসা-আকুল চিতে, উপায় চিন্তন পরা হেরিয়া তোমারে।
পাছে দূরে রব আমি; মোরে ডাকি ডাকি তুমি কৃষ্ণমুখামৃতরুচি পিবে ফিরে ফিরে।

(বিরহচেষ্টা)

গেহাগতাং বিরহিণীং নবপুষ্পতল্পে
ত্বাং শায়য়ানি পরতঃ কিলমূর্ম্মুরাভাং।
তস্মাৎ পরত্রশয়নং বিসপুঞ্জক৯প্ত
মধ্যাশয়ানি বিধুচন্দনপঙ্কলিপ্তাং ॥ ৭২ ॥

নিজবাসে গিয়া, বিরহে জরিয়া, আকুল হইবে তুমি।
শোয়াব তোমায়, ফুলের শয্যায়, যতনে তুলিয়া আমি॥
তব-তনুতাপে, কুসুম-কলাপে, করিবে মুর্ম্মুর প্রায়।
নিব গো তখন, কর্পূর চন্দন, মৃণালের বিছানায়॥

আকর্ণ্য চন্দনকলা-কথিতং ব্রজেশা-
সন্দেশমুৎসুকমতেঃ সহসা সহাল্যাঃ।
সায়ন্তনাশনকৃতে দয়িতস্য নব্য—
কর্পূরকেলি-বটকাদি বিনির্ম্মিতৌ তে ॥ ৭৩ ॥

শ্রীচন্দনকলা হেমকালে আসি. যশোদামায়ের নিদেশ প্রকাশি, অভিলাষ জানাইবে
"ঘরে শ্রীকৃষ্ণের হ'লে আগমন, করিবেন যাহা সায়াহ্ন ভোজন নিরমিয়া দিতে হবে"
অমনি উৎকণ্ঠা তব জাগিবে অন্তরে। বটক-কর্পূরকেলি আদি করিবারে॥

(বটকাদিপাক)

লিম্পানি চুল্লিমথ তত্র কটাহমচ্ছ
মারোহয়ানি দহনং রচয়ানি দীপ্তং।

নীরাজ্য খণ্ডকদলী মরিচেন্দুসীরি
গোধূমচূর্ণমুখ বস্তু সমানয়ানি ॥ ৭৪ ॥

চুল্লী বিলোপন করি কটাহ স্থাপন, জলঘৃতকলা নারিকেল আহরণ। —
খণ্ডসুমধুর, মরিচ কর্পূর, গোধূমের-চুর্ণ আনি—
তখনি দহন, করি প্রজ্জ্বালন, তোমায় জানাব বাণী ॥

অত্যদ্ভুতং মলয়জ দ্রব সেকতত্যা
বৃদ্ধিং জগাম যদিদং বিরহানলৌজঃ।
কর্পূরকেলি বটকাবলি সাধকাগ্নি
জ্বালেন স্বস্তিমনয়ত্তদিতি ব্রুবাণি ॥ ৭৫ ॥

"যে বিরহানল, না হোয়ে শীতল, চন্দনাদি দানে দ্বিগুণ জ্বলে।
অপরূপ আহা, নিবাইল তাহা, বটক সাধক-প্রবলানলে ॥"
এত কহি তব সেবানন্দ নিরখিয়া। পরিহাস রসে জুড়াইব মোর হিয়া ॥

(উত্তরগোষ্ঠ)

ধূলির্গবাং দিশমরুন্ধ হরেঃ সহাম্বা
রাবেত্থ্যদন্তমতুলং মধুপায়য়ানি।
তৎপান সম্মদ নিরস্ত সমস্ত কৃত্যাং
ত্বামুত্থিতাং সহগণামভিসারয়াণি ॥ ৭৬ ॥

"হম্বারবে কৃষ্ণের গোগণ —
উড়াইয়া ধূলি রাশি, আবরিয়া দশদিশি, কৃষ্ণসহ ব্রজে করিতেছে আগমন।"
এই সুসন্দেশ মধু তোমায় পিয়ায়ে।
করি রসে উনমদা, সব ভুলাইয়া তদা, নিব কৃষ্ণ অভিসারে — গণসমবায়ে ॥

তৎ কৃষ্ণবর্ত্ম নিকটস্থল মানয়ানি
নির্ব্বাপয়ানি বিরহানল মুন্নতং তে।
"আয়াত এষ" ইতি বল্লী-নিগূঢ়গাত্রী
মাকৃষ্য মহ্যমহহেশ্বরি কোপয়ানি ॥৭৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের আগমন পথে। তোমা নিয়ে যাইব ত্বরিতে ॥
নিবাইয়া বিরহ অনল। করিব তোমায় সুশীতল ॥

নিকটে লতার অন্তরালে। তুমি গেলে টানিব সবলে॥
করিয়া তোমায় কোপযুতা। পাইব তোমার প্রসন্নতা॥

শ্রীকৃষ্ণ দিঙ্‌ মধুলিহৌ ভবদাস্য-পদ্ম
মাঘ্রাপয়ান্যতিতৃষং তবদৃক্‌চকোরীং।
তদ্‌বক্ত্র চন্দ্রবিকসৎস্মিতধারয়ৈব
সংজীবয়ানি মধুরিম্নি নিমজ্জয়ানি॥ ৭৮॥

এইরূপ সুচাতুরী, আমি প্রকটন করি, কৃষ্ণাক্ষি ভ্রমরে, মুখপদ্ম-মধু তব—
বিতরি, তোমার আঁখি—চকোরে করিব সুখী, তাঁর স্মিতসুধা পিবাইয়া জিয়াইব॥

(সায়ংকালীয় বটকাদি প্রেরণ)

বৈবশ্যমস্য তব চাদ্ভুত মীক্ষয়ানি
ত্বামানয়ানি সদনং ললিতা-নিদেশাৎ।
কর্পূরকেল্যমৃতকেলি ততীঃ প্রদাতুং
গোষ্ঠেশ্বরীমনুসরাণি সমং সখীভিঃ॥ ৭৯॥

বিদায়ে দোঁহার অপরূপ বিবশতা। জনমিলে মোরে আজ্ঞা দিবেন ললিতা।—
তাহার নিদেশ পেয়ে, যতনে তোমারে লয়ে, ঘরে আসি সখীগণ সহিতে মিলিয়া,
কর্পূর অমৃত-কেলী, প্রভৃতি বটকাবলী, গোষ্ঠরাণী কাছে মোরা যাইব লইয়া॥

গত্বা প্রণম্য তব-শং কথয়ানি দেবি!
পৃষ্টাতয়াথ বটকাবলিমীক্ষয়িত্বা।
তাং হর্ষয়ানি ভবদদ্ভুতসদ্‌গুণালী
স্তৎকীৰ্ত্তিতা স্ববয়সে শৃণবানি হৃষ্টা॥ ৮০॥

গিয়া প্রণমিলে তাঁরে পরম আগ্রহ ভরে তোমার কুশল তিনি পুছিবেন মোরে।
আমি সে সংবাদ বলি, দেখাব বটকাবলী, "তবগুণ" তিনি বলিবেন সুখ-ভরে॥
তব কীৰ্ত্তি কাহিনী শুনাঞা তাঁর মুখে, সকল সঙ্গিনীগণে উলসিব সুখে।

বীক্ষ্যাগতং তনয়মুন্নত সম্ভ্রমোর্ম্মি
মগ্নাং স্তনাক্ষিপয়সামভিষিচ্য পূরৈঃ।
অভ্যঞ্জনাদিকৃতয়ে নিজদাসিকাস্তা
মাজ্ঞাপি তাং নিদিশতীং মনসা স্তবানি॥ ৮১॥

তনয়ের মুখ হেরে, সম্ভ্রম-তরঙ্গ ভরে, ডুবিয়া সেনেহে রাণী স্তন-দুগ্ধ পুরে—
কৃষ্ণে অভিষেক ক'রে, দাসীগণ সহ মোরে, কহিবেন মাল্যানুলেপন দানিবারে।
শুনি বাসনানুরূপ সেই শুভাদেশ, মানসে রাণীকে স্তুতি করিব অশেষ॥

স্নানানুলেপ বসনাভরণৈ র্বিচিত্র
শোভস্য মিত্র সহিতস্য তয়া জনন্যা।
স্নেহেন সাধু বহু-ভোজিত পায়িতস্য
তস্যাবশেষিত মলক্ষিত মাদদানি॥ ৮২॥

সখাসহ স্নানানুলেপিত, বসনাভরণে বিভূষিত।
শ্রীকৃষ্ণ, জননী স্নেহে, পান-ভোজনাদি গেহে, করিলে প্রসাদ আনি দিব অলখিত॥

তেনৈব কান্ত বিরহজ্বরভেষজেন
তৎ কালিকেন তদুদন্ত-রসেন চাপি।
আগত্য সাধু শিশিরী করবাণি শীঘ্রং
তন্নেত্র কর্ণরসনা-হৃদয়ানি দেবি!॥ ৮৩॥

প্রাণেশাবশেষ মিষ্টান্নাদি, বিরহ জ্বরের মহৌষধি—
স্নান ভোজনাদি কথা, সুধাময় সুবারতা, আস্বাদন তোমায় করাব।
বলি বাড়াইব সুখ, শ্রবণ রসনা বুক, তাহাতে তোমার জুড়াইব॥

(পাবনসরোবরে স্নান)

স্নানায় পাবনতড়াগজলে নিমগ্নাং
তীর্থান্তরেতু নিজবন্ধুবৃতো জলস্থঃ।
সংমজ্জ্যাতত্র জলমধ্যত এত্য স ত্বা
মালিঙ্গ্য তত্র গত এব সমুত্থিতঃ স্যাৎ॥ ৮৪॥

নিদাঘে পাবন-সরোবরে, সান্ধ্যস্নান করাবার তরে।
যাইব তোমায় নিয়ে, হরি অন্য ঘাটে গিয়ে, সখাসহ জলে খেলিবেন কুতূহলে—
জল মাঝে ডুব দিয়া, আসি তোমা আলিঙ্গিয়া, কেহ না বুঝিবে পুনঃ যাইবেন চলে॥

তন্নো বিদুর্নিকটগা অপি তে ননন্দৃ
শ্বশ্রাদয়ো ন কিল তস্য সহোদরাদ্যাঃ।

জ্ঞাত্বাহ মুৎপুলকিতৈব সহালিরেত
চ্চাতুর্য্যমেত্য ললিতাং প্রতি বর্ণয়ানি ॥ ৮৫ ॥

তোমার সঙ্গিনী তব শাশুড়ী ননদী, শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ বলদেব আদি।
এ চারু-চাতুরী তাঁর, নারিবেন বুঝিবার, আমি অনুভব করি, হয়ে পুলকিতা—
ললিতাকে বলিব এ মহা লীলা কথা ॥

(গো-দোহন)

উদ্যানমধ্যবলভী মধিরুহ্য তত্র
বাতায়নার্পিত দৃশং ভবতীং বিধায়।
সংদর্শ্য তৎপ্রিয়তমং সুরভীর্দুহানং
আনন্দ-বারিধি-মহোর্ম্মিষু মজ্জয়ানি ॥ ৮৬ ॥

পাবনসরের পূর্ব্বতীরে পুষ্পোদ্যানে, তোমার সহিত চন্দ্রশালিকারোহণে।
বাতায়নে নয়ন প্রদান করাইয়া, তোষিব কৃষ্ণের গোদোহন দেখাইয়া ॥

গত্বা মুকুন্দমথ ভোজিত পায়িতং তং
গোষ্ঠেশয়া তবদশাং নিভৃতং নিবেদ্য।
সঙ্কেতকুঞ্জমধিগত্য পুনঃ সমেত্য
ত্বাং জ্ঞাপয়ান্যয়ি ! তদুৎকলিকা কুলানি ॥ ৮৭ ॥

জননীর স্নেহেতে মুকুন্দ। ভোজনাদি করিবেন পাইয়া আনন্দ।
তবে আমি তাঁর কাছে গিয়া। গোপনে তোমার দশা গোচর করিয়া ॥
সঙ্কেত কুঞ্জের নাম জানি। আসিয়া কহিব তার আকুল কাহিনী ॥

(প্রদোষাভিসার)

ত্বাং শুক্লকৃষ্ণরজনী সরসাভিসার
যোগ্যৈর্বিচিত্রবসনাভরণৈ র্বিভূষ্য।
প্রাপয্য কল্পতরুকুঞ্জমনঙ্গ-সিন্ধৌ
কান্তেন তেন সহ তে কলয়ানি কেলীং ॥ ৮৮ ॥

শুক্লা কৃষ্ণা নিশি সমুচিত। শ্বেত বা সুনীল বাস-ভূষণে-ভূষিত ॥
করিয়া, তোমায় সঙ্গে নিয়া। কলপতরুর কুঞ্জে বৃন্দাবনে গিয়া ॥
কান্তসহ করাইব কেলি। লখিতে নারিবে কেহ আমার চাতুরী ॥

—০:*:০—

সদৈন্যে সঙ্কল্প সাফল্যের প্রার্থনা।

হে শ্রীতুলস্যুরুকৃপা-দ্যুতরঙ্গিণিস্তং,
যন্মূর্দ্ধ্নি মে চরণ পঙ্কজ মাদধাস্বং।
যচ্চাহমপ্যাপিবমম্বু মনাক্ তদীয়ং
তন্মে মনস্যুদয়মেতি মনোরথোঽয়ং ॥ ৮৯

এই যে আমার, মনোরথ সার, উদিত হোতেছে মনে।
হে তুলসি দেবি! তবপদ লভি, তোমার করুণা গুণে।
শিরে পদ নিয়ে, পাদোদক পিয়ে, লভিয়া সুকৃতি লেশ।
তাহাতেই আজি, সুবাসনা রাজি, উথলিছে সবিশেষ॥
(নহিলে মলিন-মন মোর। কেন হবে বাসনা-বিভোর!
করুণা করিয়া এইবার। মনসাধ পূরাও আমার॥)

ক্বাহং পরশ্শত নিকৃত্যনুবিদ্ধচেতাঃ
সঙ্কল্প এষ সহসা ক্ব সুদুর্লভেঽর্থ?
একা কৃপৈব তব মামজহাত্যুপাধি-
শূন্যৈব মন্তু মদধত্যগতে গতির্মে॥ ৯০

শত শত শঠতায়, অনুবিদ্ধ আমি হায়! এসকল সুদুর্লভ সঙ্কল্প কোথায়?
অবিচার দয়াগুণে, হেন অপরাধী জনে, অগতির গতি! ভাসাইছ বাসনায়।

হে রঙ্গমঞ্জরি! কুরুস্ব ময়ি প্রসাদং,
হে প্রেম-মঞ্জরি! কিরাত্র কৃপাদৃশং স্বাং।
মামানয়স্বপদ মেব বিলাসমঞ্জ-
র্য্যালীজনৈঃ সমমুরীকুরু দাস্য দানে॥ ৯১

* হে রঙ্গমঞ্জরি! মোরে কৃপা কর। হে প্রেমমঞ্জরি করুণা বিতর॥
বিলাস মঞ্জরি! মোরে দয়া করি, রাখহ চরণ তলে।

* রঙ্গমঞ্জরী, গ্রন্থ কর্ত্তার পরম গুরু কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তীর সিদ্ধনাম, প্রেমমঞ্জরী পরমেষ্ঠী গুরু গঙ্গা নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর সিদ্ধনাম, বিলাস মঞ্জরী পরাপর গুরু শ্রীযুক্ত নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সিদ্ধনাম (সাধক নিজগুরু প্রণালী মতেও যোজনা করিতে পারেন।) মঞ্জুলালী লোক নাথ গোস্বামী মহোদয়ের সিদ্ধনাম।

আলী দলে নিয়া, দাসী পদ দিয়া, ডুবাও পিরীতি জলে।

হে মঞ্জুলালি ! নিজনাথ-পদাব্জসেবা
সাতত্যসম্পদতুলাসি ময়ি প্রসীদ।
তুভ্যং নমোঽস্তু গুণমঞ্জরি ! মাং দয়স্ব,
মামুদ্ধরস্ব রসিকে ! রসমঞ্জরি ! ত্বং ॥ ৯২

মঞ্জুলালি ! কৃষ্ণপদাব্জ সেবন, সতত তোমার সরবস্ব ধন।
করুণা করহ মোরে নিজগুণে ! শ্রীগুণ মঞ্জরি রাখহ চরণে।
মোরে উদ্ধারহ রসমঞ্জরি রসিকা, অতি নিরুপায় তোমাদের এদাসিকা।

হে ভানুমত্যনুপম প্রণয়াব্ধিমগ্না,
স্বস্বামিনোস্ত্বমসিমাং পদবীং নয়স্বাং।
প্রেমপ্রবাহ পতিতাসি লবঙ্গমঞ্জ-
র্য্যাত্মীয়তামৃতময়ীং ময়ি ধেয়ি দৃষ্টিং ॥ ৯৩

ভানুমতি ! নিজেশার প্রণয় সাগরে। — সদা নিমগনা, পদে রাখহ আমারে ॥
লবঙ্গ মঞ্জরি ! প্রেম-প্রবাহে পতিতা। মোরে কৃপা দৃষ্টি কর আত্মীয়তামৃতা ॥

হে রূপমঞ্জরি ! সদাসি নিকুঞ্জযূনোঃ
কেলি-কলারস বিচিত্রিত চিত্তবৃত্তিঃ।
ত্বদ্দত্ত দৃষ্টিরপি যৎ সমকল্পয়ং তৎ,
সিদ্ধৌ তবৈব-করুণা প্রভুতামুপৈতু ॥ ৯৪

শ্রীরূপ মঞ্জরি তব কৃপাবলোকনে, এসব বাসনা মোর উঠিতেছে মনে।
যুগলের নিকুঞ্জ বিহারে। কেলিকলা রসের বিস্তারে।
চিত্তবৃত্তি চিত্রিত তোমার। নিরবধি ধেয়ান লীলার ॥
তাই তব করুণা গুণের প্রভুতায়। সঙ্কল্প সিদ্ধির, করি দেওগো উপায় ॥

রাধাঙ্গ শশ্বদুপগূহনত স্তদাপ্ত,
ধর্ম্মদ্বয়েন তনুচিত্ত ধৃতেত্র দেব !
গৌরদয়ানিধিরভূরয়ি নন্দসূনো !
তন্মেমনোরথলতাং সফলী কুরু ত্বং ॥ ৯৫

গউর বরণ-নন্দসুত দয়ানিধি !
শ্রীরাধাঙ্গ আলিঙ্গন, করি তুমি অনুক্ষণ, রাধার বর্ণ ও দয়া লভিয়াছ যদি।

মম মনোরথ তুমি করিয়া সফল, জগতে দেখাও নিজ করুণার বল॥

শ্রীরাধিকাগিরিভৃতৌ ললিতাপ্রসাদ-
লভ্যাবিতি ব্রজবনে মহতীং প্রসিদ্ধিং।
শ্রুত্বাশ্রয়ানি ললিতে! তবপাদপদ্মং,
কারুণ্য রঞ্জিত দৃশং ময়ি হা নিধেহি॥ ৯৬

"ললিতার কৃপা হ'লে, রাধা গিরিধর মিলে," বিখ্যাত একথা চিরদিন ব্রজবনে
শুনি বড় ভরসায়, শরণ লইনু পায়, ললিতে! করুণাদিঠে চাহ আমা পানে।

ত্বং নামরূপ গুণশীল বয়োভিরৈক্যা
দ্রাধেব ভাসি সুদৃশাং-সদসিপ্রসিদ্ধা।
আগঃ শতান্যগণয়ন্নুররী কুরুস্ব,
তন্মাং বরাক্ষি-নিরুপাধিকৃপে বিশাখে॥ ৯৭

"নাম-রূপ-গুণ বিশাখার। শীলবয়ো সমান রাধার॥"
সুন্দরী সমাজে মহা, সুবিখ্যাত কথা ইহা, অতএব বিশাখা সুন্দরি!
না গণিয়ে অপরাধ, কর মোরে পরসাদ, চরণে শরণ দান করি॥

হে প্রেম সম্পদতুলা ব্রজনব্যযূনোঃ
প্রাণাধিকা প্রিয়সখাঃ প্রিয়নর্ম্ম্যসখ্যঃ॥
যুষ্মাকমেব চরণাব্জরজোভিষেকং
সাক্ষাদবাপ্যসফলোস্তু মমৈব মূর্দ্ধা॥ ৯৮

ব্রজ নব-যূনের পরম প্রেমাধার—
প্রিয় নর্ম্ম সখীগণ, সেবাপ্রাণ সর্ব্বক্ষণ, করুণা করহ মোরে এবার এবার॥
সেবারসামৃতে মাখা, প্রাণাধিক প্রিয়সখা! করুণা নয়নে সবে চাহ একবার
তোমাদের শ্রীচরণ, ধূলি করি নিষেবন, সফল হউক এই মস্তক আমার॥

বৃন্দাবনীয়-মুকুট ব্রজলোক-সেব্য
গোবর্দ্ধনাচলগুরো! হরিদাসবর্য্য!
তৎসন্নিধিস্থিতিযুষো মমহৃৎ-শিলাস্থ-
পৈতা মনোরথলতাঃ সহসোদ্ভবন্তু॥ ৯৯

হরিদাসবর্য্য গোবর্দ্ধন গিরিবর! বৃন্দাবন-মুকুট, সবার সেব্যতর!
তবান্তিকে বাসফলে হৃদয়প্রস্তরে, উত্থিত বাসনা লতা ফলাও সত্বরে॥

শ্রীরাধয়া সম তদীয় সরোবর ত্ব-
ত্তীরে বসানি সময়ে চ ভজানি সংস্থাং।
ত্বন্নীরপানজনিতা মমতর্ষবল্ল্যঃ
পাল্যাস্ত্বয়া কুসুমিতা ফলিতাশ্চ কার্য্যাঃ ॥১০০

রাধাকুণ্ড! তুমি রাধাসম, মহিমায় হও সর্ব্বোত্তম।
তব জল পান করে, হৃদে তৃষালতা খেলে, ফুলফল ধরাইয়া তাহার পালন—
করিতে উচিৎ হয়, অতএব তবাশ্রয়, লইনু করহ মোরে কৃপা বিতরণ॥

বৃন্দাবনীয় সুরপাদপযোগপীঠ!
স্বস্মিন্ বলাদিহ নিবাসয়সি স্বয়ং যৎ।
তন্মে ত্বদীয় তলতস্তুষ এব সর্ব্ব-
সঙ্কল্পসিদ্ধিমপি সাধু কুরুষ্ব শীঘ্রং॥ ১০১॥

শ্রীবৃন্দাবনীয় যোগপীঠ! হও তুমি --সুরতরু-তলে চিন্তামণি স্বর্ণ-ভুমি।
বলে নিজ-দেশে বাস, দিয়া যে জন্মাও আশ, সে আশা সফল করা সমুচিত হয়,
মোর আশা সিদ্ধ কর হইয়া সদয়॥

বৃন্দাবনস্থিরচরান্ পরিপালয়িত্রি!
বৃন্দে! তয়ো রসিকয়োরতিসৌভগেন
আঢ্যাসি তৎ কুরু কৃপাং গণনা যথৈব
শ্রীরাধিকাপরিজনেষু মমাপি সিধ্যেৎ॥ ১০২॥

যত স্থিরচর চয়, আছে বৃন্দাবনময়, সবে তুমি করহ পালন।
রসিক মিথুন হোতে, অতিশয় সৌভাগ্যেতে, অন্বিতা হইয়া আছ তুমি।
এই কৃপা কর মোরে, শ্রীরাধার পরিকরে, প্রবেশে সুসিদ্ধা হই আমি॥

বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোম-সোম-
মৌলে! সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপীশ্বর! ব্রজবিলাসি-যুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে
প্রেম প্রযচ্ছনিরুপাধি নমোনমস্তে॥ ১০৩

বৃন্দাবন-অবনি-পালক! শশিকলা ললাটে ধারক!
উমা সহ সদা বিরাজিত, চতুঃসন-নারদ পূজিত।

—গোপীশ্বর! প্রণমি তোমায়,

বিলসিত বৃন্দাবনে, সে দোহার শ্রীচরণে, নিরুপাধি প্রেম দান করহ আমায়

হিত্বান্যাঃ কিল বাসনা ভজ সখে বৃন্দাবনং তত্রতং
রাধাকৃষ্ণবিলাসবারিধিরসাস্বাদং ন চেৎ বিন্দথ।
ত্যক্তুংশক্নুথ ন স্পৃহা মপিপুন স্তত্রৈবহৃদ্বৃত্তয়ো
বিশ্রব্ধাঃ শ্রয়ত মমৈব সততং সঙ্কল্প কল্পদ্রুমং ॥ ১০৪ ॥

ওরে মোর চিত্তবৃত্তিগণ! ভজন করহ বৃন্দাবন।
রাধাকৃষ্ণ বিলাস-বারিধি, আস্বাদিতে নাহি পার যদি
কিন্তু তাহে আশা-তৃষা না পারো ছাড়িতে
এ সঙ্কল্প-কল্পতরু আশ্রহ শ্রদ্ধাতে।

—০:*:০—

ইতি শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠকুর-বিরচিতঃ শ্রীসঙ্কল্প কল্পদ্রুমঃ
শ্রীকৃষ্ণপদ দাসাধমেনালপিত তদনুবাদঃ

সম্পূর্ণঃ।